উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,৫২৭.৯৫ (+১৬৯৫.৪০)
নিফটি : ২৩,৬২২.৯০ (+৪৬১.৩০)

বিমান দুর্ঘটনার রিপোর্ট অধরা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° সর্বোচ্চ / ২৪° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ২৪° সর্বনিম্ন

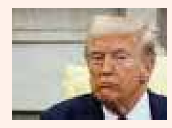

ইরান যুদ্ধে রাশ ট্রাম্পের ৭

সিআইডি-কে পালটা চ্যালেঞ্জ অভিষেকের
উসকানিমূলক ভাষণ নিয়ে মামলা ৩

শিলিগুড়ি ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 13 June 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 26

পথে পথে শত বাধা

রেললাইন ঘেঁষে তৈরি হয়েছে বাজার। টয়ট্রেনের কয়েক হাত দূর দিয়ে লাইন পার হওয়া নিত্যদিনের ঘটনা। শিলিগুড়িতে শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

আজ দিল্লিযাত্রা বিক্ষুব্ধদের

সুদীপকে ঘিরে জল্পনার মেঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ জুন : রাজ্যে ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার পর এবার দিল্লির বুকেও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস। সব জল্পনা সত্যি করে ১৫ জুন, সোমবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দ্বারস্থ হতে চলেছেন ঘাসফুলের ১৯ জন বিক্ষুব্ধ সাংসদ। স্পিকারের কাছে তাঁরা নিজেদেরই 'আসল তৃণমূল' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জোরালো দাবি জানাবেন। আর এই মহাসংকটের মাঝেই দিল্লির অলিন্দে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে আরও একটি বিস্ফোরক খবর। দলের বর্ষীয়ান নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এবার বিদ্রোহী শিবিরের নৌকায় পা রাখছেন বলে জল্পনা ছড়িয়েছে।

এই উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই রবিবার নয়াদিল্লিতে পৌঁছোচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই রাতে বিক্ষুব্ধ সাংসদদের নিয়ে এক হাইভোল্টেজ বৈঠক ও নৈশভোজে উপস্থিত থাকার কথা তাঁর। সূত্রের খবর, ওই রাতেই শুভেন্দুর সঙ্গে একই টেবিলে দেখা যেতে পারে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সদ্য ইস্তফা দেওয়া রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়কে। ফলে, সেখানেই বিক্ষুব্ধ সাংসদের ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত হতে পারে। বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া স্পষ্ট জানিয়েছেন, সমস্ত বিক্ষুব্ধ সাংসদ শনিবারই দিল্লি পৌঁছাচ্ছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁরা স্পিকারের কাছে যাবেন।

তৃণমূলের অন্দরের এই মহাবিদ্রোহের তালিকায় একের পর এক হেভিওয়েট নেতার নাম দেখে ঘুম উড়েছে কালীঘাটের শীর্ষ নেতৃত্বের। কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া, পার্থ ভৌমিক থেকে শুরু করে প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান সবাই রয়েছেন এই তালিকায়। শুধু তাই নয়, লোকসভায় দলের অন্যতম মুখ প্রবীণ নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা চলছে, কল্যাণও হয়তো শেষ মুহূর্তে এই বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়ে দিল্লির বিমানে চড়তে পারেন। রাজনৈতিক মহলের খবর, শনিবার দিল্লি পৌঁছোচ্ছেন সুদীপও। ফলে বিক্ষুব্ধ সাংসদের সংখ্যা ২২-এ পৌঁছোতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে।

সোমবার এই তালিকা নিয়েই স্পিকারের কাছে গিয়ে নিজেদের বসার জায়গা ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে সরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাবেন বিদ্রোহীরা। একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ জোটে শামিল হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও করা হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাজপেয়ী জমানায় এনডিএ-তে থাকার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই বিক্ষুব্ধ শিবিরের দলনেতা হিসেবে সুদীপের নাম উঠে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ অভিযোগ তুলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র অঙ্গুলিহেলনে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে এই 'অপারেশন লোটাস' চালানো হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

গণতন্ত্রের 'গ' উধাও, আছে শুধু ছকবাজি

গৌতম সরকার

প্রকাশ চিকবড়াইক আর তৃণমূলে নেই। ঘোষিতভাবে বিজেপিতেও নেই। তবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কাজ করবেন বলছেন। কীভাবে! তিনি বিজেপিতে নেই, রাজ্য সরকারের পদেও নেই। তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কীভাবে কার্যকর হবে তাঁর ওপর। রহস্যটা এখানেই। এটা উদাহরণ নম্বর ওয়ান। উদাহরণ নম্বর টু- সুখেন্দুশেখর রায়। রাজ্যসভায় প্রকাশের সতীর্থ ছিলেন। তিনিও দল ও রাজ্যসভা ছেড়েছেন।

তিনি বলছেন, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বাংলায় কল্যাণকর কর্মসূচির 'শুভারম্ভে' তাঁর 'আগ্রহ' খুব। উদাহরণ নম্বর থ্রি- কাকলি ঘোষদস্তিদারের বাহিনী। যাঁরা সবাই তৃণমূলের বিদ্রোহী। তবে কেউ দল ছাড়েননি। লোকসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফাও দেননি। শুধু নাকি আলাদা ব্লক হিসেবে সংসদে কাজ করবে। যে ব্লক এনডিএ'র সহযোগী হবে। নয়াদিল্লির কর্মকাণ্ড দেখলে মনে হবে, বিজেপি তাঁদের অভিভাবক। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাতে বৈঠক হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে।

যে ভূপেন্দ্র বাংলায় বিজেপির নির্বাচনি সাফল্যের অন্যতম কারিগর। কাকলি বাহিনীর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করতে কলকাতা-নয়াদিল্লি যাতায়াত করলেন শুভেন্দু অধিকারী। খাতায়-কলমে যাঁরা তৃণমূলে আছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে কী ভীষণ আগ্রহ ভাবুন! অথচ বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তৃণমূলিদের জন্য দলের দরজা বন্ধ। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কঠোর অবস্থান ছিল, তাঁর দলের তৃণমূলিকরণ নৈব নৈব চ।

যদিও বিজেপির অন্দরের ইচ্ছা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে সুনীল বনসলের মন্তব্যে। তিনি বাংলায় দলের নির্বাচন পরিচালনা ও সংগঠনের মূল স্থপতি। সম্প্রতি কলকাতায় বিজেপির এক কর্মসূচিতে তিনি বলে দিয়েছেন, একে নেব না, ওকে নেব না- এসব চলবে না। সব হিন্দুদের বিজেপিতে যুক্ত করতে হবে। যাঁকে যুক্ত করা হবে, তাঁর পূর্ব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড 'ঠিক' না থাকলেও চলবে। বিজেপির ভাবনার ওয়াশিং মেশিনে তাঁদের পুরো ধোলাই করে নিলেই ল্যাটা চুকে যাবে।

দিল্লিতে এই কৌশলের উদ্দেশ্যটা হল, সংসদে নির্বিবাদে সমস্ত বিল পাশ করিয়ে নেওয়ার নিশ্চয়তা। বিরোধী কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব সংকুচিত করে দেওয়ার ছকবাজি। শক্তিক্ষয় করে সংসদে তৃণমূলের হল্লা ব্রিগেডের পঙ্গু করে দেওয়া। খোদ অমিত শা'র নির্দেশ ছাড়া ভূপেন্দ্র যাদব ও শুভেন্দু বিদ্রোহীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভাবার কারণ নেই।

এরপর দশের পাতায়

নজিরবিহীন কোন্দলে অচল এনবিইউ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস এবং জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের নজিরবিহীন কোন্দল এবং ক্ষমতা জাহির করার প্রতিযোগিতায় উপাচার্যহীন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক অচলাবস্থা। রেজিস্ট্রারের দপ্তরের গোপনীয়তা নষ্ট করা এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মতো মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে স্বপনের বিরুদ্ধে। পালটা প্রতিশোধস্পৃহায় জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের দপ্তরের ই-মেল ও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে গোটা দপ্তরকে কার্যত অকেজো করে দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে ভাস্করের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শীর্ষ আধিকারিকের মধ্যে একে অপরকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে যে ভাষায় চিঠি চালাচালি শুরু হয়েছে তার মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়েছে ক্যাম্পাসের সব মহলেই। তাকে অন্ধকারে রেখে একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সম্প্রতি স্বপনকে শোকজ করেন ভাস্কর। তার উত্তরে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসাবে ভাস্করের আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পালটা চিঠি দিয়েছেন স্বপন। এই পরিস্থিতিতে লাটে উঠেছে প্রশাসনিক কাজকর্ম।

- রেজিস্ট্রারের দপ্তরের গোপনীয়তা নষ্ট করা এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে
- পালটা প্রতিশোধস্পৃহায় জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের দপ্তরের ই-মেল ও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে দপ্তরকে কার্যত অকেজো করে দেওয়ায় অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার
- কে কত বড় বিজেপি প্রমাণে মরিয়া হয়েছেন দুজনেই, তাতেই লেগেছে কোন্দল

প্রায় আড়াই বছর উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়। তারও বেশি সময় ধরে ফাঁকা স্থায়ী রেজিস্ট্রারের চেয়ার। ফলে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারই বকলমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বেসর্বা। সেই চেয়ারে বসার জন্য দীর্ঘদিন থেকেই শিক্ষক এবং আধিকারিকদের একাংশের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছে। স্থায়ী রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতিতে রেজিস্ট্রার দপ্তরের দায়িত্ব সামলানোর কথা জয়েন্ট রেজিস্ট্রারেরই। তবে তাকে বাদ দিয়ে বারবার ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসাবে অন্যদের দায়িত্ব পাওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে নেননি স্বপন। তৃণমূল আমলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং তৎকালীন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্রের সঙ্গে সুসম্পর্কের জেরে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রধান সচিব নূপুর দাস।

এরপর দশের পাতায়

পুড়ে ছাই ৪০০০ ইভিএম, নথি

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ জুন : আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনের সদর দপ্তরে অগ্নিকাণ্ড শুধুই দুর্ঘটনা, নাকি এক সুপরিকল্পিত অপরাধ? এর নেপথ্যে কি তবে গভীর কোনও চক্রান্ত লুকিয়ে? এখন এই একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। পুড়ে ছাই হাজার হাজার ইভিএম, সুন্দরবনের চোরাশিকারিদের গোপন নথি থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমলের ম্যাপ। এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে হইচই শুরু হতেই রহস্যের জট খুলতে এবার চার সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'সিট' গঠন করল লালবাজার। অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার (সাউথ ডিভিশন) সুখেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গোয়েন্দা

নেপথ্যে কোন রহস্য?

বিভাগের অফিসাররা ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছেন। শুক্রবারই ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছে ফরেন্সিক টিম।

এই ঘটনার নেপথ্যে বড়সড়ো ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব দানা বেঁধেছে। দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরীও অগ্নিকাণ্ড নিয়ে রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন।

তদন্তের গভীরে গেলেই উঠে আসছে তিনটি মারাত্মক খটকা। প্রথমত, আগুনের অদ্ভুত গতিপ্রকৃতি তদন্তকারীদের সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলছে। ভবনের চার ও পাঁচতলায় আগুন লাগার পর দাউদাউ করে জ্বলে উঠল একেবারে নয় ও দশতলা। আর সম্পূর্ণ অক্ষত থাকল ছয়, সাত এবং আটতলা! খোদ দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী বলছেন, 'এটা খুব অস্বাভাবিক লাগছে। আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

দ্বিতীয়ত, নয় ও দশতলায় যেখানে আগুন লাগল, সেখানে ছিল বর্তমানে পুলিশি হেপাজতে থাকা

এরপর দশের পাতায়

হেক্সার দৌড়ে আন্সেলোত্তির ব্রাজিল

নিউ জার্সি, ১২ জুন : নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামের আদত নাম মেটলাইফ। তবে ফিফার নিয়মে কোনও নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার বাইরে স্পনসরের নাম ব্যবহার নিষেধ, তাই বিশ্বকাপের দেড় মাসের জন্য এই নামবদল। হাডসন নদীর দুই পারের দুই শহরের নাম জড়িয়ে থাকলেও, ইস্ট রাদারফোর্ডের এই স্টেডিয়ামে পৌঁছানো রীতিমতো শারীরিক কসরত ও অর্থদণ্ডের ব্যাপার। ট্রেন বা মেট্রো একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে নামানোর পর ট্যাক্সি বা উবারই ভরসা। আর মেটলাইফের গায়ের ট্রেন স্টেশনটি শুধু ম্যাচ থাকলেই খোলে, যেমন খুলবে শনিবার ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচের দিন! এই তীব্র গরমে নেভিগেশন ঘেঁটে অ্যাক্রিডিটেশন সেন্টার খুঁজতে খুঁজতেই দেখা ও'গ্লোবোর এক পরিচিত সাংবাদিকের সঙ্গে। তাঁর গলাতেই শোনা গেল ব্রাজিলের আসল শঙ্কাটা-বড্ড বেশি ভিনিসিয়াস জুনিয়ার নির্ভর হয়ে পড়ছে না দল?

ভরসা সেই ভিনিসিয়াসই

মরক্কো ম্যাচের প্রস্তুতিতে ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

সারা বিশ্বের ব্রাজিল ভক্তদের কাছে গত ২৪ বছর এক অদ্ভুত যন্ত্রণার। ২০০২ সালের পর আর বিশ্বকাপ জেতেনি সেলেকাওরা। সুন্দর ফুটবলের আধ্যাত্মিক অভিভাবকত্বের সেই একচেটিয়া আধিপত্যও আর নেই। টানা তিনটি প্রজন্মের কাছে এটা যেন জন্মগত অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ব্যাপার। দেশীয় কোচদের অধীনে ১৮টি যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ এবং কোপা আমেরিকা নষ্ট করার পর, এই খরা কাটাতে দায়িত্ব নিয়েছেন ইতালীয় কার্লো আন্সেলোত্তি। তাঁর লক্ষ্য একটাই-যে কোনও মূল্যে কাপ জেতা।

এরপর দশের পাতায়

DB®
Siggnature
Finest Cardamom Seeds
New Pack
DB®
Siggnature
GOLD & SILVER
Finest Cardamom Seeds
A Premium Product from Dilbagh®
www.dbsiggnature.com
A Premium Product from Dilbagh®

তদন্তে বাধা নেই

বেলডাঙায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনায় এনআইএ তদন্তে আর বাধা রইল না। কিন্তু তদন্তের ক্ষেত্রে ইউএপিএ ধারা যুক্ত করা হবে কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

কাঠগড়ায় ইন্দ্রনীল

দুর্গাপুজোয় কোটি টাকার বেআইনি ব্যবসার অভিযোগে এফআইআর দায়ের ইন্দ্রনীল সেনের নামে। গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

কড়া মুখ্যমন্ত্রী

বিগত সরকারের জমানায় ঘটা করে হওয়া 'বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন' কি আদৌ বাংলায় শিল্প এনেছিল, নাকি পুরোটাই ছিল একটা বিরাট দুর্নীতির প্যাকেজ? এবার এই মেগা ইভেন্টের খরচের হিসেব নিকেশ করতে সরাসরি সিআইডি তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর।

প্রথম এআই ল্যাব

টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস শুক্রবার কলকাতাতে দেশের প্রথম 'ওরাকল এআই ডেটা প্ল্যাটফর্ম ল্যাব' এবং সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর উদ্বোধন করল। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে রাজ্যে টাটাদের এই মেগা পদক্ষেপ ইতিবাচক ইঙ্গিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

সরকারি ছাদে সোলার

কলকাতা, ১২ জুন : রাজ্যের বেহাল কোষাগার সামলাতে এবং বিদ্যুতের বিপুল খরচ কমাতে এবার জোড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্যের নতুন সরকার। সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে বিদ্যুতের 'স্মার্ট মিটার' বসানোর পাশাপাশি সমস্ত সরকারি ভবনের ছাদে 'রুফ টপ সোলার প্যানেল' বসানোর কড়া নির্দেশ দিল নবান্ন। এই মর্মে ইতিমধ্যেই সমস্ত দপ্তরকে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল।

শুধু সরকারি কর্মী নন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং আধা-সরকারি কর্মীদের বাড়িতেও এই স্মার্ট মিটার বসানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সহায়তায় প্রথমে এটি পোস্ট-পেইড থাকলেও পরে প্রি-পেইড করার সুবিধা মিলবে।

মেরুকরণের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১২ জুন : রাস্তা আটকে হকারি বরদাস্ত করবে না সরকার। ফুটপাথ জবরদখল করে হকারি চলবে না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আজ জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, হকারদের আপাতত সরে যেতে হবে। প্রয়োজনে অচল মার্কেট বা সরকারের উদ্বৃত্ত জমিতে তাঁরা বসতে পারেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে হকার সংগঠন ও বামেরা।

মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, 'রাস্তা দিয়ে যান চলাচল, ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অধিকার জনগণের রয়েছে। সেখানে জবরদখলের অধিকার কারও নেই।' হকার সংগ্রাম সমিতির নেতা শক্তিমান ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ২০১৪-র হকারদের সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বিধিকে কার্যকর করা। বিধি মেনে যাঁরা ব্যবসা করছেন তাঁদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা হলে আইনি পথে এবং রাস্তায় নেমে তার প্রতিবাদ হবে।'

এবার উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে সিআইডির নোটিশ পেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংক্রান্ত তদন্তে ১৬ জুন তাঁকে তলব করা হয়েছে। অন্যদিকে, সই জাল কাণ্ডে রবিবার অভিষেকের পাশাপাশি তলব করা হয়েছে বিধায়ক কুণাল ঘোষকেও।

সিআইডি-কে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ জুন : সই জাল মামলায় বৃহস্পতিবার সাড়ে পাঁচঘণ্টা ভবানী ভবনে সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ভবানী ভবন থেকে বেরোনোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি তিনি। কিন্তু উসকানিমূলক ভাষণের অভিযোগে অপর একটি মামলায় শুক্রবার তাঁর দুয়ারে ফের সিআইডি আধিকারিকরা পৌঁছোতেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। সিআইডি-কে চ্যালেঞ্জ করার পাশাপাশি বিজেপিকেও নিশানা করেছেন অভিষেক। কালীঘাটের পটুয়াপাড়ার বাড়ির সামনে তিনি বলেন, 'আজ দলনেত্রীর বাড়িতে পূর্বনির্ধারিত মিটিং ছিল। সেখানে আমাদের একাধিক বিধায়ক, সাংসদ ছিলেন। বৈঠক চলাকালীন খবর পাই, সিআইডি-র টিম এসেছে। আমি বাড়িতে না থাকায় অন্য কারও হাতে নোটিশটি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। আমি জানাই এই মুহূর্তে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না। এখন ঢুকে দেখছি, সিআইডির প্রতিনিধিরা নেই।'

সিআইডি-কে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, 'যখন ইচ্ছা চলে আসবেন তা হয় না। যদি ফোন করে আসেন, যোগাযোগ করে আসেন, তাহলে থাকব। ওরা যদি বলে আমাকে ছাড়া কাউকে নোটিশ দেবে না, আমার হাতেই দেবে, তাহলে আমি অনুরোধ করব যতক্ষণ না আমি আসব অপেক্ষা করতে হবে। আমি তদন্ত এড়িয়ে যাইনি। লুকোনোর কিছু নেই।' অভিষেক বাড়িতে ফেরার পর তাঁর হাতে নোটিশ ধরায় সিআইডি।

১৬ জুন উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ সংক্রান্ত তদন্তে তাঁকে তলব করা হয়েছে। ভবানী ভবনে হাজিরা প্রসঙ্গে অভিষেকের সাফ কথা, 'নির্ধারিত সময়ের ১৩ মিনিট আগেই পৌঁছেছি। পাঁচ ঘণ্টা ধরে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলেছে। আবার হাজিরা দেব। সবসময় তদন্তে সহযোগিতা করেছি, এখনও করব।' তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত খবর সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হওয়া প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'আমাকে কী কী প্রশ্ন করা হয়েছে, তা মিডিয়ায় লিক হয়েছে। আমি যখন কিছু বলিনি, তখন নিশ্চয়ই তদন্তকারী সংস্থার কাছ থেকে বেরিয়েছে। আমি এটা নিয়ে আদালতে যাব।'

বিজেপিকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, 'এখন সরকার বদলেছে। এরা বিভিন্নভাবে আমাকে ট্যাগ করবে। ধমকে, চমকে, সিবিআই, সিআইডি দিয়ে দল ভেঙে কুৎসা করে, ফাঁসিয়ে, দলীয় অফিস দখল করে তৃণমূলকে দমিয়ে দেওয়া যায় না।' এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রেখে অভিষেকের বক্তব্য, 'আমার বিরুদ্ধে যাঁরা কথা বলছেন, দলে আলোচনা করার জায়গা রয়েছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে চারটে কটূক্তি করার। তিনি আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছেন। আমার কোনও ব্যক্তিগত ক্রোধ ওঁর বিরুদ্ধে নেই। আমি তাঁকে আগেও সম্মান করতাম, এখনও করব।'

তখন পটুয়াপাড়ার বাড়িতে ঢুকছেন অভিষেক। শুক্রবার।

'এক সেকেন্ডে'র আইনি প্যাঁচে মমতাও

কলকাতা, ১২ জুন : ক্ষমতা হারানোর পরেও মেজাজ হারাননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই চিরপরিচিত মেজাজ দেখাতে গিয়েই এবার বড়সড়ো আইনি গেরোয় পড়লেন তিনি। সম্প্রতি ধর্মতলার ধরনা মঞ্চে থেকে বিরোধীদের উদ্দেশে 'এক সেকেন্ডে দেখে নেব' বলে মন্তব্য করেন মমতা। এই মন্তব্যের জেরে তাঁর বিরুদ্ধে উসকানিমূলক ও বিভ্রান্তিকর ভাষণ দেওয়ার অভিযোগে থানায় এফআইআর করেছেন তুষারকান্তি দাস নামে এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ, মমতার সভা থেকে এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যার ফলে শান্তিশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে।

জানা গিয়েছে, ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১৯৬(১) ধারা, ৩৫১(২) ধারা ও ৩৫২ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সাব-ইনস্পেকটর হিমাদ্রি কাঞ্জিলালকে।

একজন প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি হয়ে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে এমন সরাসরি হুমকির ভাষা ব্যবহার করে সমাজে অশান্তি ও হিংসা ছড়ানোর উসকানি দিয়েছেন বলে প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যেই এই ভিডিও ক্লিপটি সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ যে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে, সেখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই পুলিশি অভিযোগ নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে।

জন্মদিনে দায়িত্ব গ্রহণ, প্রশ্নে বিশ্ব বাংলা লোগো

পর্যটনে 'সবকা সাথ' মডেল শংকরের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ জুন : শুক্রবার নিজের জন্মদিনেই নব মহাকরণে রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের নতুন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন শংকর ঘোষ। জন্মদিনে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়াকে নিজের ব্যক্তিগত প্রাপ্তি বলতে নারাজ তিনি। তাঁর মতে, এটি দলের 'সমষ্টিগত সাফল্য'। তবে দপ্তরে পা রেখেই রাজ্যের পর্যটন মানচিত্র ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি পূর্বতন তৃণমূল সরকারের একাধিক সিদ্ধান্তে আমূল বদল আনার কড়া ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রীর প্রথম নিশানায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের 'বিশ্ব বাংলা' লোগো। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ভবন এবং পর্যটনকেন্দ্রে এই লোগোর ব্যবহার নিয়ে ইতিমধ্যেই গেরুয়া শিবিরের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিন লোগো প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে শ্লেষের সুরে শংকর ঘোষ বলেন, 'এই বিশ্ব বাংলা শব্দটির আদতে কী উপযোগিতা রয়েছে, তা জানতে রীতিমতো গবেষণায় বসতে হবে।' তিনি স্পষ্ট করে দেন, কয়েকজন সতীর্থ মন্ত্রী ইতিমধ্যেই এই লোগো ব্যবহারের প্রবল আপত্তি তুলেছেন এবং অচিরেই রাজ্য মন্ত্রীসভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শুধু লোগো নয়, পূর্বতন সরকারের আমলের সমস্ত চলতি ও প্রস্তাবিত পর্যটন প্রকল্পগুলিও এখন আতশকাচের তলায়। সব খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতোই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে শুধু অতীত ঘাঁটা নয়, রাজ্যের পর্যটনকে বিশ্বমানের করে তুলতে 'সবার জন্য পর্যটন' নীতিতেই এগোতে চাইছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। মন্ত্রীর সাফ কথা, পর্যটনকে আর শুধুমাত্র উচ্চ বা মধ্যবিত্তের বিলাসের গণ্ডিতে আটকে রাখা হবে না, তা সাধারণ ও গরিব মানুষের নাগালেও পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখানো পথেই বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আন্তর্জাতিক স্তরের মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং সংস্থার সাহায্য নেবে রাজ্য।

সামনেই নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। তাই এদিন দায়িত্ব নিয়েই দপ্তরের সচিব ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন পর্যটনমন্ত্রী। তাঁর কড়া নির্দেশ, বঙ্গ বিজেপির সংকল্পপত্রে পর্যটনশিল্প নিয়ে রাজ্যবাসীকে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল, আসন্ন দপ্তরের বাজেটে যেন অক্ষরে অক্ষরে তার প্রতিফলন থাকে।

পর্যটনমন্ত্রীর চেয়ারে শংকর ঘোষ। শুক্রবার।

> **বিশ্ব বাংলা শব্দটির আদতে কী উপযোগিতা রয়েছে, তা জানতে রীতিমতো গবেষণায় বসতে হবে।**
>
> **শংকর ঘোষ** *পর্যটনমন্ত্রী*

'টাটাকে ফিরিয়ে আনবই'

শিল্পায়নে সদর্থক বার্তা দিলেও সিঙ্গুর নিয়ে ধোঁয়াশা শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ জুন : রাজ্যে শিল্পায়নের জন্য সদর্থক বার্তা দিলেও কোনও তাড়াহুড়ো চান না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিল্পায়নের প্রশ্নে টাটাকে ফেরানোর কথা বললেও সিঙ্গুর নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারের শিল্প নীতির সমালোচনাও করেন তিনি। কটাক্ষ করে বলেন, 'নন্দীগ্রামের মতো গুলি না চালিয়েও শিল্প আনা যায়। আর সেটাই আসবে পশ্চিমবঙ্গে।'

'২৬-এর নির্বাচনে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে শিল্পায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল বিজেপি। নির্বাচনি প্রচারে সেই শিল্পবান্ধব ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সিঙ্গুরে টাটাকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। সরকার গড়ার পর সংকল্পপত্রের সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দায় বর্তেছে নতুন সরকারের ওপর। কিন্তু এখন সরকারে গিয়ে বিজেপি বুঝতে পারছে রাজ্যে টাটাকে ফেরানো সম্ভব হলেও সিঙ্গুরের জমিতে শিল্পায়ন কার্যত অসম্ভব। এদিন মোদি সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই রাজ্যে শিল্পায়নের বার্তা দিতে গিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টাটাকে আমরা ফিরিয়ে আনবই। কিন্তু সিঙ্গুরের জমি এখন সরকারের হাতে নেই। বিগত সরকার তা কৃষক এবং জমির মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। সেই জমি চাষের উপযুক্তও নয়। সিঙ্গুরের জমিতে টাটার সিমেন্ট আর রড এতটাই মিশে আছে যে সেখানে মাছ চাষও করা যায়নি।' বিগত সরকারের আমলে অনিচ্ছুক কৃষক এবং জমির মালিকদের জমি ফেরত দেওয়ার পর সেখানে সরকারি উদ্যোগে চাষবাসের চেষ্টা হয়েছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরে গিয়ে সর্ষের বীজ ছড়িয়েছিলেন জমিতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সিঙ্গুরে চাষও হয়নি আর সরকারের হাত থেকে জমি ফেরত দিয়ে দেওয়ার জন্য শিল্প সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গিয়েছে। বিগত বাম সরকারের আমলে নন্দীগ্রামে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে গুলি চালাতে হয়েছিল প্রশাসনকে। পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন ১৪ জন। পরের দিন সিপিএম একে শিল্পায়নের সূর্যোদয় বলে দাবি করলেও পরবর্তী বিধানসভা ভোটে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম কাণ্ডের জেরে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল তারা। সেকথা মাথায় রেখেই বিগত ১৫ বছরে সরকারের জমি নীতিতে অধিগ্রহণ শব্দটি কার্যত মুছে ফেলেছিলেন মমতা। এদিন শিল্পায়নের প্রশ্নে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'নন্দীগ্রামের মতো গুলি না চালিয়েও শিল্প আনা যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমি অধিগ্রহণের ফাইলকে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন।' জমি অধিগ্রহণ নিয়ে মমতার এই সিদ্ধান্তের জন্যই রাজ্যের শিল্পায়ন থমকে গিয়েছে, এমনটাই দাবি করে বিজেপি। নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের কর্মসংস্থানের হাল ফেরাতে শিল্পায়নে জোর দিতে চান। এক্ষেত্রে দেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যের ত্রিফলা মডেলকেই অনুসরণ করবে রাজ্য। ২২ জুন বাজেটে অনেক কিছু ঘোষণা থাকবে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, শিল্প ও বিনিয়োগের ভিত্তিতেই দেশের সব রাজ্য এগিয়েছে। সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুবিধা নেওয়ার মাধ্যমে আত্মনির্ভর পশ্চিমবঙ্গ গড়তে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সরকার পরিবর্তনের ফলে শিল্পায়নের বহু প্রস্তাব আসছে। কিন্তু রাজ্য এব্যাপারে কোনও তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। এক্ষেত্রে বিগত সরকারের 'লোক দেখানো শিল্পায়নের' কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শিল্পায়ন নিয়ে বিগত সরকারের মতো মিথ্যাচার আর ফোটোসেশন করতে পারব না। যাঁরা আসছেন, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তুলতে আসছেন নাকি প্রকৃতই বিনিয়োগের জন্য আসছেন, তা দেখতে হবে। আগ্রহীদের ট্র্যাক রেকর্ডও খতিয়ে দেখা দরকার।'

শুক্রবার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

নেত্রীকে নিশানা কেষ্টর

বোলপুর, ১২ জুন : বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ঐতিহাসিক ভরাডুবির পর এবার মুখ খুললেন বীরভূমের একসময়ের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। দলে তৈরি হওয়া সাম্প্রতিক 'বিদ্রোহ' এবং জোড়াফুল শিবিরের মহাসংকটের জন্য সরাসরি ভোটকুশলী সংস্থা 'আইপ্যাক'-কে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। অনুব্রতর দাবি, 'আইপ্যাকই তৃণমূলের ভরাডুবির প্রধান কারণ। ওরাই দলের সর্বনাশ করেছে এবং সংগঠনের সমস্ত গোপন তথ্য বাইরে পাচার করেছে।' তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, '২০১১ সালে যখন দল ক্ষমতায় আসে, তখনও আইপ্যাক ছিল না। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সরকারে এসেছিলাম। কংগ্রেসকে চটানোটাও আমাদের ভুল হয়েছে।' অনুব্রতর কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষদিকে কার পাল্লায় পড়লেন, সেটা আমি বুঝতে পারিনি।'

বর্তমানে তৃণমূলের সংসদীয় ও পরিষদীয় দলে ভাঙন এবং সাংসদ-বিধায়কদের আলাদা ফ্রন্ট তৈরি করা প্রসঙ্গে কার্যত বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অনুব্রত। তাঁর সাফ কথা, 'তাঁরা অন্যায় কিছু করেননি, বিজেপিও করেনি। নিজেদের মতো আলাদা ফ্রন্ট তৈরি করেছেন।' দলে নিজের অবস্থান নিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'সম্মান পেলে দল করব, সম্মান না পেলে করব না।'

টেট-আইন নিয়ে দাবি

কলকাতা, ১২ জুন : টেট মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর আইন সংশোধনের দাবি জানাল বিজেপির শিক্ষক সংগঠন এবিআরএসএস। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব দাবি করেন, শীর্ষ আদালতের রায়ের ফলে দেশজুড়ে কর্মরত লক্ষাধিক শিক্ষক চাকরির অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারেন। ২০২৫-এর সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে টেট উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক বলে রায় দেয়। শাসক শিবিরের শিক্ষক সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, ২০১০ সালের আগে বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের টেট থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল এনসিটিই। কিন্তু সাম্প্রতিক রায়ে সেই পার্থক্য কার্যত উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে ৩১ অগাস্ট ২০২৮ সালের মধ্যে টেট পাশ করতে না পারলে বহু শিক্ষক বাধ্যতামূলক অবসরের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

অরূপকে তলবের প্রস্তুতি

কলকাতা, ১২ জুন : মেসি কাণ্ডে আগামী সপ্তাহে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তলবের তোড়জোড় শুরু করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেয়েছেন তিনি। তাঁকে হাজিরা দিতে বলার ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিশ দেওয়ার কথা বলেছে হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই অরূপকে তলবের প্রস্তুতি শুরু করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, ঘটনার দিন লিওনেল মেসির একেবারে কাছাকাছি ছিলেন অরূপ। তাঁকে বাধা দেওয়ার পরেও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ওই দিন তাঁর সঙ্গে থাকা ফোটোগ্রাফার ও অন্য ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করেছেন তদন্তকারীরা। প্রয়োজনে তাঁদেরও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

পদ্ম-যোগের চেষ্টায় রচনা

কলকাতা, ১২ জুন : লোকসভায় তৃণমূলের ১৯ জন সাংসদের বিদ্রোহের আবহে এবার সরাসরি জল্পনায় জড়িয়ে পড়ল হুগলির সাংসদ তথা টলিউড তারকা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। সূত্রের খবর, বিজেপির এক হেভিওয়েট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুমনা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন রচনা। তবে কি এবার পদ্ম নং ১ হতে চলেছেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ?

ভর্তুকির হিসাব, আনুমানিক ছাদের জায়গা ও সাশ্রয়ের পরিমাণ

উপভোক্তার মাসিক ব্যবহার (ইউনিট)	সোলার প্যানেল	খরচ	সরকারি ভর্তুকি	ছাদের জায়গা (স্কোয়ার ফিট)	ইউনিট ভিত্তিক সাশ্রয় (মাসিক)	মাসিক সাশ্রয় (আনুমানিক)
< ২০০	১-২ কিলোওয়াট	₹৭০,০০০-১,৪০,০০০	₹৩০,০০০-৬০,০০০	৬০-১২০	১০০-২০০	₹৭০০-১,৪০০
২০০-৩০০	২-৩ কিলোওয়াট	₹১,৪০,০০০-২,১০,০০০	₹৬০,০০০-৭৮,০০০	১২০-১৮০	২০০-৩০০	₹১,৪০০-২,০০০
> ৩০০	৩ কিলোওয়াটের অধিক	₹২,১০,০০০-এর অধিক	₹৭৮,০০০	১৮০-র অধিক	৩০০-র অধিক	₹২০০০-এর অধিক

- গ্রিড সংযোগের সাথে সাথেই ভর্তুকি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে।
- প্যানেল বসানোর খরচের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে সুলভ সুদে লোন নেওয়া যাবে।
- মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে প্রাথমিক খরচ উঠে আসবে।

গ্রুপ হাউসিং সোসাইটি / রেসিডেন্সিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কমন সার্ভিস-এর জন্য ছাদে সোলার প্যানেল বসান এবং ₹১৮,০০০ প্রতি কিলোওয়াটে ভর্তুকি পান।

বিস্তারিত জানুন pmsuryaghar.gov.in পোর্টালে অথবা যোগাযোগ করুন ০৩৩-২৩৬৭৭৪৮৬ নম্বরে।

আবেদন প্রক্রিয়া

পোর্টালে নিবন্ধন করুন pmsuryaghar.gov.in অথবা QR কোড স্ক্যান করুন

অপ্রচলিত ও নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার | বিদ্যুৎ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার | ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ) রেজিস্টার্ড অফিস : বিদ্যুৎ ভবন, ব্লক-ডি জে, সেক্টর-II, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ CIN : U40109WB2007SGC113473, www.wbsedcl.in

গ্যাসের অভাবে মিড-ডে মিল বন্ধ দুই স্কুলে

বাগডোগরা, ১২ জুন : সময়মতো গ্যাস সিলিন্ডার না মেলায় চরম বিপাকে দুটি স্কুল। বেশ কয়েকদিন ধরেই রান্নার কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। অবশেষে শুক্রবার গ্যাস পুরোপুরি ফুরিয়ে যাওয়ায় মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয় এবং মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলে মিড-ডে মিলের রান্না বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন সকলে। দ্রুত সমস্যা সমাধান এবং গ্যাস সরবরাহকারী এজেন্সির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ তুলে আইওসি-র এরিয়া ম্যানেজারের দ্বারস্থ হন দুই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক সহ মাটিগাড়া নাগরিক সমাজ এবং মাটিগাড়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্যরা।

মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বর্ধন বলেন, 'এজেন্সি অনিয়মিতভাবে গ্যাস সরবরাহ করায় বেশ কয়েকদিন ধরেই পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রায় ৯০০ জন পড়ুয়া সঠিকভাবে মিড-ডে মিল পাচ্ছিল না। এজেন্সিকে বলার পরেও তারা কোনও কর্ণপাত করেনি। বাধ্য হয়ে এসডিও, বিডিও, ডিআই অফ স্কুল এবং এআই অফ স্কুল-কে বিষয়টি জানাই। কিন্তু তারপরও কোনও কাজ হয়নি। অবশেষে গ্যাসের অভাবে শুক্রবার আমরা মিড-ডে মিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছি।'

একই পরিস্থিতি মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলেও। স্কুলের শিক্ষক রাজেশ মাহাতোর কথায়, 'পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় এক হাজার পড়ুয়ার জন্য আমাদের মিড-ডে মিলের রান্না করতে হয়। কয়েকদিন ধরে গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁরা রান্না করেন, তাঁরা লাকড়ি সংগ্রহ করে এনে কোনওরকমে কয়েকদিন ম্যানেজ করেছিলেন। কিন্তু সবসময় তো আর লাকড়ি মিলছে না, ফলে রান্নায় বিঘ্ন ঘটছে।'

বর্তমানে সকালে স্কুল চলায় বহু পড়ুয়াই বাড়ি থেকে না খেয়ে আসে। মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের রাঁধুনি ললিতা সাহানি আক্ষেপের সুরে বললেন, 'অধিকাংশ ছাত্রীই সকালে খালি পেটে স্কুলে আসে। রান্না না হওয়ায় তারা রান্নাঘরের সামনে এসে ফিরে যাচ্ছে। ওদের খেতে দিতে পারলাম না ভেবেই খুব খারাপ লাগছে।'

মাটিগাড়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক ডাঃ মলয় বাগচীর অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট গ্যাস এজেন্সি ইচ্ছাকৃতভাবে এই হয়রানি করছে। আর তার ফল ভুগতে হচ্ছে পড়ুয়াদের, তারা মিড-ডে মিল পাচ্ছে না। তবে এজেন্সির এই গাফিলতির কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে খোদ আধিকারিকদের মধ্যেই। আইওসি-র এরিয়া ম্যানেজার অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'গ্যাস সরবরাহকারী এজেন্সিকে গত ৯ জুন ই-মেল মারফত গ্যাস সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা কেন গ্যাস ডেলিভারি করেনি, তা বলতে পারব না।'

অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে ডিএসও শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি দেয়। এদিন সংগঠনের মেডিকেল শাখার সভানেত্রী মনীষা সাউয়ের নেতৃত্বে পড়ুয়ারা কলেজ অধ্যক্ষের ঘরে গিয়ে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। ডিএসও'র দাবি, দীর্ঘদিন কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। কিছুক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্বে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে কলেজের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। তাই অবিলম্বে ছাত্র সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক বলে দাবি জানানো হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক আশ্বাস দিয়েছেন।

গুরুত্ব পেলেন আদি নেতারা

বিশৃঙ্খলা রুখতে বিজেপির প্রশিক্ষণ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : রাজ্যে পালাবদলের পর এখন বিজেপিতে কর্মী কিংবা সমর্থকের অভাব নেই। বুথ থেকে জেলা স্তর সর্বত্রই পদ্ম শিবিরের রমরমা। কিন্তু ভিড়ের মাঝে আসল 'নেতা' কোথায়? প্রতিটি এলাকায় দলকে মজবুতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্ব খতিয়ে দেখতে গিয়ে রীতিমতো কালঘাম ছুটছে পদ্ম শিবিরের শীর্ষকর্তাদের। তাছাড়া নির্বাচনে বিপুল আসনে জয়লাভের পর বিজেপির 'তৃণমূলিকরণ' রুখতে যোগদান বন্ধ রাখার কথা বলেছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পরে অবশ্য 'ভালো' তৃণমূল কর্মীদের জন্য সেই দরজা খোলা বলেও জানান তিনি। এই মন্তব্য ঘিরে দলের অন্দরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অন্য দল থেকে যোগদানের পক্ষে সায় দিয়েছে। কিন্তু নতুন যোগদান বাড়লে দলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে এবং দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সেই দায় নেতৃত্বের ঘাড়ে চাপতে পারে। সেই আঁচ পেয়ে আগেভাগেই দলের নীতি ও শৃঙ্খলার পাঠ দিতে আসরে নামল বিজেপি। শুরু হল বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির।

শুক্রবার মাল্লাগুড়িতে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে এই শিবিরের সূচনা করা হয়। ছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী। তিনি বলেন, 'কয়েক ধাপে প্রশিক্ষণ হবে। জেলাতে যাঁরা প্রশিক্ষণ পাবেন, তাঁরাই মণ্ডল স্তরে গিয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন। দলীয় শৃঙ্খলা, আদর্শ ও নীতির পাঠ দেওয়া হচ্ছে। দলে বিশৃঙ্খলার কোনও জায়গা নেই।'

দলীয় সূত্রে খবর, এদিন জেলা কার্যালয়ে আদি বিজেপি নেতাদের কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিতে দেখা গিয়েছে। এতদিন এই পুরোনো নেতাদের দলীয় কর্মসূচি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অভিযোগ উঠছিল। এবার তাঁদের দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ানোর মধ্য দিয়ে আদি নেতাদের ফের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে দলের অন্দরে জল্পনা শুরু হয়েছে। পুরোনো নেতাদের মধ্যে এদিন প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মনোরঞ্জন মণ্ডল। তিনি বলেন, 'দলীয় নির্দেশে নতুনদের অনেককে প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা হয়েছে। তাঁরাই আবার মণ্ডলে গিয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন।'

কিন্তু দলের বর্তমান সক্রিয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আদি নেতাদের গুরুত্ব না দেওয়ার যে অভিযোগ উঠছে, তা-ও তো একপ্রকার শৃঙ্খলাভঙ্গ। এই প্রসঙ্গে মনোরঞ্জনের দাবি, সবটাই দল দেখছে এবং নেতারা অনেক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন।

এদিন প্রতিটি মণ্ডল থেকে পাঁচজনকে জেলা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ছিলেন জেলা কমিটির নেতারাও। এরপর মণ্ডল স্তরে দিন-রাত মিলিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হবে। এদিনের প্রশিক্ষিত নেতারাই মণ্ডলে মণ্ডলে গিয়ে সেই প্রশিক্ষণ দেবেন। আগামী ২৫ জুন থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। ধাপে ধাপে বুথ স্তর পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ নিয়ে যাওয়া হবে বলে দলীয় নেতৃত্ব জানিয়েছে। এদিনের শিবিরে দলের প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়, ইতিহাস এবং যাবতীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার পাঠ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ নিতে আসা কর্মীদের বেশ কিছু নিয়ম খাতায় লিখে নিতেও বলা হয়েছে। সদ্য দলে যোগদানকারীদের মানিয়ে নিতে এবং তাঁদের দলের আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পুরোনো নেতারাই কাজ করবেন বলে জানানো হয়েছে।

বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবির। শুক্রবার শিলিগুড়িতে।

ফিরতি পথে।।

কোচবিহারের তোর্ষা নদীর পাড়ে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঘোরাঘুরি।। *গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ।*

তিন দুর্ঘটনায় মৃত এক

চোপড়া, ১২ জুন : চোপড়া থানা এলাকার সোনাপুরে জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার তিনটি দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও তিনজন।

প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে। তিনমাইল এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানের চাকা সারাই করার সময় উলটোদিক থেকে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় পিকআপ ভ্যানের চালক গুরুতর জখম হন। দ্বিতীয় দুর্ঘটনাতেও একজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোর তিনটে নাগাদ সুফলগছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পেছনে আরেকটি লরি ধাক্কা মারে। দ্বিতীয় লরির চালক চোট পেলে তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় পুলিশ।

অন্যদিকে, এদিন সকালে একটি বাসের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে বাইকচালকের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে নলবাড়িতে। মৃতের নাম কিষান সিং (৪০)। তাঁর বাড়ি বিহারে। জানা গিয়েছে, কিষান স্থানীয় একটি পেট্রোল পাম্প থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় শিলিগুড়িগামী একটি বাসের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন কিষান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সঙ্গে বাইকে থাকা আরেকজন আহত হন। পুলিশ দেহ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। বাসটিকে আটক করে তদন্ত করছে পুলিশ।

গোরু পাচার রুখল পুলিশ

ধূপগুড়ি, ১২ জুন : সোফার নীচে লুকিয়ে, অভিনব কায়দায় গোরু পাচার। আগাম খবর পেয়ে সেই ছক ভেস্তে দিল ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার ভোরে ধূপগুড়ি ব্লকের জলঢাকা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১২টি গোরু সহ একটি পিকআপ ভ্যান আটক করা হয়। যদিও য়ে চালক সহ পাচারকারীরা পালিয়ে যায়।

ভুয়ো আইডি জোগাচ্ছে বিহারের গ্যাং

বৃত্তি কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও এক

চোপড়া ও ইসলামপুর, ১২ জুন : সংখ্যালঘুদের স্কলারশিপ আত্মসাতের ঘটনায় জালে আরও এক। শুক্রবার তবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে রাজস্থান পুলিশ। ধৃতের বাড়ি চোপড়ার ঘিরনিগাঁওয়ের চাকলাগছ গ্রামে। ফলে, শুক্রবার পর্যন্ত কোটি টাকার দুর্নীতিতে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার। প্রসঙ্গত, ট্যাব কেলেঙ্কারির সময় এই ঘিরনিগাঁও দুর্নীতির এপিসেন্টার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য বলছে, তবিবুর অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় দিয়েছিলেন কারবারিদের। সাইবার অপরাধে ব্যবহারের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়া চোপড়ায় নতুন নয়। লক্ষ্মীপুর থেকে বৃহস্পতিবার তিনজনকে গ্রেপ্তার করার পর থেকে চোপড়াজুড়ে আতঙ্কের ছায়া। আরও তিন-চারজন তরুণ ধরপাকড়ের ভয়ে রাত থেকেই বাড়িছাড়া। রাজস্থানের পুলিশের একটি দল বৃহস্পতিবার ধৃত তিনজনকে রিমান্ডে নিয়ে ফিরে গিয়েছে। অপর দলটি তল্লাশি চালাচ্ছে বাকিদের খোঁজে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'আজ রাজস্থানের আজমের পুলিশ আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।'

তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন, রাজস্থানের নাগৌর জেলার বাছাই করা কিছু স্কুল-কলেজের যে ভুয়ো আইডিগুলি ব্যবহার করে মনসুররা স্কলারশিপের পোর্টালে জাল আবেদন জমা দিয়েছিলেন, সেগুলো আদতে বিহারের একটি দুষ্কৃতী গ্যাংয়ের কাছ থেকে কেনা।

ধৃতদের মধ্যে কাটগাঁওয়ের মুন্না মুস্তাফা লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আবদুল রাজ্জাকের ছোট ভাই। এদিন জানা গেল, অন্যতম মূল অভিযুক্ত ইমরান আলি রজ্জাকেরই খুড়তুতো ভাই। অর্থাৎ মুন্না ও ইমরান আত্মীয়। চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হাসান কামাল রানা তাচ্ছিল্যের সুরে বলছিলেন, 'এখানে প্রতারণার চক্র দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয়। ভোটের আগে বিধায়ককে জানিয়েছিলাম। অভিযুক্তদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। আর এদের প্রলোভনে পা দিয়ে এলাকার মানুষ অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিচ্ছেন।'

এই মুহূর্তে তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য, ইমরানের নাগাল পাওয়া। নয়তো, চক্রের মাথাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। স্থানীয়রা এব্যাপারে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। তবে সূত্র বলছে, এলাকায় কমবেশি ৪০-৫০ জনের একটি দল সাইবার প্রতারণায় কার্যত ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। তাদের হাত ধরে নতুন অনেকেই অন্ধকার জগতে পা রাখতে শুরু করেছে। এই দলের সঙ্গে বিহারের সাইবার অপরাধীদের একাংশের যোগসাজশও রয়েছে। এধরনের কালা কারবারে তাই বেশিরভাগ সময় বিহারের আইডি ব্যবহৃত হচ্ছে।

কতজনের অ্যাকাউন্ট এই কারবারের স্বার্থে ব্যবহার করছিলেন ইমরানরা, এমন কত ভুয়ো আইডি তৈরি হয়েছে, বিহারের গ্যাংয়ের সঙ্গে চোপড়ার কারবারিদের যোগ কতদিনের ইত্যাদি ভাবাচ্ছে পুলিশকে।

মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ

খড়িবাড়ি, ১২ জুন : খড়িবাড়িতে এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানি ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার দুপুরে ওই গৃহবধূ ছেঁড়া পোশাক পরে হন্তদন্ত হয়ে খড়িবাড়ি থানায় এসে এনিয়ে অভিযোগ জানান। মহিলা জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী গাড়িচালক। স্বামী বাইরে থাকায় এদিন দুপুরে সন্তানকে নিয়ে বাড়িতেই বসে ছিলেন।

তাঁর অভিযোগ, এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ হঠাৎ অভিযুক্ত প্রতিবেশী তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকে। বাড়িতে ঢিল মারে বলেও অভিযোগ। প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করারও হুমকি দেয়। এমনকি মহিলার পোশাক ছেঁড়ার পাশাপাশি তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে, অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

মাদক সহ ধৃত তিন

খড়িবাড়ি, ১২ জুন : খড়িবাড়িতে মাদক পাচার করতে এসে পুলিশের জালে তিন কারবারি। ধৃত মহম্মদ তৈয়ব আলি, আলি হুসেনের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায়। অন্যদিকে আবদুল রাজ্জাক জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ির বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুটি বাইকে করে খড়িবাড়িতে মাদক 'ডেলিভারি' করতে যাওয়ার সময় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, একটি বাইকে তল্লাশি চালাতেই সিটের নীচ থেকে ২০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। অপর একটি বাইকে থাকা ব্যাগ থেকে ১২ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরই মাদক সহ দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত তিনজনই দীর্ঘদিন ধরে মাদক চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত। তবে, ধৃতরা কাকে মাদক ডেলিভারি করতে এসেছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

৫ দফা দাবি

নকশালবাড়ি, ১২ জুন : নকশালবাড়ি বিডিও অফিস এবং বিএলএলআরও অফিসে মেচি সহ অন্য নদীর ঘাট থেকে বৈধভাবে বালি-পাথর উত্তোলন চালুর দাবিতে শুক্রবার সিপিএমের এরিয়া কমিটির তরফে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এছাড়া অবৈধভাবে ডাম্পার চলাচলে প্রশাসনের পদক্ষেপ সহ মোট পাঁচ দফা দাবি জানায় তারা।

ট্রাক আটক

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : বৃহস্পতিবার রাতে অবৈধভাবে বালি পাচারের সময় একটি ট্রাককে আটক করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গাড়িচালক রবিন বর্মনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

মহানন্দার চরে নেশার আসর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়া এলাকায় মহানন্দা নদীর চরে দিনেরবেলা জুয়ার আসর এবং রাত বাড়তেই মাদকের আসর বসছে। এর জেরে স্থানীয় বাসিন্দারা চরম বিপাকে পড়েছেন। এই নেশার আসরে এলাকার তরুণ প্রজন্ম শামিল হচ্ছে। নেশায় আসক্ত হয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন তরুণ অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছেন বলে বাসিন্দাদের দাবি। তা সত্ত্বেও এই বেআইনি কারবার বন্ধ হয়নি। বরং জুয়ার আসর বসানোকে কয়েকজন নিজেদের পেশা বানিয়ে ফেলেছে। এই ঘটনায় শীতলাপাড়ার মহিলারা ব্যাপক ক্ষুব্ধ। পুলিশ মাঝেমধ্যে টহল দিলেও এই আসর বন্ধ করা যাচ্ছে না। সমস্যা মেটাতে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে এনজেপি থানার পুলিশ জানিয়েছে।

শুক্রবার শীতলাপাড়া মাঠের সামনে রাস্তার ওপর কয়েকজন মহিলাকে জটলা করতে দেখা যায়। নেশা আর জুয়ার আসর নিয়ে প্রশ্ন করতেই তাঁরা ক্ষোভ উগরে দিলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মহানন্দা নদীর চরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বছর পঞ্চাশের বাসন্তী রায় বললেন, 'নদীর পাড়ে এখনও জুয়ার আসর বসেছে। একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন।' নদীরপাড়ের দিকে যেতেই দেখা গেল, অন্তত জনাতিনেক ব্যক্তি জুয়া খেলায় মেতেছে। ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতেই তারা পালাতে শুরু করল। পরে বাসন্তীর কাছে ফিরে যেতে তিনি বললেন, 'দিনেরবেলা জুয়ার আসর বসে। রাতে সেগুলি নেশার আসরে পরিণত হয়। বাইরে থেকে বাইক নিয়ে এসে তরুণরা এখানে নেশা করে। এখানে আমার ছেলে নেশায় আসক্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে সে মারা যায়। প্রতিবেশী দুজনেরও একই হাল হয়েছে।'

মহানন্দা নদীর পাড়ে জটলা।

এর আগে জুয়া ও নেশার আসর বন্ধ করতে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু পুলিশকে দেখলেই সমাজবিরোধীরা মহানন্দা নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে উলটো দিকের পারে পালিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌমিতা মণ্ডল বলেন, 'পুলিশ এলাকায় অভিযান করে, বেশ কয়েকজনকে ধরেও নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করা যাচ্ছে না।' স্থানীয়দের অভিযোগ, চরে শুধু নেশার আসর বসে না, নিয়মিত মাদকেরও হাতবদল হয়। স্থানীয় বাসিন্দা বিনোদিনী প্রামাণিক বলেন, 'রাত ১০টার সময় এলেও দেখা যায় নদীর চরজুড়ে নেশার আসর চলছে। এলাকার কয়েকজন এর মধ্যে রয়েছে। যারা এখানে জুয়ার আসরও বসায়। মারামারির ঘটনাতেও এরা জড়িয়ে পড়েছে।'

এই অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে বিজেপি স্থানীয় বাসিন্দা ও ক্লাবগুলিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছে। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির শক্তি প্রমুখ নীলু দত্ত বলেন, 'বাসিন্দারা সবাই মিলে অতীতে নেশা ও জুয়ার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি। স্থানীয় ক্লাব ও বাসিন্দাদের কাজে লাগিয়ে এমন কিছু করতে হবে যাতে অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ হয়। এনিয়ে আমরা শীঘ্রই বৈঠকে বসব।'

পাহাড়পথে যানজট এড়াতে বিকল্প রাস্তা

ছাড়পত্র মিলেছে, দাবি সাংসদের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : ধস ও যানজটের সাঁড়াশি চাপে বিভিন্ন সময় শিলিগুড়ি ও শৈলশহর দার্জিলিংয়ের যোগস্থাপনের হিলকার্ট রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে ঘুরতে আসা পর্যটক সহ স্থানীয়দের ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঝ সড়কে আটকে থাকতে হয়। সমস্যার সমাধানে গত কয়েক বছর ধরেই সমতলের সঙ্গে দার্জিলিং পাহাড়ের যোগাযোগে বিকল্প রাস্তা গড়ে তোলার দাবি উঠেছিল। এনিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। যদিও রাজ্যের তরফে ছাড়পত্র না মেলায় বিকল্প রাস্তার কাজ আটকে বলে তৃণমূলের জমানায় বারবার অভিযোগ তুলেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তবে এবার আর কাজ আটকে থাকবে না, রাজ্যে পালাবদলের পর আশ্বাস সাংসদের।

জানা গিয়েছে, হিলকার্ট রোডের বিকল্প হিসেবে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থেকে বালাসন, ধোতরে হয়ে সোজা দার্জিলিং পর্যন্ত হাইওয়ে গড়ে তোলা হবে। আরও কয়েকটি বিকল্প রাস্তার বিষয়েও উদ্যোগ শুরু হয়েছে। যা নিয়ে শুক্রবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন বিস্ট। তিনি বলছেন, 'দুই বছর আগে বিকল্প সড়কের ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকার ছাড়পত্র না দেওয়ায় তা আটকে ছিল। তৃণমূল দার্জিলিং বিরোধী। তবে রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠন হতেই ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যে কাজেও গতি এসেছে।' তাঁর দাবি, গত ৫০ বছরে যা হয়নি, আগামী পাঁচ বছরে সেই কাজ হবে। দার্জিলিং এবং কালিম্পংকে ঢেলে সাজাতে একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কিছু প্রকল্পের অনুমোদনও মিলেছে। দার্জিলিংয়ে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা বছরভর এখানে ছুটে আসেন। তবে বর্ষায় ধস এবং পর্যটন মরশুমে পর্যটকদের ভিড়ে যান চলাচলে সমস্যা হয় পাহাড়ি পথে। ভোগান্তিতে পড়তে হয় পর্যটকদের। কোনও কোনও দিন তো ছয় থেকে আট ঘণ্টা লেগে যায় শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে চলাচলে। যে কারণে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে সরাসরি বিকল্প রাস্তার দাবি দীর্ঘদিনের। কেন্দ্রীয় উদ্যোগে রাস্তা তৈরির আশ্বাস বারবার দিয়েছেন সাংসদ। কিন্তু কাজ এগোয়নি। এখন যদি বিকল্প রাস্তাটি তৈরি হয়, তবে দীর্ঘ সমস্যা থেকে মুক্তি ঘটবে বলা যায়। তবে শুধু বিকল্প রাস্তা নয়, দার্জিলিংয়ের সড়ক ব্যবস্থার উন্নতিকরণে পৃথক একটি ১৮ কিলোমিটারের সার্কুলার রোড এবং তিস্তা থেকে লেবংয়ের যোগাযোগে ২৫ কিলোমিটারের একটি রাস্তা তৈরি হবে। দুটি কাজের অনুমোদন মিলেছে বলে সাংসদের দাবি।

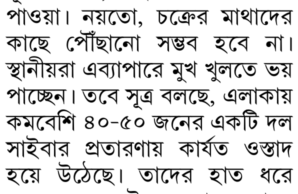

- মাটিগাড়া থেকে বালাসন এবং ধোতরে হয়ে সোজা দার্জিলিং, তৈরি হচ্ছে বিকল্প হাইওয়ে
- দার্জিলিংয়ে সার্কুলার রোড এবং তিস্তা-লেবংয়ের যোগাযোগে নতুন রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা

দার্জিলিং এবং কালিম্পংকে স্মার্ট সিটি গড়ে তুলতেও একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। যত্রতত্র ঝুলে থাকা বিদ্যুতের তার এবং জলের পাইপলাইন সরিয়ে ফেলতে হবে। জানা গিয়েছে, সবটাই হবে ভূগর্ভস্থ। সেইসঙ্গে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে সাতটি রোপওয়ে তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ির জঞ্জালে সরব বাম-কংগ্রেস

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ১২ জুন : জলপাইগুড়ি শহরের জমানো আবর্জনা শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা নিয়ে ক্রমশ জলঘোলা হচ্ছে। বিরোধীরা এই ইস্যুতে শিলিগুড়ি পুরনিগমে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসর বোর্ডকে যেমন বিঁধছে, তেমনই রাজ্যে সদ্য ক্ষমতায় আসা বিজেপিকেও বিতর্কে জড়াচ্ছে। অভিযোগ, শিলিগুড়ির পুর বোর্ডকে কার্যত অন্ধকারে রেখে জঞ্জাল সরানোর কাজ করছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এদিন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পেজে পোস্ট করেছেন, 'জলপাইগুড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ড পরিদর্শনের সময় যে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখেছিলাম তা পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। মাত্র দু'দিনের মধ্যেই সেই পরিবর্তনের দৃশ্যমান ফলাফল আজ সকলের সামনে।'

যদিও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ হবে।'

কোনও সমীক্ষা না করে কেন রাজ্য সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শুক্রবার সেই প্রশ্ন তোলেন সিপিএমের পরিষদীয় দলনেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম। তাঁর অভিযোগ, 'বাইরের আবর্জনা শহরের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হলে শুধু মাটি দূষণ হবে না, ভূগর্ভস্থ জলও বিষিয়ে উঠতে পারে।' তাঁর প্রশ্ন, এ ব্যাপারে মেয়রও কোনও পদক্ষেপ করছেন না? এ ব্যাপারে সিপিএম পথে নেমে প্রতিবাদ জানাবে বলেও তিনি জানান।

এ বিষয়ে সিপিএমের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন কংগ্রেসের একমাত্র কাউন্সিলার সুজয় ঘটক। তিনি বলেন, 'বাইরের আবর্জনা শহরে ফেলার সিদ্ধান্ত একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের দলের তরফেও এই প্রতিবাদ জানানো হবে। পাশাপাশি মেয়রকে না জানিয়ে কী করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সেটা আমাদেরও প্রশ্ন।'

বিরোধীদের তোলা বিতর্কের আঁচ আরও উসকে দিচ্ছে পুরনিগমের ভূমিকা। গত তিনদিনে ৯টি ডাম্পারে বোঝাই করা আবর্জনা জলপাইগুড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে শিলিগুড়িতে এসেছে। ডাম্পারচালকরা জানিয়েছেন, জলপাইগুড়ি পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার জন্য যে চালান দেওয়া হচ্ছে তাতে ছাপ দিয়েই শিলিগুড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনা ফেলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। একই বক্তব্য এই কাজের বরাতপ্রাপ্ত শিলিগুড়ির ঠিকাদার শ্যামসুন্দর দাসের। তিনি বলেন, 'পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের নির্দেশ মেনেই জলপাইগুড়ি থেকে আবর্জনা নিয়ে শিলিগুড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হচ্ছে।'

জলপাইগুড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে আবর্জনা তোলা হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠছে, শিলিগুড়ির মেয়র তথা পুরনিগমের কর্তারা যদি বিষয়টি না জানেন তাহলে শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডের দায়িত্বে থাকা পুরনিগমের কর্মীরা কীভাবে জলপাইগুড়ির জঞ্জাল এখানে ফেলার অনুমতি দিচ্ছেন? শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'আমি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীকে চিঠি দেব। এদিন মেয়র পারিষদদের বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর বেশি আর কী করতে পারি? আমার পক্ষে তো এখন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে গিয়ে জঞ্জাল আটকানো সম্ভব নয়।'

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম মালদা সফরে এলেন শুভেন্দু অধিকারী। জেলা নিয়ে যে তিনি খোঁজখবর রাখেন, তা তাঁর ভাঙন রোধের উপায় নিয়ে কথা বলাতেই স্পষ্ট। মালদা জেলায় সব থেকে বড় সমস্যা ভাঙন। সেই সমস্যা মেটাতে একদিকে তিনি বাংলাদেশের পদ্ধতি অনুকরণের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তি রুখতেও পুলিশ-প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভাঙন রোধে বাংলাদেশি মডেল

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১২ জুন : বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী দেখলেই হোল্ডিং সেন্টারে রেখে ওপারে ফেরত পাঠানোর নিদান দিয়েছেন তিনি। অথচ, ভাঙন রোধের কার্যকরী পরিকল্পনা ছকতে সেই বাংলাদেশের কাছ থেকে শিখতে কোনও আপত্তি নেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। শুক্রবার মালদায় এসে গৌড়বঙ্গের ৩ জেলা ও মুর্শিদাবাদকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন শুভেন্দু। সেই আলোচনার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল ভাঙন। মালদা ও মুর্শিদাবাদ, এই দুটি বড় জেলার অন্যতম বড় সমস্যা হল ভাঙন। এতদিন সেই কাজ ঠিকভাবে হয়নি বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে ভাঙন রোধের কিছু পরিকল্পনাও বাতলে দিয়েছেন। তার মধ্যেই একটি হল বাংলাদেশের সরকার সেখানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তা অনুসরণ করা।

এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে যখন দুই জেলার ভাঙন নিয়ে কথা ওঠে, তখন নিজের বক্তব্য থামিয়ে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেচ দপ্তরের মুখ্যসচিব রাজেশকুমার সিনহার সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্দেশ দেন, 'ডিএম, এসপিরা বাংলাদেশে যেতে পারবেন না। আপনি বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। দেখুন ওই দেশে নদীর পার কংক্রিট দিয়ে বাঁধিয়ে ভাঙন রোধ করা হয়েছে। দেখুন, সেই কাজ এখানে করা যায় কি না।' আর যদি বাংলাদেশের পদ্ধতি অনুসরণ করতে কারও কোনও খুঁতখুঁতানি থেকে থাকে? সেটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন শুভেন্দু। বলেছেন, 'ভালো জিনিস নকল করতে কোনও লজ্জা নেই।'

শুক্রবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের দুর্গাকিংকর সদনে আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠকে চার জেলার প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও সাংসদদের উপস্থিতিতে নদীভাঙন রোধের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। সেই সময় মালদা ও মুর্শিদাবাদের একাধিক জনপ্রতিনিধি গঙ্গা ও অন্যান্য নদীর ভাঙন পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মালদা ও মুর্শিদাবাদের বিধায়করা গঙ্গা, ফুলহর নদীর ভাঙন রোধের দাবি তোলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তখন ভাঙন রোধে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, কোন কোন এলাকায় কাজ চলছে এবং কোথায় জরুরি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, সে বিষয়ে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, বাংলা ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ৮২০০ কোটি টাকা পেয়েছে। এই টাকায় রাজ্যে ১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিনের কাজ দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিগত সরকার চার মাসের বাজেট করে গিয়েছিল। আগামী ১৮ জুন বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে। ২২ তারিখ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হবে।'

বিজেপির কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন কর্মীরা।

বিস্তারিত রিপোর্ট চান শুভেন্দু। এরপর জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হাতে খুব অল্প সময়। তাই এই বর্ষার আগে পুরো কাজ শেষ করা যাবে না। তবে আগামী বর্ষার আগে ভাঙন রোধের কাজ হয়ে যাবে।' এছাড়া ভাঙন রোধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় কাজ হবে বলে জানিয়েছেন।

এদিন শুভেন্দুর সভা শুরু হতে হতে বেজে যায় প্রায় সাড়ে তিনটা। ভাঙন ছাড়াও ওই সভায় ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প, আবাস প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রত্যেক গরিব মানুষ এবার সরকারি বাড়ি পাবেন। আগামী ২০ জুলাইয়ের মধ্যে তার নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। বিধায়ক ও প্রশাসনিক কর্তাদের সমন্বয়ে এই কাজ করা হবে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প চালু

যাঁরা ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত হননি তাঁদের সেসব প্রকল্পে যুক্ত করতে হবে। আগামী ১৫ থেকে ১৭ জুন রাজ্যে জনকল্যাণ শিবির হবে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুবিধা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সব স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'র‍্যাশন কার্ডে নতুন ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবছি। তাতে রাজ্যের বাইরে থাকলেও ওই কার্ডে র‍্যাশন তোলা যাবে। মিড-ডে মিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার কথাও ভাবা হচ্ছে।' স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য, 'হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অনুমোদিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তালিকা আমাদের দিন। ডিসেম্বরের মধ্যে সেই তালিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে। উপযুক্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে। মহকুমা স্তরের হাসপাতালেও এমআরআই পরিষেবা চালু করা হবে।'

কাজ করার টোটকা শুভেন্দুর

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১২ জুন : মোথাবাড়ির ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুক্রবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের সানাউল্লাহ মঞ্চ থেকে চার জেলার পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের একগুচ্ছ নির্দেশ ও সতর্কবার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশ প্রশাসনের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'এমনভাবে মাঠে নেমে কাজ করুন যাতে কালিয়াচক, বেলডাঙ্গা, মোথাবাড়ি বা সামশেরগঞ্জের মতো ঘটনা আর না ঘটে।'

পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পুলিশের কাজকর্মের প্রসঙ্গ টেনে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন তিনি। দাবি করেন, 'মালদার এক আইসি সরাসরি কলকাতার এক সাংসদের পিএ-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বর্তমান প্রশাসনে সেই ধরনের ব্যবস্থা চলবে না।' মনে করিয়ে দেন কীভাবে কাজ করবেন পুলিশ আধিকারিকরা। শুভেন্দু নির্দেশ দেন, 'প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে আইসি-ওসিরা ডিএসপি-কে, ডিএসপি অ্যাডিশনাল এসপি-কে এবং প্রয়োজনে এসপি এডিজির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।' হোয়াটসঅ্যাপে কল করার প্রবণতা নিয়েও আধিকারিকদের সতর্ক করে দেন। এধরনের কলের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনও কল রেকর্ড থাকে না, তাই অনেক ক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিকরা তার ফায়দা তোলেন। শুভেন্দু সটান জানিয়ে দেন, হোয়াটসঅ্যাপ কল নয়, স্বাভাবিক কলে কথা বলার অভ্যাস করতে হবে। একইসঙ্গে থানার আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে কোথাও অভিযান করতে যাবেন না।'

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ১২ হাজার কনস্টেবল এবং চার হাজার ভিলেজ পুলিশ নিয়োগের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি আধুনিক সরঞ্জাম ও পরিকাঠামো দেওয়ার আশ্বাসও দেন। প্রতিটি থানায় মহিলাদের জন্য হেল্প ডেস্ক চালু করার নির্দেশ দেন। যে কোনও রকম ক্ষোভবিক্ষোভ কী করে সামলাতে হবে, সে ব্যাপারেও আধিকারিকদের পরামর্শ দেন শুভেন্দু। জানিয়ে দেন, সব ধরনের অভিযোগ ও ক্ষোভের কথা ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। তিনি বলেন, 'কোনও প্রতিনিধিদল দেখা করতে এলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং ডেপুটেশন গ্রহণ করতে হবে। এতে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক কমবে।' কারণ, মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, কথাবার্তায় অনেক ক্ষোভ কমে যায়। পাশাপাশি রাজনৈতিক কারণে ভুয়ো মামলা রুজু না করার বার্তাও দেন।

জাতীয় সড়কে অপ্রয়োজনীয় ব্যারিকেড বসানো নিয়ে এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন,

মুখ্যমন্ত্রীর চপার দেখতে ভিড়। শুক্রবার।

> প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে আইসি-ওসিরা ডিএসপি-কে, ডিএসপি অ্যাডিশনাল এসপি-কে এবং প্রয়োজনে এসপি এডিজির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**
> মুখ্যমন্ত্রী

'যানজট নিয়ন্ত্রণে আরও সক্রিয় হতে হবে।' বিশেষ করে কালিয়াচক থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ যানজট এবং ওভারলোডেড গাড়ি নিয়ে বহু অভিযোগ আসে। এসব ক্ষেত্রে কঠোর নজরদারির নির্দেশ দেন তিনি।

সীমান্ত নিরাপত্তার প্রসঙ্গে তিনি বিএসএফ-কে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। ধরা পড়া বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দ্রুত পুশব্যাক করার নির্দেশও দেন। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির উন্নয়নে কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তা গ্রহণের জন্য জেলা শাসকদের সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

একশো দিনের কাজ প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু জব কার্ড এখনও কেওয়াইসি-র সঙ্গে সংযুক্ত নয়। দ্রুত সেই কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, 'আগামী এক বছরে এই প্রকল্পে প্রায় ৮২০০ কোটি টাকার কাজ হবে।' তাঁর আশা, এর ফলে পরিযায়ী শ্রমিকদের বড় অংশ নিজেদের জেলায় ফিরে কাজের সুযোগ পাবেন।

শিলিগুড়িতে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

অনুপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের বার্তা দিলীপের

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : রাজ্যে পালাবদল হলেও পঞ্চায়েতের বোর্ডগুলি মূলত তৃণমূল কংগ্রেসেরই দখলে রয়েছে। এদিকে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বহু জনপ্রতিনিধি ইস্তফা দিচ্ছেন বা অফিসে আসছেন না। ফলে সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শুক্রবার শিলিগুড়ির মৈনাক পর্যটন আবাসে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এই পরিস্থিতি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে মন্ত্রীর বার্তা, 'পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা অফিসে আসুন। মানুষের সেবা করুন। কারণ, মানুষ তাঁদের ভোট দিয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, 'যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পঞ্চায়েতে যাচ্ছেন না, তাঁদের জন্য উন্নয়ন আটকে থাকতে পারে না। যদি তাঁরা না আসেন, সেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে উন্নয়নের রাস্তা বের করার চেষ্টা হচ্ছে।' প্রয়োজনে সেখানে প্রশাসক বসানোর রাস্তাও খোলা রয়েছে বলেও মন্ত্রী জানান। তবে মন্ত্রীর এদিনের বৈঠকে কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি।

এদিকে, ফের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা চালু হলেও, উপভোক্তাদের জন্য কড়া শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর জেরে বহু মানুষ বঞ্চিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'উত্তরবঙ্গে যে টিনের বাড়ি রয়েছে, সেই বাড়িটা না পাকা, না কাঁচা। অর্ধেকটা পাকা, উপরে টিন। সেটাও এই ফর্ম্যাটে আসছে না। এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।' চা শ্রমিকদের পাট্টা না থাকায় আবাসের সুবিধা পাওয়া নিয়ে মন্ত্রীর আশ্বাস, চা শ্রমিকদের সমস্যা রয়েছে। তাঁদের ঘর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পাট্টা নেই। পাট্টার যাতে ব্যবস্থা করা যায়, সেজন্য আলোচনা হয়েছে। পাট্টা দেওয়ার ব্যাপারে আইনগত পরিবর্তন করার বিষয় রয়েছে। সে বিষয়েও মতামত নেওয়া হবে। এছাড়াও পাহাড় এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে পরিকাঠামোর অভাব এবং কর্মীসংকট দ্রুত মেটানোর আশ্বাস দেন দিলীপ। একশো দিনের কাজে জবকার্ডগুলির স্ক্রুটিনি চলছে বলে জানিয়েছেন দিলীপ। ৩০ লক্ষের বেশি জবকার্ড বাতিলের আশঙ্কা করছেন মন্ত্রী। কারণ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু নাম বাদ পড়েছে। তাঁদের একাংশের জবকার্ড ছিল।

আবাসের নিয়ম শিথিলের আশ্বাস

অন্যদিকে, এদিন উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যাগ্রোপ্রিনিউয়ার্স মিট'-এ যোগ দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী। কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের দাবি করে দিলীপ বলেন, 'রাজ্যে আলুর ফলন ভালো হওয়ায় উৎপাদিত আলুর এক-তৃতীয়াংশ উদ্বৃত্ত থেকে যায়। তবে আগের সরকার গায়ের জোরে এত দিন তা বাইরে পাঠাতে দিত না। তবে এখন নতুন করে রপ্তানি শুরু হয়েছে। সেই রপ্তানি কীভাবে আরও বাড়ানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। চা শিল্প নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে।' এই অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজু বিস্টও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে আয়োজিত সামার ফেস্টিভালের অংশ হিসেবে 'ধ্রুমা ফেস্টিভাল'-এর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

ধর্ষণের চেষ্টা

খড়িবাড়ি, ১২ জুন : নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রতিবেশী বৃদ্ধ। খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ১২ বছরের কিশোরীকে বাড়িতে রেখে তার বাবা প্রতিদিনের মতো কাজে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কাজ থেকে বাড়ি ফিরে মেয়ে না পেয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে খোঁজ শুরু করেন। কিশোরীর মা নেই। রাত আটটার সময় মেয়ে বাড়ি ফিরে বাবাকে সব কথা জানায়। শুক্রবার নাবালিকার বাবা খড়িবাড়ি থানায় বৃদ্ধর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, 'মেয়েকে টাকার লোভ দেখিয়ে ফুসলিয়ে ওই বৃদ্ধ তার বাড়িতে নিয়ে যায়। এরপর তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।'

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে।

চোলাই নষ্ট

নকশালবাড়ি, ১২ জুন : নকশালবাড়ির কোটিয়াজোত, হাতিঘিসা এলাকায় অভিযান চালিয়ে শুক্রবার ৫ হাজার লিটার চোলাই নষ্ট করল পুলিশ। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অভিযুক্তদের সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযান চালিয়ে একাধিক বাড়ির রান্নাঘর, গোয়াল থেকে চোলাই পাওয়া যায়। আগামীদিন ফের অভিযান চলবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

চাকরি জালিয়াতির পান্ডা ধৃত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : সাতসকালে শহরে সিবিআই হানা। মণিপুরে গ্রাম ডাক সেবক ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদে চাকরি পেতে দশম শ্রেণির চারটি ভুয়ো মার্কশিট জমা দেওয়ার ঘটনার তদন্তের সূত্র ধরে শিলিগুড়িতে এসেছিল সিবিআই-এর একটি টিম। শিবরামপল্লি এলাকার একটি বাড়ি থেকে চক্রের অন্যতম মাথাকে এদিন গ্রেপ্তার করেন ওই টিমের সদস্যরা। ধৃত ব্যক্তির নাম হরেন্দ্রকুমার সিং। স্থানীয় সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে গত একবছর ধরে শিবরামপল্লি এলাকায় ওই বাড়ির তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকছিলেন। পুরোনো গাড়ি বেচাকেনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে বিভিন্ন সময় এলাকাবাসীকে জানিয়েছিলেন তিনি।

মণিপুর এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের নথি তৈরির ক্ষেত্রেও হরেন্দ্রর চক্র বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। হরেন্দ্রর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছিল। গত কয়েকদিন ধরেই তাঁর খোঁজে শহর ও সংলগ্ন এলাকায় ঘুরছিলেন সিবিআই-এর অফিসাররা। শেষপর্যন্ত এক গ্যাস ডেলিভারি বয়ের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির আস্তানার হদিস পায় সিবিআই-এর টিম। এদিন সকাল ছ'টা নাগাদ ওই বাড়িতে হানা দেন টিমের সদস্যরা। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়েছে সিবিআই।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, মণিপুর ডিভিশনের আওতায় চারটি গ্রাম ডাক সেবকে ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে চারজন পোস্ট মাস্টার হিসেবে নিযুক্ত হন। পরীক্ষায় তাঁরা প্রত্যেকেই তামিলনাড়ু বোর্ডের আওতায় দশম শ্রেণির মার্কশিট জমা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে দেখা যায়, ওই চারজনই ভুয়ো মার্কশিট জমা দিয়েছিলেন। ডাইরেক্টর অফ পোস্টাল সার্ভিসের অফিস থেকে চারজনকেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে মণিপুরের ডাইরেক্টর অফ পোস্টাল সার্ভিস-এর তরফে বিষয়টি নিয়ে ইম্ফলে সিবিআই-এর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেখানে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের আরও অনেকেই এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। ২০২৩ সালের ২৯ মার্চ তদন্ত শুরু করে সিবিআই।

তদন্ত এগোতেই এই চক্রের জাল গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকার বিষয়টা সামনে আসে। ভুয়ো মার্কশিট দাখিল করা চারজনকে জেরা করে চক্রের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। এরপর সেই সূত্র ধরেই হরেন্দ্রর নাম পান তদন্তকারী অফিসাররা।

- মণিপুরের গ্রাম ডাক সেবকে চারজন পোস্ট মাস্টার হিসেবে নিযুক্ত হন
- পরীক্ষায় প্রত্যেকেই তামিলনাড়ু বোর্ডের আওতায় দশম শ্রেণির মার্কশিট জমা দিয়েছিলেন
- পরে সেই ভুয়ো মার্কশিটের সূত্র ধরেই পাণ্ডার খোঁজ মেলে

এদিন সিবিআই হরেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পরে ওই বাড়িতে হইচই শুরু হয়। হরেন্দ্রর স্ত্রী বলেন, 'শিলিগুড়িতে আসার আগে আমরা বিহারে ছিলাম।' কিন্তু বিহারে কী কাজ করতেন হরেন্দ্র সেব্যাপারে তিনি পরিষ্কার কিছু বলতে পারেননি। তাঁর দাবি, 'এসব ব্যাপারে আমি আগে কিছু জানতাম না।'

হায়দরপাড়ার যে বাড়িতে হরেন্দ্র ভাড়া থাকেন সেটি ভাড়াটে সহ মাস তিনেক আগেই বিক্রি হয়েছে। ওই বাড়ির বর্তমান মালকিন আগমনী মণ্ডল বলেন, 'ওদের ভাড়া মাসে চার হাজার টাকা করে রয়েছে। ওরা ভাড়াও ঠিকমতো দিত না। এত বড় কাণ্ড ঘটিয়ে বসে রয়েছে, সেটা তো আর জানতাম না।' হরেন্দ্রর পরিবারের সঙ্গে একবছর ধরেই ওই বাড়িতে ভাড়া রয়েছেন সন্ধ্যা শিকদার। তিনি বলেন, 'ওদের এক ছেলে রয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে ওই ছেলেকেও দেখছি না। সকালে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। এদিন বেলা গড়াতেই পুরো বিষয়টা বুঝলাম। হরেন্দ্রর স্ত্রী বলছিল, জমি সংক্রান্ত কোনও ঝামেলার কারণে তাঁকে নিয়ে গিয়েছে। যদিও সিবিআই যখন এসেছে তখনই বুঝেছিলাম, বড় কোনও কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুক্রবার শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হল। ভোটের সময় প্ররোচনা ও হিংসাত্মক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে নয়াবাজারের ব্যবসায়ী সঞ্জয় সিনহাল এই অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। অভিযোগপত্রে ভোট চলাকালীন অভিষেকের বিভিন্ন সময়কার বক্তব্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই অভিযোগপত্রে নন্দীগ্রাম, মহেশতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মে মাসের চার তারিখে দুপুর বারোটার পরে'-র বক্তব্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সঞ্জয়ের বক্তব্য, 'ভারতের আইন যদি সকলের জন্যই সমান হয় তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা হওয়া স্বাভাবিক। ভোটের সময় অভিষেক নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে আইন লঙ্ঘন করেছেন। তাই আমি আজ সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগপত্র দিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'অভিযোগপত্র এফআইআর হিসেবে বিবেচিত হলে কোর্টের রাস্তা খোলা রয়েছে। প্রয়োজনে আমি এই বিষয়টিকে নিয়ে কোর্টের রাস্তায় যাব।' সঞ্জয়ের এদিন জমা দেওয়া অভিযোগপত্রের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সাইবার ক্রাইম থানার তরফে জানানো হয়েছে।

ফেলোশিপে জলপাইগুড়ির তরুণ

জলপাইগুড়ি, ১২ জুন : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির (আইআইএসটি) সামার রিসার্চ ফেলোশিপ প্রোগ্রামে সুযোগ পেলেন জলপাইগুড়ির অর্কপ্রভ রায়। বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঙ্গা সাহেববাড়ির বাসিন্দা অর্কপ্রভ নর্থবেঙ্গল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গণিত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আগামী ২৭ জুলাই তিনি তিরুবনন্তপুরমের উদ্দেশে রওনা দেবেন। অর্কপ্রভ জানিয়েছেন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজিতে দুই মাসের এই সামার ফেলোশিপ প্রোগ্রামে মেশিন লার্নিং, কম্পিউটার ভিশন, ইমেজ প্রসেসিং এবং ম্যাথম্যাটিকাল মডেলিংয়ের ওপর গবেষণা চলবে। তিনি বলেন, 'সুযোগ পেয়ে বেশ ভালো লাগছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা পারস পারাখ - কে 18.03.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 35L 25415 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতে আমি আমার জীবনে অফুরন্ত আনন্দ লাভ করেছি। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমাকে ভবিষ্যতে আমার আর্থিক দায়বদ্ধতা পরিকল্পনা করতে এবং আমার উন্নত ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করতে সাহায্য করবে। ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পুলিশের জালে তিন

নকশালবাড়ি, ১২ জুন : নকশালবাড়ির খালপাড়া এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন তিনজন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত গণেশ রায় মাটিগাড়ার, মনোজ বিশ্বকর্মা আলিপুরদুয়ারের এবং মহম্মদ সাবির আলম নকশালবাড়ির বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ এলাকায় অভিযান চালায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে খালপাড়া এলাকায় রড, চাকু, ছুড়ি নিয়ে সাত-আটজন তরুণ জমায়েত হলে তাদের নিয়ে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ সেই মতো ওই এলাকায় অভিযান চালায়। পরে পুলিশের অভিযান বুঝতে পেরে ওই দলটি পালানোর চেষ্টা করে। বাকিরা পালিয়ে গেলেও শেষমেশ ওই তিন তরুণ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ধৃতদের হেপাজত থেকে দুটি রড ও একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়ার স্বীকারোক্তি করেন ধৃতরা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পালাতে গিয়ে জখম দুই

চোপড়া, ১২ জুন : ছাগল চুরি করে মোটরবাইকে পালানোর সময় দুর্ঘটনায় জখম হলেন দুই তরুণ। ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া থানার ভৈষপিটায়। শুক্রবার বিকেলে ভৈষপিটা থেকে একটি ছাগল তুলে নিয়ে মোটরবাইকে করে পালানোর চেষ্টা করছিলেন দুই তরুণ। সেই সময় বেরং ব্রিজ এলাকায় উলটোদিক থেকে আসা একটি ছোট চারচাকা গাড়ির সঙ্গে তাঁদের বাইকের সংঘর্ষ হয়। দুই তরুণ রাস্তায় পড়ে যান।

স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার কাজে এগিয়ে এলে বাইকে থাকা ছাগল দেখে চুরির বিষয়টি সামনে আসে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। উদ্ধার করা হয় ছাগলটিকেও। স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলম বলেন, 'দুই তরুণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমার ভাইয়ের গাড়িতে ধাক্কা মারে। এতে গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরে জানা যায়, ওরা একটি ছাগল চুরি করে পালাচ্ছিল।' পুলিশ জানিয়েছে, এখনও অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ হলে খতিয়ে দেখা হবে।

তথ্য দাবি

চোপড়া, ১২ জুন : চোপড়া ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। একাধিক প্রকল্পের কাজের তথ্য চেয়ে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাইয়ুম আলম বলেন, 'বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল এদিন একাধিক প্রকল্পের কাজের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য চেয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রতিনিধিদলের কাছে দশদিন সময় চাওয়া হয়েছে।' এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা শংকর অধিকারী, বরুণ সিংহ সহ দলের একাধিক কর্মী ও সমর্থকরা।

ঠিকাদারদের প্রতি কড়া রাজু

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : আম্রুত ও জল জীবন মিশন প্রকল্পের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বরাত নিয়ে কোনওভাবেই কাজ ফেলে রাখা যাবে না। কাজ ফেলে রাখলেই কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।

শুক্রবার শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া মাটিগাড়ায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে তিনি বলেন, 'সব জায়গায় কাজ হয়। কিন্তু এখানে একাংশ ঠিকাদার কাজ না করেই টাকা নিয়ে যায়। এসব আর চলবে না। কাজের বরাত নিলে ঠিকাদারদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। বরাত নিয়ে কাজ না করলে ব্ল্যাকলিস্টেড করা হবে। ইতিমধ্যে মিরিকের এক ঠিকাদারকে ব্ল্যাকলিস্টেড করা হয়েছে।'

মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে স্টল

'এক স্টেশন এক পণ্য' প্রকল্পের অধীনে

মালদা ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে ২৯টি 'এক স্টেশন এক পণ্য' (ওএসওপি) স্টল ০২ মাসের জন্য বরাদ্দ (অস্থায়ী ভিত্তিতে) করার উদ্দেশ্যে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা আবেদন আহ্বান করছেন। নির্দিষ্ট পণ্য অথবা স্টেশনের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা একের বেশি হলে, ২০২২ সালের ১২ সিসি অনুযায়ী, লটারি ব্যবস্থার মাধ্যমে বরাদ্দ নির্বাচন করা হবে :

ক্র. নং	স্টেশন	যে তারিখ থেকে খালি হয়েছে	ক্র. নং	স্টেশন	যে তারিখ থেকে খালি হয়েছে
১	বড়হরওয়া	০৮.০৭.২০২৬	১৬	মির্জা চৌকী	১২.০৮.২০২৬
২	ভাগলপুর	১৯.০৭.২০২৬	১৭	নিউ ফরাক্কা	১৪.০৭.২০২৬
৩	ভাগলপুর	১৯.০৭.২০২৬	১৮	নিমতিতা	১২.০৭.২০২৬
৪	ভাগলপুর	১৯.০৭.২০২৬	১৯	সবৌর	১২.০৮.২০২৬
৫	ধুলিয়ান গঙ্গা	১৩.০৬.২০২৬	২০	সাহিবগঞ্জ	খালি করা হয়েছে
৬	গোড্ডা	০৯.০৮.২০২৬	২১	সাহিবগঞ্জ	০৩.০৮.২০২৬
৭	হাঁসডিহা	১৫.০৮.২০২৬	২২	শিবনারায়ণপুর	১৫.০৮.২০২৬
৮	জামালপুর	১৪.০৭.২০২৬	২৩	সুজনীপাড়া	২৭.০৬.২০২৬
৯	জামালপুর	১৪.০৭.২০২৬	২৪	সুলতানগঞ্জ	০৭.০৮.২০২৬
১০	জঙ্গীপুর রোড	০৮.০৭.২০২৬	২৫	তিনপাহাড়	০৯.০৮.২০২৬
১১	কহলগাঁও	০৩.০৮.২০২৬	২৬	পীরপৈন্তী	০৮.০৭.২০২৬
১২	মালদা টাউন	০৮.০৭.২০২৬	২৭	একচারী	খালি করা হয়েছে
১৩	মালদা টাউন	১৮.০৭.২০২৬	২৮	মুঙ্গের	২৭.০৭.২০২৬
১৪	মালদা টাউন	২৭.০৬.২০২৬	২৯	বাঁকা	খালি করা হয়েছে
১৫	মন্দার হিল	১০.০৮.২০২৬			

• সামগ্রীর শ্রেণী : (ক) হস্তশিল্প/শিল্পবস্তু, (খ) টেক্সটাইল ও তাঁত, (গ) ঐতিহ্যবাহী পোশাক, (ঘ) স্থানীয় কৃষিপণ্য/ প্রক্রিয়াজাত/অর্ধ-প্রক্রিয়াজাত খাদ্য। • যোগ্যতার মানদণ্ড : (ক) ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডিক্র্যাফ্টস, ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডলুম অথবা উপযুক্ত রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা কারিগর/তাঁতি আইডি কার্ডধারী। (খ) ট্রাইবাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিআরআইএফইডি), ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএইচডিসি), খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশন (কেভিআইসি) ইত্যাদির সঙ্গে তালিকাভুক্ত/নথিভুক্ত ব্যক্তিবিশেষ কারিগর/তাঁতি/ক্র্যাফ্টসমেন। (গ) পিএমইজিপি (প্রাইম মিনিস্টার'স এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম)-এর সঙ্গে নথিভুক্ত সেল্ফ হেল্প গ্রুপ। (ঘ) সমাজের প্রান্তিক অথবা দুর্বল শ্রেণী। ইচ্ছুক ও যোগ্য ব্যক্তিরা যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ নথিপত্র (স্ব-প্রত্যায়িত) ও যোগাযোগের নম্বর সহ আবেদন সংশ্লিষ্ট স্টেশনের স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট/ম্যানেজার অথবা সিনিয়র সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা-র কার্যালয়ে জমা করতে পারেন। • ডাক ঠিকানা : সিনিয়র ডিসিএম-এর কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, ঝলঝলিয়া রোড, মালদা টাউন, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২১০২, ই-মেল : srdcmmldt@gmail.com

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

তিস্তায় ভাসল হাতির দেহ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১২ জুন : তিস্তা নদীতে ভেসে এল একটি মাঝবয়সি হাতির দেহ। দেহ উদ্ধারে কয়েক ঘণ্টার অভিযান চালাতে হল বন দপ্তরকে। মোটরচালিত বোট ও নৌকার সাহায্যে নদীর মাঝখান থেকে হাতিটির দেহ উদ্ধার করে পরে ক্রেনের মাধ্যমে ডাম্পারে তোলা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি লাটাগুড়ির জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শুক্রবার ক্রান্তি ব্লকের বাসুসুবা এলাকার প্রেমগঞ্জ সংলগ্ন তিস্তা নদীর তিন নম্বর স্পারের কাছে নদীর মাঝখানে হাতিটির দেহ প্রথম দেখতে পান স্থানীয়রা। তাঁরাই বিষয়টি বন দপ্তরকে জানান। খবর পেয়ে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ, লাটাগুড়ি রেঞ্জ এবং মাল মোবাইল স্কোয়াডের বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন।

এদিকে, তিস্তা নদীতে হাতির দেহ ভেসে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে কৌতূহলী মানুষের ঢল নামে। বাসুসুবা এলাকার বাসিন্দা অশোক রায়, দিলীপ রায় ও সুবোধ রায় সহ বহু মানুষ নদীর ধারে ভিড় জমান এবং উদ্ধার অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। এলাকায় এমন ঘটনা আগে খুব কমই ঘটেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

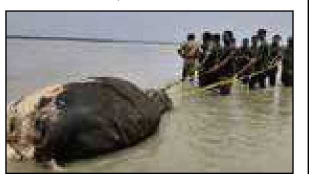

লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত জানান, নদীর ধারে আনার পর ক্রেনের সাহায্যে হাতিটিকে ডাম্পারে তুলে ময়নাতদন্তের জন্য লাটাগুড়ির জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বন দপ্তরের প্রাথমিক অনুমান, কয়েকদিন আগে কোনও পাহাড়ি এলাকা থেকে তিস্তার স্রোতে ভেসে এসে ওই মাদি হাতিটি জলে ডুবে মারা যেতে পারে।

বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও মুদিত কুমার জানান, কী কারণে হাতিটি নদীতে ভেসে এল এবং তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেহের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই সেটি জলে ছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

Office of the District Controller Food & Supplies Dakshin Dinajpur
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
Office of DCF&S, Dakshin Dinajpur invites sealed tender Vide notification no589/NZ/DCFS/DD/2026 dated 11.06.26 from interested bidders for Supply of food grains to SAM Children Last Date of submission of the tender: 24.06.2026 till 04.00 PM for detailed notification please follow the website **https://www.wbtenders.gov.in** as well as office notice board 0/o.DCE&S Dakshin Dinajpur
Sd/- District Controller (F&S) Dakshin Dinajpur

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-N.I.T No -WBIW/EE/JID/ e-NIT-03(e)/2026-27
Online e-tender for 02(Two) nos works under SDS (M) is hereby invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Irrigation Division, I&W Dte. Club Road, Jalpaiguri on behalf of the Governor of the state of West Bengal, from the eligible, bonafide, reliable, resourceful contractors having necessary similar type credential & financial Capacity for execution of Similar Nature of works of 30% of amount put to tender within last five years. **Bid submission Start date on 13.06.2026 at 12:30 Hrs. Bid submission End date on 20.06.2026 at 12:30 Hrs.** Further Details Please Visit- **wbetenders.gov.in** Sd/- P.MANDAL, Executive Engineer, Jalpaiguri Irrigation Division, Club Road, Jalpaiguri. ICA-T10007(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Quotation for the work of - Supplying fitting and fixing of various office furniture at office of the Chief Engineer-II, North Zone, Malda under Malda Division, PWD, Malda. Tender ID : 2026_WBPWD_5015348_1. **e-NIQ No. 04 of 2026-27 (2nd Call) of the EE, PWD, Malda Division, Malda.** Bid submission start date & time (online) : **15/06/2026 from 11:00 A.M.** Bid submission closing date & time (online) : **22/06/2026 upto 11:00 A.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of e N.I.Q. and tender documents may be downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda. ICA-T10035(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No. - 02 of 2026-27 of Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division. Name of Work: Maintenance of Main entrance road to Islampur Sub-Division Hospital providing Interlocking Concrete Block Pavement under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur during the year 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015374_2. Estimated Amount: Rs. 1,93,522.00 Bid Submission start date (online) 15.06.2026 from 2.30PM, Closing date of Bid Submission on 24.06.2026 up to 2.30 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate. ICA-T10053(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
eNIT No. 02/26-27/EE/RD/SS/PWD Tender ID: 2026_WBPWD_5015392_1. e-Tender are hereby invited by the undersigned for different works vide tender number mentioned above. Online bid submission starts date and time 16/06/2026. from 9.00 am. and closing date and time is 30/06/2026 up to 6.00 pm. For detail information and tender documents please visit https://tenders.wb.gov.in Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Raiganj Division, Social Sector, PWD, Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur, 733130. ICA-T10055(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
eNIT No. 01/26-27/EE/RD/SS/PWD (2nd Call) Tender ID: 2026_WBPWD_5015383_1. e-Tender are hereby invited by the undersigned for different works vide tender number mentioned above. Online bid submission starts date and time 16/06/2026. from 9.00 am. and closing date and time is 30/06/2026 up to 6.00 pm. For detail information and tender documents please visit https://wbtenders.gov.in. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Raiganj Division, Social Sector, PWD, Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur, 733130. ICA-T10056(3)/2026

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
ডাক নং. জিইএম/২০২৬/বি/৭৫৯১৫১০ তারিখ: ২৭-০৫-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে- **কাজের নাম:** সেবার জন্যে কাস্টম বিড- পিএমএস পার্সেল মেনেজমেন্ট সিস্টেম ইকুইপমেন্টের জন্যে বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **ভারতীয় টাকায় আনুমানিক ডাক রাশি:** ১২,৫৬,৬৭১/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২৫,২০০/- টাকা। **ডাক সমাপ্তির তারিখ এবং সময়:** ১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ২০.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবে:** ২০.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ওএইচই পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এপি-ইএল-টিআরডি-২৪-২৫-২৬; তারিখ: ০৬-০৬-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. :** এপি-ইএল-টিআরডি-২৪-২৫-২৬; **কাজের নাম:** 'শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন - ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা - ৩টি স্টেশন' প্রকল্পের অধীনে রাজা ভাত খাওয়া এবং মালবাজার স্টেশন ইয়ার্ডে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত ওএইচই পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৮৫,৯১,৫৩৩.৮৮/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৭১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৯-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডর নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পওয়া যাবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট্র.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT-CUM-VICE PRINCIPAL
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, SUSHRUTA NAGAR, DARJEELING
NOTICE INVITING TENDER
(N.I.T) NO. NBMCH/2369
Date 09/06/2026
e-Tender is invited FOR of **Procurement of Colostomy Bag (Single unit & Double unit) & Stomahensive Powder FOR MS-1 DEPARTMENT** (Tender File No:- EQ-T3-(1)26) of the M.S.V.P., North Bengal Medical College & hospital. For tender details, forms may be downloaded from **https://wbhealth.gov.in** or **https://www.wbtenders.gov.in** Technical & Financial Bid Submission Closing Date: 29/06/2026 at 5:00 P.M. Pre Bid Meeting with the intending bidders through online via MSVP mail ID **nbmchmsvp@gmail.com** For Details, Please visit the Office of MSVP, North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Darjeeling. ICA-T9997(3)/2026

নিম্নতম অত্যাবশ্যকীয় সুবিধার ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৪৪ অফ ২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে- **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনের স্টেশনসমূহে (পানীখাইটি, ঠাকুরকুচি, বরদংঘর, রহা, যেবেজিয়া, রূপহীগাঁও, দিং বাজার, দিং, মৈরাবাড়ি, পুরণিগুদাম এবং জগলাবন্ধা) টেক্টাইল পাথ, প্রবেশ রেম্প এবং নিয়ন্ত্রন আদির জন্যে পার্কিং সহিত পিএফ শেল্টার, পানীয় জলের সুবিধা, দিব্যাংগজনের জন্যে শৌচালয়ের সুবিধা সহিত স্টেশনসমূহে (ঠাকুরকুচি, রহা, জগলাবন্ধা এবং মৈরাবাড়ি) উক্ত তৃতীয় প্লাটফর্ম ধরণের নিম্নতম অত্যাবশ্যকীয় সুবিধার ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার রাশি:** ১৬,৯০,৩১,০০৩.৮১/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৩৩,৮০,৪০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ১৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবে:** ১৪-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ১৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NO 02 of 2026-27 by Assistant Engineer, Jalpaiguri Highway Sub- Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the work of: 1. Jatiyakali to Gadra road at chainage 5.00kmp to 7.00kmp urgent repair and maintenance work (in different stretches) under Jalpaiguri Highway Division in the dist. of Jalpaiguri. Estimated Cost: Rs. 301595.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5015415_1. 2. Belakoba (Battala) to Gatebazar road from at ch. 5.90km to 9.60km for emergent repairing of potholes and damaged road surface (in stretches) under Jalpaiguri Highway Division during the year 2026-27. Estimated Cost: Rs. 485020.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5015415_2. 3. Hatimore to Ambari-Falakata road installation of road marking and cats eye for existing speed bumps under Jalpaiguri Highway Division during the year 2026-27. Estimated Cost: Rs. 180234.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5015415_3. 1. Bid submission start date (on Line): 16-06-2026 at 18.00 HOURS. 2. Bid submission closing date (on Line): 23-06- 2026.Upto 12.00 HOURS. 3. Bid opening date for Technical Evaluation (on Line):25-06-2026 after13.00HOURS. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, Jalpaiguri Highway Sub Division, Jalpaiguri. ICA-T10078(3)/2026

যান্ত্রিক পরিষ্কারের চুক্তি
বিড নম্বর: জিইএম/২০২৬/বি/৭৫৯১৯৫৫, তারিখ : ২৭-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম ক্যাটাগরি :** সার্ভিসেস-এর জন্য কাস্টম বিড- নলগাঁও ডিএলও রেলওয়ে স্টেশনের গুডস ইয়ার্ড স্টেশন চত্বর, চার্কুলেটিং এলাকা, প্ল্যাটফর্ম ও ট্র্যাক-এর ৪ বছর বা ১৪৬১ দিনের সময়ের জন্য যান্ত্রিক পরিষ্কারের চুক্তি। **আনুমানিক বিড মূল্য:** ৩,২৯,৬০,৮৭১/-; **ই এমডি মূল্য:** ৩,১৪,৯০০/-। বিড সমাপ্তির তারিখ/সময়: ১৮-০৬-২০২৬ তারিখের ২০.০০ ঘণ্টা। বিড খোলার তারিখ/সময়: ১৮-০৬-২০২৬ তারিখের ২০.৩০ ঘণ্টা। উপরোক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে **https://gem.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the District Controller, Food & Supplies, Malda
e-Tender No. 1059/Proc/DCFS(MLD)/26 dated 02.06.2026 (Tender ID Nos. 2026_DFS_1026967_1/2/3/4/5/6/7/8/9)
e-Tenders (2nd call) are hereby invited by the Office of the District Controller, Food and Supplies, Malda at Barwaritala Lane, Mokdumpur, Malda, Pin-732103 for appointment of Contractor for Handling and Transportation at different Godowns of Malda district, West Bengal.
For details, please visit the website www.wbtenders.gov.in.
Bid Closing Date : 23/06/2026 upto 6:00 PM.
Memo No.: 419(3)/DICO/MLD, dt.12.06.2026
Sd/- District Controller, Food & Supplies, Malda

স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০০২/২৬-২৭, তারিখ : ১০-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:
ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৬৫০৫৬,
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০১-০৭-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ: তালিকাভুক্ত-V অনুযায়ী ইওটি ক্রেন ১৫/৫ টন রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রাংশ সহ যোগান, স্থাপনা ও কমিশনিং, তালিকাভুক্ত- IV অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণের অতিরিক্ত এবং সংযোজিত অতিরিক্ত (ট্যাকেলস) সংযুক্ত-সি অনুযায়ী। সিওএফএমওডব্লিউ স্পেসিফিকেশন সিওএফএমওডব্লিউ/আইআর/ইওটিসি/২০২২, আরইভি-০ অথবা সর্বশেষ এবং আইএস-স্পেসিফিকেশন (আইএস:৩১৭৭:২০২০ অথবা সর্বশেষ) ১৫ টি ইওটি ক্রেন এবং ওয়্যারেন্টি সময়ের দুই বছরের মধ্যে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। কনসাইনি : এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ : ০২ সেট।
দ্রষ্টব্য:-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।
ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের টিকানী, ধৌনী ও রাজমহল রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং : পার্কিং-১৪-২০২৬। অকশন শুরু :** ২৯.০৬.২০২৬, সকাল ১০.৪৫ মিনিট। **ক্র.নং, লট নং, স্টেশন** নিম্নরূপ : (১) পার্কিং-এমএলডিটি-টিকেএলই-এমএক্স-৭৭-২৬-১। **স্টেশন :** টিকানী। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিডব্লুএলই-এমএক্স-৭৬-২৬-১। **স্টেশন :** ধৌনী। (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিভি-৭৯-২৬-১। **স্টেশন :** রাজমহল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-88/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মোবাইল ফুড ভ্যানের চুক্তি প্রদানের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং : এমএফভি-এমএলডিটি-জুন। অকশন শুরু :** ২৬.০৬.২০২৬, সকাল ১১টা। **সিকোয়েন্স নং., লট নং/ক্যাটাগরি, স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো: **এএ/১,** এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসটিজেন-৮০-২৬-১, মালদা টাউন। **এএ/২,** এমএসএস-এমএলডিটি-এমজেডসি-এসটিজেন-৮৩-২৬-১, মির্জাচৌকি। **এএ/৩,** এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসটিজেন-৬২-২৬-১, বারহারওয়া জং.। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-86/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, রিটায়ারিং রুম ও ডর্মিটরি, বিজ্ঞাপন বোর্ড [আরডিএন - ডিজিটাল (আইপিআইএস - ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট বোর্ড), আরডিএন (নন-ডিজিটাল)], মেডিক্যাল স্টোর, স্মার্ট কিয়স্ক ও রিটেল স্টোরের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **(১) বিজ্ঞাপন বোর্ড [আরডিএন - নন-ডিজিটাল ও আইপিআইএস - (ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট বোর্ড)]। অকশন ক্যাটালগ নং : এডিভিটি-২০২৬-৮। অকশন শুরুর তারিখ :** ২৬.০৬.২০২৬, সকাল ১০.৩০। **সিকো. নং, লট নং/শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নরূপ : **এএ/১,** এডিভিটি-এমএলডিটি-এসবিজি-ওএসডি-২২৭-২৬-১, সাহেবগঞ্জ। **এবি/১,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৪-২২-১, ভাগলপুর। **এবি/২,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১, ভাগলপুর। **(২) রিটায়ারিং রুম ও ডর্মিটরি এবং এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ। অকশন ক্যাটালগ নং : পিএনইউ-এসিডব্লুএল-০৭। অকশন শুরুর তারিখ :** ২৬.০৬.২০২৬, সকাল ১০.৩০। **সিকো. নং, লট নং/শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নরূপ : **এএ/১,** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুআরএল-৫২-২৫-১, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, সাহেবগঞ্জ। **এএ/২,** পিএনইউ-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-ডব্লুআরএল-৬৪-২৬-১, আরআর ও ডর্মিটরি, বারহারওয়া। **এএ/৩,** পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-ডব্লুআরএল-৪৭-২৫-১, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, পিরপৈঁতি। **এএ/৪,** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসজিজি-ডব্লুআরএল-৬২-২৬-১, আরআর ও ডর্মিটরি, সুলতানগঞ্জ। **এএ/৫,** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুআরএল-৬৩-২৬-১, আরআর ও ডর্মিটরি, সাহেবগঞ্জ। **এএ/৬,** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিও-ডব্লুআরএল-৫৭-২৬-১, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, সবৌর। **(৩) মেডিক্যাল স্টোর, স্মার্ট কিয়স্ক ও রিটেল স্টোর। অকশন ক্যাটালগ নং : মিস-২০২৬-৮। অকশন শুরুর তারিখ :** ২৯.০৬.২০২৬, সকাল ১০.৩০। **সিকো. নং, লট নং/শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নরূপ : **এএ/১,** এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-মেডএসটিএন-২০-২৫-২, মেডিক্যাল স্টোর, সুলতানগঞ্জ। **এবি/১,** এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এসএস-৩৩-২৫-১, স্মার্ট কিয়স্ক, ভাগলপুর। **এবি/২,** এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএস-৫৩-২৫-১, স্মার্ট কিয়স্ক, বারহারওয়া। **এসি/১,** এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এসটিজেন-৮৫-২৬-২, রিটেল স্টোর, সুলতানগঞ্জ। **এসি/২,** এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসটিজেন-৭৯-২৬-২, রিটেল স্টোর, বারহারওয়া। **এসি/৩,** এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এসটিজেন-৭৭-২৬-২, রিটেল স্টোর, ভাগলপুর। **এসি/৪,** এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসটিজেন-৮৪-২৬-২, রিটেল স্টোর, জামালপুর। **এসি/৫,** এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এসটিজেন-৭৮-২৬-২, রিটেল স্টোর, সাহেবগঞ্জ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-89/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট
সামগ্রী যোগানের হেতু ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০০৩/২৬-২৭ তারিখ: ১০-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:
টেন্ডার সংখ্যা. এনজে২৬৫০৫৭
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০১-০৭-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: সংযোজনী - এ অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ টুল, সংযোজনী-বি অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ স্পেয়ার্স এবং সংযোজনী-সি অনুসারে অতিরিক্ত স্পেয়ার্স সহিত ইনইলেক্শনের সাথে প্রত্যেক ১২০ মিটার ডিএসএল সহিত ৩০/১০ টন ইওটি ক্রেনের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং। ৬৫ টি ইওটি ক্রেনের সীওএফএমওডব্লিউ স্পেসিফিকেশন, সীওএফএমওডব্লিউ/আইআর/ইওটিসি/২০২২ আরইভি-০ অথবা অনন্তিম এবং আইএস- স্পেসিফিকেশন (আইএস: ৩১৭৭: ২০২০ অথবা অনন্তিম) এবং প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ারান্টির সময়সীমা দুই বৎসরের ভেতরে। কনসাইনি: এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর। **পরিমাণ:** ০২ সেট।
নোট: টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস** ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি উনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা **আইআরইপিএসে** পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।
উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

BORDER SECURITY FORCE : FRONTIER HQ NORTH BENGAL KADAMTALA, SILIGURI
সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (BSF) শিলিগুড়ির কদমতলায় ৭২তম দেশব্যাপী পেনশন আদালতের আয়োজন করছে।
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং সিকিম রাজ্যের BSF পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের অভিযোগ শোনা এবং সেগুলির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এই পেনশন আদালত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই আদালতে বিভাগীয় প্রধান (HoD), DDO, PAO এবং বিভিন্ন ব্যাংক, CPAO ও CPPC-এর আধিকারিকসহ ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের অংশগ্রহণ পেনশন-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর দ্রুত ও কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করবে।
পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের সশরীরে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে অথবা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁদের অভিযোগসমূহ পেশ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে : এর ফলে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাঁদের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অধিকতর তথ্য ও সহায়তার জন্য নিম্নোক্ত যোগাযোগের বিবরণ ব্যবহার করা যেতে পারে :
ফোন নম্বর : 03532580161 এবং 03532580162
ইমেল আইডি -ftrnb@bsf.nic.in
এই উদ্যোগটি বিএসএফ (BSF)-এর পেনশনভোগীদের কল্যাণের প্রতি তাদের অটল অঙ্গীকারের প্রতিফলন, এটি অভিযোগসমূহের যথাসময়ে নিষ্পত্তির জন্য একটি বিশেষায়িত মঞ্চ প্রদান করে।
CBC 19110/11/0019/2627

STATION AUDITORIUM
AIR FORCE STATION BAGDOGRA
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF CONTRACTUAL MOVIE OPERATOR AT STATION AUDITORIUM (MOVIE THEATRE), AIR FORCE STATION BAGDOGRA AS PER FOLLOWING DETAILS:-
(a) No of Vacancy: 01 (Movie Operator)
(b) Qualification : 12 Pass (with computer knowledge and minimum 06 month's experience in operating movie/ theatre equipment.
(c) Salary : **Rs. 12,569/-** Month.
(d) Last date of submission of application is **06 Jul 26.**
(e) The resume should be addressed to:
Officer in Charge Station Auditorium
Air Force Station Bagdogra,
P.O. - Bagdogra Airport
Dist. - Darjeeling, State- West Bengal
Pin-734421
Interview will be held on **08 Jul 26** at Station Auditorium, Air Force Station Bagdogra. Interested person may apply with detailed resume to Station Auditorium with copy of relevant degree/mark sheet and experience certificate.

কর্মখালি
শিলিগুড়ির খালপাড়াতে মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারির জন্য লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। (M) 8116743501.

বিক্রয়
Sale Renault Triber Cars - 2025 - WB-73-K-6870, Ph - 0353 2950301. (C/122322)

অ্যাফিডেভিট
আমি, Santosh Safi আমার (ছেলের) জন্ম প্রমাণপত্রে আমাদের সবার নামের বানান ভুলবশত উল্লেখ থাকায়, গত 27-2-26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে LD. 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (ছেলে) Roshan Rajak থেকে Roshan Kumar Safi (বাবা) Santosh Rajak থেকে Santosh Safi এবং (মা) Rina Rajak থেকে Reena Devi নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/113816)

কর্মখালি
শিলিগুড়িতে LED সাইনবোর্ডের কাজ জানা দক্ষ ছেলে চাই। Mob - 9531728215. (C/122216)

•

Vacancy for Siliguri Male Local Candidate for Office @ Adv. Chamber. Min. Class 12 pass. Bengali. 28-35 years. M - 8637372499. (C/122219)

WE ARE HIRING
A reputed school in Gangtok invites applications for the following positions : Hindi Teacher, Table Tennis Coach/Teacher, Pre-Primary Teacher, Yoga Teacher (Female). Eligibility : Relevent qualifications, experience and a passion for working with children. Send CV to : rdas.vawsum@gmail.com (C/122217)

Tea Estate Manager And Assistant Manager Required
A reputed Tea Estate in North Bengal requires an experienced Manager for overall garden operations, labour management, field supervision, factory coordination, reporting, and day-to-day administration. Candidates must have excellent track record & experience in Tea Estate management, strong leadership ability, discipline and long-term commitment. Apply with CV by WhatsApp : 9434054000. (C/122321)

অ্যাফিডেভিট
আমি Mithu Das Vill. Baunivita Chhat P.O. & P.S. Bagdogra গত 3/6/26 1st Class J.M শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mithu Das ও Kumari Ratnarani Das উভয়েই একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/122334)

•

আমি Beauti Biswas, পিতা - অখিল বিশ্বাস, গ্রাম ও পোস্ট - ঢাংঢিংগুড়ি, থানা - পুন্ডিবাড়ি, জেলা - কোচবিহার, প:ব:, আমার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শংসাপত্রে বাবার নাম ভুলবশত অখিল চন্দ্র বিশ্বাস এবং আমার ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ডে আমার নাম Beauty Biswas থাকায় গত ২৫-০৮-২৫ J.M. 1st ক্লাস সদর, কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি Beuati Biswas, পিতা - অখিল বিশ্বাস হলাম। Beauti Biswas, পিতা - অখিল বিশ্বাস ও Beauty Biswas, পিতা - অখিল চন্দ্র বিশ্বাস- একই ব্যক্তি।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪১৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪২০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

রাজাসাব (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ চ্যাম্প, বিকেল ৪.০০ ডিজে, সন্ধে ৭.০০ দাদা, রাত ১০.০০ পাগলু-টু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ চন্দ্রমল্লিকা, দুপুর ১২.৩০ বিধাতার খেলা, বিকেল ৪.০০ মন মানে না, সন্ধে ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.১৫ ইন্দ্রজিৎ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ১২.০০ স্বপ্ন, ২.৩০ টক্কর, বিকেল ৫.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত ৮.৩০ অভাগিনী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ লোফার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ত্যাগ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তুমি কতো সুন্দর
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৩ জঙ্গ, দুপুর ১.৪৪ জি.ও.এ.টি, বিকেল ৪.৪৭ ভৈরভাকোনা, সন্ধে ৭.৩০ হিরো : দ্য বুলেট, রাত ৯.৫৬ নাইনটি এমএল
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৯ দবং-টু, দুপুর ১.৪৭ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.৫৩ স্কাই ফোর্স, সন্ধে ৭.৫৯ বিবাহ, রাত ১১.১১ ফরেন্সিক
জি সিনেমা : দুপুর ১২.০২ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৩.৩০ বিবি নম্বর ওয়ান, ৫.৪০ সূর্যবংশী, রাত ৮.৩০ দিল মাদ্রাসী

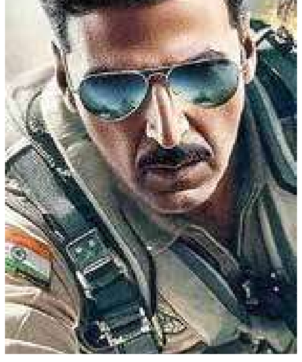

স্কাই ফোর্স বিকেল ৫.৫৩ অ্যান্ড পিকচার্স

দিল মাদ্রাসী রাত ৮.৩০ জি সিনেমা

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। বাবার শারীরিক সমস্যার জন্য একটু উদ্বেগ থাকবে। পড়াশোনায় উন্নতি। বৃষ : নিকট কোনও আত্মীয়ের চক্রান্তে সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রয়োজনে বাসস্থান বদল করতে হতে পারে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মিথুন : শারীরিক সমস্যায় অবহেলা করবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ব্যবসায় লাভজনক চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। কর্কট : আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। ব্যক্তিগত কারণে ভিনরাজ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। সিংহ : অন্যায় কাজের বিরোধিতা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও বাসনা আজ পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা। কন্যা : সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্তরা দারুণ সাফল্য পাবেন। ব্যবসার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হবে। ত্বকের সমস্যা নিয়ে সতর্ক থাকুন। তুলা : অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সমস্যা হতে পারে। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। বৃশ্চিক : উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যাবে। অপ্রয়োজনীয় কেনাকেটা এড়িয়ে চলুন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। ধনু : পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। সামাজিক কাজে সম্মানিত হতে পারেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাজের দায়িত্ব বাড়বে। মকর : কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও প্রোজেক্টের দায়িত্ব নিয়ে ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। পুরোনো কোনও বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভ করতে পারবেন। কুম্ভ : সংসারের আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক কাজের চাপে অনিদ্রাজনিত সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। মীন : কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার জেরে শত্রুরা পরাস্ত হবে। দীর্ঘদিনের কোনও আটকে থাকা কাজ আজ চালু করলে সাফল্য পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ জুন ২০২৬, ২৯ জেঠ, সংবৎ ১৩ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ২৭ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৫, অঃ ৬।১৯। শনিবার, ত্রয়োদশী দিবা ১।৫৬। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ১২।১৮। সুকর্ম্মাযোগ অপরাহ্ণ ৪।৩২। বণিজকরণ দিবা ১।৫৬ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১২।৪৪ গতে শকুনিকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৭।২৫ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১২।১৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১২।১৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১।৫৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৫৮ মধ্যে ও ৪।৩৯ গতে ৬।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৯ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং চতুর্দ্দশীর সপিণ্ডন। কবি রজনীকান্ত গুপ্তের তিরোভাব দিবস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৪ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৮ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ মধ্যে ও ৬।১৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২০ গতে ১।২৮ মধ্যে ও ২।৫৩ গতে ৪।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভাগবতকে লক্ষ্য করে পাথর, ধৃত ২

লখনউ, ১২ জুন : বৃহস্পতিবার স্বর্ণশতাব্দী এক্সপ্রেসে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের কামরা লক্ষ করে পাথর ছোড়া হয়। ঘটনাস্থল যোগীরাজ্যের প্রয়াগরাজ ডিভিশনের ফিরোজাবাদ অঞ্চল। ভাগবতের কোনও ক্ষতি হয়নি। আহত হননি অন্য কোনও যাত্রীও। দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শশীকান্ত ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করা হয়। ভাগবত ছিলেন ১২০০৩ আপ স্বর্ণশতাব্দী এক্সপ্রেসের এসি ফার্স্ট ক্লাসের এ-১ কোচে। পাথরটি ৫১ নম্বর আসনের কাছে জানলার বাইরের অংশে লেগেছিল। ভিতরের অংশের কোনও ক্ষতি হয়নি।

পাথর ছোড়ার ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ফিরোজাবাদ জেলার পুলিশ সুপার আদিত্য লাংঘে, আগ্রা রেলওয়ের পুলিশ সুপার অনীল ঝা ও ফিরোজাবাদ নগর পুলিশের সুপার রবিশংকর প্রসাদ সহ পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। ট্রেনটিকে টুন্ডলা জংশনের কাছে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। পরে ভাগবতকে নিয়ে দিল্লির পথে রওনা দেয় ট্রেনটি। চার মাস আগে লখনউ থেকে দিল্লিগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে ভাগবতের কোচ নিশানা করে পাথর ছোড়া হয়েছিল। সেবারও জানলার কাচ ভাঙে।

মার্কিন দূতকে তলব দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : ওমান উপকূলে মার্কিন হামলায় ৩ ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুতে বেনজির সংঘাত শুরু হল। ক্ষুব্ধ নয়াদিল্লি গত ৪৮ ঘণ্টায় দ্বিতীয়বার মার্কিন দূতকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ওমান উপসাগরে তেলবাহী জাহাজ 'এমটি সেভ্তেবেলো'-তে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হতেই আন্তর্জাতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। দিল্লির সাউথ ব্লকে মার্কিন দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জেসন মিক্সকে তলব করে কড়া বার্তা দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাফ জানিয়েছেন, 'ওমান উপকূলের অদূরে জাহাজে হামলার আমরা তীব্র নিন্দা করছি। বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর এই ধারাবাহিক আক্রমণ অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এটি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।'

ওমান উপকূলে গত কয়েকদিনে এমটি সেভ্তেবেলো ও এমটি মারিভেক্স সহ তিনটি বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজে হামলা চালায় মার্কিন নৌসেনা। এই পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালী ও সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় নাবিকদের জন্য 'বিশেষ সতর্কতা' জারি করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল বলেন, 'সরকার উপসাগরীয় পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছে এবং প্রতিটি ভারতীয় নাবিকের নিরাপত্তা ও কল্যাণে আমরা সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' যদিও ওয়াশিংটনের দাবি, জাহাজগুলি বেআইনিভাবে ইরানের তেল বহন করছিল। নয়াদিল্লি স্পষ্ট জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলপথে অবাধ নৌচলাচল নিশ্চিত করতে কূটনীতি ও আলোচনার পথই একমাত্র সমাধান। ঘটনার জেরে বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে।

সম্পত্তির লোভে খুন

মুম্বই, ১২ জুন : বছর দুয়েক ধরে সম্পত্তি নিয়ে মামলা চলছিল বাবা-ছেলের মধ্যে। অবশেষে মামলা জিতে ছেলেকে বাড়ি থেকে উৎখাত করতে পেরেছিলেন মহারাষ্ট্রের শম্ভাজিনগরের বাসিন্দা বৃদ্ধ জাফর কামারুদ্দিন সইদ প্যাটেল। রাগের বশে আদালত থেকে বাড়ি ফেরার পথে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবাকে কুপিয়ে খুন করল ছেলে। তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিযোগ, নিয়মিত বাবাকে মারধর করত ছেলে আব্দুল রহমান আব্দুল জাফর। একসময় বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল বৃদ্ধকে। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পুনেতে মেয়ের কাছে চলে যান বৃদ্ধ। সেখান থেকে ছেলের বিরুদ্ধে মামলা লড়ছিলেন। তাঁর পক্ষে রায় দেয় আদালত। বাড়ি ছাড়তে বলা হয় আব্দুলকে। শুনানির পর মেয়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন কামারুদ্দিন। তখনই তাঁকে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে ছেলে। আব্দুলকে বাধা দিতে গেলে আক্রান্ত হন মেয়েও।

এক বছর পরও রহস্যে মোড়া এয়ার ইন্ডিয়া বিমান বিপর্যয়

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : ক্যালেন্ডারের পাতায় দিনটা ১২ জুন, ২০২৬। ঠিক এক বছর আগে এই দুপুরেই ভয়াবহ বিমান বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়েছিল দেশ। গুজরাটের আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকের উদ্দেশে ওড়ার ঠিক ৩২ সেকেন্ডের মাথায় ভেঙে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭ 'এআই-১৭১' বিমানটি। রানওয়ে ছাড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিমানবন্দরের কাছে মেঘানিনগরের বিজে মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসের হস্টেল ভবনে ধাক্কা মারে সেটি। নিমেষেই এক বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছিল আস্ত বিমান। যাত্রী, বিমানকর্মী এবং মাটিতে থাকা মানুষ মিলিয়ে মোট ২৬০ জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়া এই বিপর্যয়ের বর্ষপূর্তিতে আজ আবার ফিরে আসছে সেই দুপুরের আতঙ্ক। সময় এগোলেও এখনও জানা যায়নি দুর্ঘটনার আসল কারণ, কাটেনি স্বজনহারাদের বুকফাটা কান্না আর প্রত্যক্ষদর্শীদের মানসিক ট্রমা।

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, বড় কোনও বিমান দুর্ঘটনার এক বছরের মাথায় চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু এয়ারক্র্যাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো সহ আমেরিকা ও ফ্রান্সের তদন্তকারী দল যুক্ত থাকার পরও আজ পর্যন্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট সামনে আসেনি। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ইঞ্জিনটি বর্তমানে পরীক্ষার জন্য আমেরিকায় রয়েছে এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হতে আরও অন্তত তিন মাস সময় লাগবে। তবে গত বছর প্রকাশিত অন্তর্বর্তী রিপোর্টে ককপিটের যে রুদ্ধশ্বাস কথোপকথন সামনে এসেছিল, তা রহস্য বাড়িয়েছে। ব্ল্যাকবক্সের রেকর্ডিং অনুযায়ী, ওড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিমানের দুই ইঞ্জিনেরই জ্বালানি সরবরাহ সুইচ আচমকা 'রান' থেকে 'কাট অফ' বা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ককপিটে পাইলটদের একজন ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন জ্বালানির সুইচ বন্ধ করে দিলেন?' অন্যজন উত্তরে বলেন, 'আমি কিছু বন্ধ করিনি।' কার ভুলে বা কোন যান্ত্রিক গোলযোগে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও ধোঁয়াশায়।

এদিকে নিহতদের পরিবারদের এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরু হলেও অনেকেই চূড়ান্ত রিপোর্টের অপেক্ষা করছেন। তাঁরা দেখতে চান আসল গাফিলতি কার ছিল, যাতে

প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করা যায়। নিহতদের তালিকায় ছিলেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির কন্যাও, তাঁর পরিবারকেও ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

বিমানের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে একমাত্র জীবিত হিসাবে উদ্ধার পেয়েছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক বিশ্বাসকুমার রমেশ। ২৪২ জন যাত্রীর মধ্যে অলৌকিকভাবে বেঁচে ফেরা বিশ্বাস আজ 'মিরাকল ম্যান'। কিন্তু দুর্ঘটনার একবছর পূর্তিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসের কণ্ঠে শুধুই যন্ত্রণা। এই দুর্ঘটনায় তিনি হারিয়েছেন ভাই অজয়কে। বিশ্বাস বলেন, 'মানুষ শুধু দেখে আমি বেঁচে ফিরেছি, কিন্তু বন্ধ দরজার পেছনের লড়াইটা কেউ দেখে না। আজও রাতে ঘুম আসে না, তীব্র উৎকণ্ঠা আর সেই ভয়াবহ স্মৃতি তাড়া করে বেড়ায়।' শারীরিক ক্ষত শুকোলেও মন থেকে সেই ভয় আর ভাইকে হারানোর যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি।

বিজে মেডিকেল কলেজের সেই হস্টেল ভবনটি আজও ভাঙা ছাদ আর কালচে দেওয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যা প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয় সেই অভিশপ্ত দুপুরের কথা। সেই ক্যাম্পাসেই টিফিন সরবরাহ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রহ্লাদ ঠাকুরের স্ত্রী সরলাবেন ও দুই বছরের নাতনি আধ্যা। প্রহ্লাদবাবু এখন আকাশের দিকে তাকান না। তাঁর কথায়, 'প্রতিটা বিমানের শব্দেই কষ্টটা ফিরে আসে। আকাশের দিকে আর তাকাই না।' সামান্য দেরিতে খেতে আসায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া আরমান খান পাঠান আর তাঁর বন্ধু আদিত্য দয়ালের স্মৃতিতে এখনও টাটকা লাশের গন্ধ আর বন্ধুদের হারানোর হাহাকার। শরীর পুড়ে যাওয়া ছাত্র ব্রিজেশকে তীব্র গরমেও প্রেশার ক্লথ পরে ক্লাস করতে হয়, বইয়ের পাতা ওলটাতেও কষ্ট হয় তাঁর। কলেজের ডিন মীনাক্ষী পারিখের কথায়, 'জীবনের ছন্দে ফেরার প্রক্রিয়া ধীরে ধীরেই হয়। জীবনে এগিয়ে যাওয়া ও ভুলে যাওয়া এক নয়।'

এই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে গুজরাটের আরাবল্লী জেলার ১৮ বছরের কিশোর আরিয়ান আসারির নামও। গত বছর ঠিক এই দিনেই বাবার কাছে বই কিনতে আহমেদাবাদে এসেছিল আরিয়ান। মেঘানিনগরের বাড়ির ছাদ থেকে কম উচ্চতায় বিমান উড়তে দেখে উৎসাহী হয়ে মোবাইলে ভিডিও রেকডিং শুরু করেছিল সে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেই সাধের ভিডিওতেই বন্দি হয় আস্ত একটা বিমানের বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া। আরিয়ানের সেই ভিডিও তখন ভাইরাল হয়েছিল বিশ্বজুড়ে। সবাই তাকে এখন 'এরোপ্লেন বয়' নামে এক ডাকে চেনে। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা পাশ করে আরিয়ান কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সেই দিনের আতঙ্ক তাকে এমনভাবে তাড়া করে যে, সে মোবাইলে বিমানের ছবি বা ভিডিও তোলাই ছেড়ে দিয়েছে। আরিয়ানের কথায়, 'আমার এখন ভয় লাগে, আমি মোবাইলে ভিডিও করলেই বুঝি আবার কোনও বিমান ভেঙে পড়বে! ভবিষ্যতে বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, কিন্তু বিমানে ওঠার সাহসটুকু আর নেই।'

আহমেদাবাদের আকাশে মেঘানিনগরের সেই কালো ধোঁয়া আজ আর নেই। কিন্তু ২৬০টি পরিবারের স্বজন হারানোর কান্না, একমাত্র বেঁচে যাওয়া মানুষের ট্রমা আর তদন্তের অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি প্রমাণ করে, একবছর পেরিয়েও 'এআই-১৭১' দুর্ঘটনার ক্ষত একইরকম টাটকা।

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত এক বিমানকর্মীর পরিজন। শুক্রবার মুম্বইয়ে।

ট্রাম্পের দু'মুখো নীতি
সরব জয়শংকর

হেলসিঙ্কি, ১২ জুন : ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার থেকে তেল কেনা নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার সমালোচনা ও আমেরিকার বৈষম্যমূলক শুল্কনীতির বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় সরব হলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

ফিনল্যান্ডের 'কুলতারান্তা টকস'-এ জয়শংকর প্রশ্ন তোলেন হোয়াইট হাউসের 'নৈতিকতা' নিয়ে। তাঁর দাবি, ২০২২ সালে বিশ্ববাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমেরিকাই নয়াদিল্লিকে রাশিয়ার থেকে তেল আমদানির ছাড়পত্র দিয়েছিল। অথচ ট্রাম্প প্রশাসন পরে ভারতের সেই অনড় মনোভাবের দোহাই দিয়ে এশীয় দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ অর্থাৎ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত চড়া শুল্ক চাপিয়েছে। এই দ্বিচারিতাকে কটাক্ষ করে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'সেইসময় আমেরিকা সরাসরি ভারতকে রুশ তেল কিনতে বলেছিল। আমরা মূলত তেলের দাম ও সহজলভ্যতার ভিত্তিতেই তা কিনে থাকি।' একইসঙ্গে ইউরোপীয় দেশগুলিকেও একহাত নিয়েছেন অভিজ্ঞ এই কূটনীতিক। পশ্চিমী সমালোচনার জবাবে জয়শংকর মনে করিয়ে দেন, ইউরোপের তৈরি আধুনিক সমরাস্ত্র দশকের পর দশক ধরে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, 'ইউরোপীয় দেশগুলির অস্ত্র ভারতের ওপর হামলা চালাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ভারত কখনও ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য বিন্দুমাত্র হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি।'

> **ইউরোপীয় দেশগুলির অস্ত্র ভারতের ওপর হামলা চালাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ভারত কখনও ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য বিন্দুমাত্র হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি।**
>
> **এস জয়শংকর**

জয়শংকর আরও ব্যাখ্যা করেন, যুদ্ধের জেরে ইউরোপীয় দেশগুলি মধ্যপ্রাচ্যের বাজার থেকে বিপুল তেল কেনায় ভারত তার প্রথাগত উৎস হারিয়ে বাধ্য হয়েই রুশ তেলের দিকে ঝুঁকেছে। জাতীয় স্বার্থ ও জ্বালানি নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েই যে নয়াদিল্লি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা আরও একবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্ট করলেন জয়শংকর।

হল না যৌথ সাংবাদিক বৈঠক

টহলদারি, তথ্য আদানপ্রদানে জোর

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : দিল্লিতে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডিজি পর্যায়ের বৈঠক শেষ হল কোনও যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন ছাড়াই। ৮ থেকে ১১ জুন পর্যন্ত দিল্লিতে বিএসএফের সদর দপ্তরে আয়োজিত এই বৈঠকে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল সীমান্ত হত্যা বন্ধ এবং বেআইনি অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান বন্ধের মতো বিষয়। তবে পুশ-ইন নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না সেবিষয়ে কোনও পক্ষই প্রকাশ্যে মন্তব্য করেনি। এই পরিস্থিতিতে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন না করে বৈঠকে ইতি টানার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার বিএসএফ-এর তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ইতিবাচক আবহে দু-দেশের প্রতিনিধি দলের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বিএসএফ-এর মহাপরিচালক প্রবীণ কুমার এবং বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। মাদক, অস্ত্র, জাল নোট এবং সোনা চোরাচালান রুখতে দুই বাহিনী যৌথ টহলদারি ও রিয়েল-টাইম তথ্য আদানপ্রদান আরও বাড়ানোর বিষয়ে একমত হয়েছে।

কৌশলগত দিক থেকে এই বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চলতি বছরের শুরুতে ঢাকায় বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পর এটিই ছিল প্রথম ডিজি পর্যায়ের বৈঠক। ভারত ও বাংলাদেশের ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্তের অর্ধেকেরও বেশি (২,২১৬ কিমি) রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে 'থ্রি-ডি' (ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট) অ্যাকশনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। একাধিক সীমান্ত এলাকায় পুশইনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে, যা এই আলোচনাকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে। আগামী নভেম্বরে পরবর্তী দফার আলোচনার জন্য বিএসএফের প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করবে।

বেনাপোল দিয়ে বাংলাদেশে দীনেশ

ঢাকা, ১২ জুন : পাসপোর্ট, ভিসা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখিয়ে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলেন ভারতের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী। কলকাতা থেকে সড়কপথে প্রথমে তিনি বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে পৌঁছান। সেখান থেকে শুক্রবার বাংলাদেশের বেনাপোল ইমিগ্রেশনে এসে আনুষ্ঠানিকতা সেরে পড়শি দেশের মাটিতে পা রাখেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী মিনাল ত্রিবেদী। এরপর তাঁরা সড়কপথেই ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন।

সীমান্তে উপস্থিত বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নতুন রাষ্ট্রদূত বলেন, 'ভারতের জনসংখ্যা ১৪০ কোটি আর বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় কুড়ি কোটি। অর্থাৎ, দু-দেশ মিলিয়ে মোট ১৬০ কোটি জনসংখ্যা। আমি এই ১৬০ কোটির স্বার্থে কাজ করব।' ভারত ও বাংলাদেশকে দুটি 'উন্নত গণতন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করে তিনি আরও বলেন, 'এই দুই দেশ একত্রে কাজ করলে তা গোটা পৃথিবীর কাছে একটি বড় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।'

কূটনৈতিক মহলের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিমানে সরাসরি ঢাকা না গিয়ে তাঁর সড়কপথে বেনাপোল সীমান্ত ব্যবহারের সিদ্ধান্তটি তাৎপর্যপূর্ণ। এমন এক সময়ে তিনি দায়িত্ব নিলেন, যখন দুই দেশের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ও জটিলতা তৈরি হয়েছে। এর আগে করোনা পরিস্থিতির কারণে কূটনীতিকদের একাংশ সড়কপথ বেছে নিলেও, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দীনেশ ত্রিবেদীর স্থল বন্দর ব্যবহার ও সাধারণ যাত্রীদের মতো পাসপোর্ট-ভিসা দেখানোর প্রক্রিয়াটি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ বার্তা বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

উদ্ধারকাজের প্রশিক্ষণে মুম্বইয়ের দমকল কর্মীরা। শুক্রবার গুরুগ্রামে।

আগুনে মৃত ৩

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : মালব্যনগরের হোটেলে ভয়াবহ আগুন ও মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আগুন রাজধানী দিল্লিতে। শুক্রবার ভোরে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির তুঘলকাবাদের এক বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন এক তরুণ ও দুই মহিলা। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন আরও দুই বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, রাত আড়াইটে নাগাদ ১ নম্বর গলির ওই পাঁচতলা বাড়ির একতলার পার্কিং লটে আগুন লাগে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই এই বিপর্যয়। ইলেক্ট্রিক স্কুটার সহ সাতটি দু-চাকায় আগুন লেগে তা দ্রুত ওপরের তলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। সিঁড়ি ধোঁয়ায় ভরে যাওয়ায় আটকে পড়েন বাসিন্দারা। দমকলের আধিকারিক যশবন্ত সিং মিনা বলেন, 'এলাকাটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি ও গলি সরু হওয়ায় উদ্ধারকাজে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।'

মীনাক্ষীর আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : রাজ্যসভা ভোটে তাঁর প্রার্থীপদ বাতিলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেত্রী মীনাক্ষী নটরাজন। কিন্তু শুক্রবার তাঁর সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি পিকে মিশ্র এবং বিচারপতি এএস চান্দুরকারের বেঞ্চ। সর্বোচ্চ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'সিদ্ধান্ত যতই ভুলে ভরা হোক না কেন, রিটার্নিং অফিসার একবার কোনও প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে দিলে তার যথাযথ প্রতিকার মিলতে পারে শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন থেকেই। এই আদালতের এমন কোনও রায় কি আছে যেখানে আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন তাতে হস্তক্ষেপ করেছি?' যে পদ্ধতিতে মীনাক্ষীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আগেই কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবারই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন কর্ণাটকের তিন কংগ্রেস প্রার্থী- মল্লিকার্জুন খাড়গে, এআইসিসি সম্পাদক মনসুর আলি খান এবং প্রচারবিভাগের চেয়ারপার্সন পবন খেরা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন বিজেপির একমাত্র প্রার্থী এম নাগরাজা। অপরদিকে রাজস্থানের দুই বিজেপি প্রার্থী অলকা সিং গুজ্জর ও সতীশ পুনিয়া এবং কংগ্রেসের নীরজ ডাঙ্গি বিনা লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন।

ডেটিংয়ের ফাঁদে প্রতারিত বিচারক

চণ্ডীগড়, ১২ জুন : ডেটিং অ্যাপে সঙ্গী খুঁজতে গিয়ে প্রতারিত হলেন হরিয়ানার এক মহিলা বিচারক। এক ব্যক্তি নিজেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিক পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। নাম জানান অভিমন্যু বশিষ্ঠ। সম্পর্ক গাঢ় হলে ধাপে ধাপে তাঁর থেকে ৫২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক। বিচারকের হয়ে অভিযোগ জানান তাঁর পরিচারিকা। অভিযুক্তকে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছে আদালত।

তবে অভিযোগের ধরন নিয়ে নিম্ন আদালতের প্রশ্ন, কেন নিজে না করে পরিচারিকাকে দিয়ে অভিযোগ দায়ের করালেন বিচারক। আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিজের সম্মান রক্ষায় তিনি হয়তো এই কাজ করেছেন। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে তা অনুচিত।

ইরান-যুদ্ধে রাশ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১২ জুন : আগাম ঘোষণা করেও শেষমুহূর্তে ইরানের ওপর হামলা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তেহরানের শীর্ষনেতৃত্ব যুদ্ধবিরতির খসড়া চুক্তিতে সম্মতি দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার রাতে নিজের 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে দাবি করেছেন ট্রাম্প। এই সমঝোতা প্রক্রিয়ায় আমেরিকা, ইজরায়েল, সৌদি আরব, কাতার ও পাকিস্তান সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই নীতিগতভাবে সহমত হয়েছে বলে জানান তিনি। তবে ট্রাম্পের এই 'ইউ-টার্নে' তেল আভিভকে পুরোপুরি অন্ধকারে রাখা হয়েছিল বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

ক্ষুব্ধ ইজরায়েল

ট্রাম্পের ঘোষণার পরেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইজরায়েল। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর স্পষ্ট জানিয়েছে, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে হওয়া সমঝোতায় ইজরায়েল কোনও পক্ষ নয়। তবে এই চুক্তির মাধ্যমে ইরানের পরমাণু পরিকাঠামো ধ্বংস এবং আঞ্চলিক ছায়াযুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতিকে নেতানিয়াহু স্বাগত জানিয়েছেন।

কূটনৈতিক মহলের মতে, মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে আমেরিকায় জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্প যেখানে দ্রুত যুদ্ধ মেটাতে মরিয়া, সেখানে নেতানিয়াহুর লক্ষ্য ইরান ও হিজবুল্লাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা। এই ভিন্ন লক্ষ্যের কারণেই দীর্ঘদিনের দুই 'বন্ধু'র মধ্যে তৈরি হয়েছে নজিরবিহীন ফাটল। গত সপ্তাহেই মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ইরানে হামলা চালানোয় নেতানিয়াহুর ওপর চরম ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

এদিকে অন্য একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ট্রাম্পের এই আকস্মিক মতবদলের নেপথ্যে রয়েছে পাকিস্তান, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির শীর্ষনেতাদের তিনটি ফোন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির সহ মধ্যপ্রাচ্যের নেতাদের আশ্বাসের ওপর ভরসা রেখেই ট্রাম্প শেষবেলায় হামলা থেকে পিছিয়ে আসেন। যদিও সমঝোতা এখনও চূড়ান্ত নয় জানিয়েছে তেহরান।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ২৬ সংখ্যা, শনিবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

শ্রমের সম্মান

পারিবারিক কাঠামোর অভ্যন্তরে যে শ্রম প্রতিদিন নিঃশব্দে নিবেদিত হয়, তার আর্থিক মূল্যায়ন সহজ নয়। বাজার অর্থনীতির পরিভাষায় যা 'অপ্রীতিকরভাবে অনুৎপাদক' বলে উপেক্ষিত, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় তা-ই আসলে সংসারের মূল চালিকাশক্তি। সম্প্রতি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত এই অলক্ষ্য শ্রমের অধিকার এবং মর্যাদাকে একধাক্কায় একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রগতিশীল ভাবনার স্তরে উন্নীত করেছে। সুপ্রিম কোর্টের মতে, একজন গৃহবধূর মাসিক কাজের আর্থিক মূল্য হওয়া উচিত অন্তত ৩০ হাজার টাকা। শীর্ষ আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে, বাড়ির চার দেওয়ালে বন্দি বধূরা, যাঁদের আধুনিক পরিভাষায় হোমমেকার বলা হয়, তাঁরা শুধুমাত্র সংসার সামলান না, তাঁরা পরোক্ষভাবে দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শীর্ষ আদালতের এটা শুধু নজিরবিহীন পর্যবেক্ষণ নয়, বরং যুগ যুগ ধরে চলে আসা ভারতের পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর ভিতে এক প্রবল ধাক্কা। আধুনিক রাষ্ট্রে জিডিপির হিসেবে শুধু কলকারখানার উৎপাদন, তথ্য ও প্রযুক্তির রপ্তানি কিংবা পরিষেবা ক্ষেত্রের আয়কে বড় করে দেখা হয়। এই উন্নয়নের আড়ালে পরিবারের যে অদৃশ্য হাতগুলি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিবারকে সচল রাখে, যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে পরিবারের অন্য সদস্যরা বাইরে গিয়ে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন, সেই গৃহিণীদের শ্রমকে হিসেবের বাইরে রেখে দেওয়া হয়।

সুপ্রিম কোর্ট গৃহিণীদের জন্য মাসে ৩০ হাজার টাকা বেতনের যে কথা বলেছে, তা করুণা বা দাক্ষিণ্য নয়, বরং নারীর অধিকারের স্বীকৃতি। দক্ষ পেশাদারের মতো গৃহিণীদের চব্বিশ ঘণ্টার পরিষেবার আর্থিক মূল্যায়ন করলে এই অঙ্কটি অস্বাভাবিক নয়।

২০০১ সালে এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক বধূর আইনি উত্তরাধিকারীদের বিমা বাবদ ২,৪২,০০০ টাকা দিতে বলেছিল মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেইমস ট্রাইবিউনাল। ২০২৪ সালে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে ৮.৪৩ লক্ষ টাকা করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট এবার তা একধাক্কায় বাড়িয়ে ৬২.৭৮ লক্ষ টাকা করে দিয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বধূর মৃত্যু হলে বিমা সংস্থা বা আদালত তাঁর ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নির্ধারণের সময় তাঁকে 'বেকার' বা 'আয়হীন' হিসেবে গণ্য করে। সুপ্রিম কোর্টের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সেই মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন আনবে। এখন থেকে আইনি পরিভাষায় গৃহিণীদের কাজকে আর 'মূল্যহীন' ভাবার অবকাশ থাকবে না। এটি মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথে বিরাট আইনি হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বধূ শব্দটির সঙ্গে একধরনের ত্যাগ ও মহত্ত্বের তকমা জুড়ে দেওয়া হয়। বলা হয়, সংসারের প্রতি ভালোবাসা থেকে তাঁরা এই কাজ করেন। কিন্তু এই ভাবাবেগের আড়ালে ঢেকে ফেলা হয় তাঁদের ওপর শোষণকে। ভালোবাসা কিংবা কর্তব্যবোধ কখনও বিনা পারিশ্রমিকে হাড়ভাঙা পরিশ্রমকে বৈধতা দিতে পারে না।

সুস্থ, সুশৃঙ্খল এবং মূল্যবোধসম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার নেপথ্যে সবচেয়ে বড় অবদান মায়ের তথা গৃহিণীর। বাইরে কর্মরত পুরুষ বা নারী যে মানসিক প্রশান্তি নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে অংশ নেন, সিংহভাগ ক্ষেত্রে তার পটভূমি তৈরি করে দেন গৃহিণীরা। ফলে পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তি টিকে রয়েছে গৃহশ্রমের ওপর ভর করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, গৃহিণীদের ৩০ হাজার টাকা দেবে কে? রাষ্ট্র নাকি পরিবারের উপার্জনকারী সদস্য? উন্নয়নশীল এই দেশে যেখানে কোটি কোটি পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে, সেখানে নগদ টাকার অঙ্কে এই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়তো রাষ্ট্র বা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে রাতারাতি সম্ভব নয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মূল নির্যাসটি আর্থিক লেনদেনের চেয়েও বেশি মর্যাদার এবং অধিকারের। আদালতের ভাষা এক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের ভাষা হয়ে উঠেছে।

সুপ্রিম কোর্টের দেখানো আলোকবর্তিকাটিকে এখন সমাজ এবং সরকারের বহন করা উচিত। রাষ্ট্রের উচিত এমন নীতি নির্ধারণ করা যাতে গৃহিণীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, তাঁদের বার্ধক্যকালীন পেনশন বা বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্পের ব্যবস্থা হয়। যতদিন না ঘরের ভিতরের শ্রমকে সম্মান জানানো হচ্ছে, ততদিন বাইরে নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে হাজার স্লোগান অর্থহীন হয়ে থাকবে।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

– শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

ফুটবলের রাজনীতি, রাজনীতির ফুটবল

তারকারা যখন গোলপোস্টের জাল কাঁপাতে ব্যস্ত, তখন ভিআইপি বক্সে ধুরন্ধর রাষ্ট্রপ্রধানরা কষছেন ক্ষমতার জটিলতম অঙ্ক।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফিফা শান্তি পুরস্কার দেওয়ার পর তাঁর সঙ্গে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো।

চিনে অলিম্পিক হওয়ার সময় কথাটা শুনেছিলাম। রাশিয়া, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ ফুটবল হওয়ার সময়ও। আমেরিকায় বিশ্বকাপের সময়ও ঘুরেফিরে আসছে ওই একটা শব্দ।

আজকাল আন্তর্জাতিক স্তরে ওই শব্দের খুব চল হয়েছে। 'স্পোর্টসওয়াশিং'। খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে, নিজের দেশের মানবাধিকারের কঙ্কালসার চেহারাটা ঢাকতে ফুটবলের একটা ঝকঝকে সিল্কের চাদর গায়ে চাপিয়ে দেওয়া। ধরা যাক, কোনও এক দেশে একনায়কতন্ত্র চলছে, মানুষের কথা বলার অধিকার নেই, প্রশাসন বিরোধীদের জেলে পুরছে। সেই দেশ হঠাৎ কোটি কোটি ডলার ঢেলে কোনও টুর্নামেন্ট আয়োজন করে ফেলল।

কথাটা কতটা সত্যি, এক ঝলকে বোঝার উপায় নেই। দেওয়া উচিতও নয়। কিন্তু মরক্কোর উদাহরণ দিতে পারি। সম্প্রতি আফ্রিকান ফুটবলে দুরন্ত হয়ে ওঠা সিংহ মরক্কোতে নানা আর্থিক ও সামাজিক দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিল জেন জেড। মরক্কোর সাফল্যে সব চাপা পড়ে গিয়েছে। ফুটবলটা দেখছে আবার রাজপরিবার। মরক্কো আবার পরের বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক।

আমাদের ক্রিকেট টিমের গেরুয়াকরণ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে ইদানীং। বিজেপি কীভাবে জাতীয় দল হাইজ্যাক করে নিয়েছে। সেটাও কি স্পোর্টসওয়াশিংয়ের মধ্যে পড়বে না? বহু ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার জন্য ক্রিকেট টিমকে ব্যবহার করা!

আপাতত চুলোয় যাক ক্রিকেট। ফুটবলের সময়। ফুটবলেই ফিরি।

হালফিলে পশ্চিম এশিয়ার কিছু দেশ বা দুনিয়ার নানা প্রান্তের একনায়করা এই খেলাটা খুব ভালো খেলছেন অন্যভাবে। বিশ্বের তাবড় ফুটবলারদের আকাশছোঁয়া টাকায় কিনে নিজেদের দেশে খেলানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য? যাতে বিশ্ববাসী তাদের দেশের অন্ধকার দিকগুলো ভুলে গিয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বা অন্য তারকাদের পায়ের জাদু দেখে ধন্য ধন্য করে। ফুটবল এখানে স্রেফ একটা ডিটারজেন্ট, যা দিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের ভাবমূর্তি ধুয়ে সাফ করা হয়। মারাদোনার 'হ্যান্ড অফ গড' নিয়ে যত চর্চাই হোক না কেন, রাজনীতিকদের এই 'হ্যান্ড অফ স্টেট' ফুটবলের চেয়ে অনেক বেশি নিখুঁত।

ফুটবল আর রাজনীতি এখন আলাদা থাকবে কী করে!

কিলিয়ান এমবাপে এবং মার্কাস থুরাম একবার প্রকাশ্যে জনগণকে বলেছিলেন, উগ্র দক্ষিণপন্থীদের দয়া করে ভোট দেবেন না।

ফ্রান্সের দুই সুপারস্টারের মতো সাহস সাম্প্রতিককালে আর কে কে দেখিয়েছেন, এটা বড় প্রশ্ন। ফুটবল তো বটেই, অন্য খেলাতেও তারকারা কখনও প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের জড়াননি। তবু ইদানীং ফুটবল ও রাজনীতি একাকার হয়ে যাচ্ছে বলে এঁদের নামটা আগে আসছে।

বিশ্বকাপ ফুটবল ঘিরে রাজনীতির অঙ্ক জটিল থেকে জটিলতর হতে চলেছে। আর এসব দেখেই মনে হচ্ছে, রাজনীতি কবে ছেড়ে যাবে ফুটবলকে? ফ্রান্স টিমটা কার্যত বোঝাই হয়ে গিয়েছে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের দিয়ে। তাঁরা অনেকেই রাজনীতির শিকার। কুণ্ঠা বোধ করেন না রাজনীতি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে।

আমাদের হাতের সামনে রয়েছেন অন্তত পাঁচ গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যাঁরা রাজনীতিতে এসেছিলেন কিছু করবেন বলে। লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এসি মিলানের প্রাক্তন তারকা, ব্যালন ডি'অর জয়ী জর্জ উইয়া। জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির প্রাক্তন মিখাইল কাভেলাশভিলি। জর্জিয়ার আর এক নামী ফুটবলার কাকা কালাদজে মেয়র হয়েছিলেন টিবিলিসি শহরের।

রোমারিও বা জিয়ানি রিভেরা সাংসদ হয়েছিলেন একবার। পেলে যেমন মন্ত্রী হয়েছিলেন। এঁরা তেমনভাবে দাগ কাটতে পারলেন কই?

ফিফা প্রেসিডেন্ট যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'ফুটবল বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করে' বলে হাততালি কুড়োন, তখন আড়ালে বসে কোনও ধুরন্ধর রাজনীতিক মুচকি হাসেন। তিনি জানেন, বাইশটা মানুষের একটা বলের পিছনে ছোটার মধ্যে যতটা না খেলা থাকে, তার চেয়ে ঢের বেশি থাকে ভোটের অঙ্ক, ক্ষমতার আস্ফালন আর জাতীয়তাবাদের সস্তা আফিম। ফুটবল আর রাজনীতি আসলে সেই যমজ ভাইয়ের মতো, যারা জনসমক্ষে একে অপরকে চেনে না বলে দাবি করে, অথচ রাতে একই থালায় ভাত খায়।

সম্প্রতি এমবাপের দেশের ক্লাব পিএসজি ইউরোপের সেরা ক্লাব হল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে জিতে। সেদিন প্যারিসে উল্লাসের নামে যে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে স্পষ্ট মিশে গিয়েছিল ফুটবল এবং রাজনীতি। ফুটবলের জয়োল্লাস রাজনীতিতে মিশে গিয়েছিল পুরোপুরি।

রাজনীতিকদের একটা মস্ত বড় গুণ, তাঁরা জনতার আবেগের গন্ধ শুঁকে ঠিক পৌঁছে যেতে পারেন। যেখানে লক্ষ মানুষ একসঙ্গে চিৎকার করছে, সেখানে ভোটব্যাংকের গন্ধ পাওয়া যাবে না, তা কি হয়? ফুটবল মাঠ হল সেই মোক্ষম জায়গা, যেখানে হাজার হাজার মানুষকে এক লহমায় 'আমরা' আর 'ওরা'— এই দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায়। রাজনীতি তো এই বিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে সম্প্রতি রাজনীতিকরা কী নোংরাভাবে নিজেদের জড়িয়েছেন, সবার জানা।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, ফুটবলের প্রেমে সবচেয়ে বেশি মজেছিলেন স্বৈরাচারী শাসকরা। ইতালির মুসোলিনি ১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপকে ব্যবহার করেছিলেন ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রচারের বিজ্ঞাপন হিসেবে। রেফারিরা জানতেন, ইতালির বিরুদ্ধে বাঁশি বাজালে মাঠ থেকে সোজা যমঘরে যাওয়ার টিকিট মিলতে পারে। আর্জেন্টিনার ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপের কথাই ধরা যাক। যখন মাঠে লুকে বা কেম্পেসরা গোল করছেন, স্টেডিয়াম থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তখন সামরিক জুন্টার টর্চার সেলে বন্দিদের চিৎকার ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল গ্যালারির উল্লাসে।

ফুটবল একনায়কদের জন্য এক দারুণ আফিম। যখন দেশের মানুষ মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব আর অনাহারে ভুগছে, তখন তাদের হাতে একটা ফুটবল আর টিভিতে একটা হাইভোল্টেজ ম্যাচ ধরিয়ে দিন। ৯০ মিনিটের জন্য তারা ভুলে যাবে যে কাল সকালে র‍্যাশন দোকানে লাইন দিতে হবে। গোলপোস্টের জাল কেঁপে উঠলেই মনে হবে, দেশ মস্ত বড় এক পরাশক্তি হয়ে গেছে!

ফুটবল ক্লাবের বিবর্তনও দেখার মতো। তারা এখন আর স্রেফ খেলার দল নয়, একেকটা আদর্শের ধারক। স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনার লড়াইটা কি শুধুই এল ক্লাসিকো? মোটেও নয়। ওটা আসলে মাদ্রিদের কেন্দ্রীয় শাসকদল বনাম কাতালুনিয়ার স্বাধিকার আন্দোলনের লড়াই। বার্সেলোনার ন্যু ক্যাম্প স্টেডিয়ামে যখন হাজার হাজার মানুষ কাতালান পতাকা ওড়ান, তখন সেটা আর ফুটবল থাকে না, ওটা হয়ে ওঠে স্বাধীনতার ইস্তাহার।

আমাদের ঘরের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল লড়াইয়ের পিছনেও তো জড়িয়ে রয়েছে দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা আর সামাজিক পরিচিতির রাজনীতি। বাঙাল-ঘটির লড়াইয়ের অন্তরালে যে দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে, তা আজকের কর্পোরেট স্পনসরশিপ দিয়ে ঢাকা যাবে না। কোন দল জিতলে কোন পাড়ায় উল্লাস হবে, তা দিয়ে একসময় কলকাতার ভোটব্যাংকের হাওয়া বোঝা যেত।

খেলোয়াড়রা ভাবেন তাঁরা স্বাধীন, তাঁরা দেশের জন্য খেলছেন। আসলে তাঁরাও এই বিশাল রাজনৈতিক দাবার এক-একটি ঘুঁটি। যখন কোনও ফুটবলার বর্ণবাদের বিরুদ্ধে হাঁটু গেড়ে বসেন, তখন তা যেমন প্রতিবাদের ভাষা, তেমনই আবার অন্য পক্ষের কাছে তা রাজনৈতিক উসকানি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে যখন ইজরায়েল বা ইরানের মতো দেশগুলোর ম্যাচ থাকে, তখন মাঠের চেয়ে বেশি উত্তেজনা থাকে কূটনীতির টেবিলে। কে কার সঙ্গে করমর্দন করল, কে কার জাতীয় সংগীতের সময় মুখ ঘুরিয়ে রাখল— তা নিয়ে কাটাছেঁড়া করেন বিশ্বের তাবড় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

ফুটবলারদের পায়ে যখন কোটি কোটি টাকার চুক্তি থাকে, তখন তাঁদের পিঠের চামড়াটাও আসলে বিজ্ঞাপনী এবং রাজনৈতিক পোস্টার হয়ে যায়। তাঁরা চাইলেও আর স্রেফ 'খেলোয়াড়' থাকতে পারেন না। তাঁদের প্রতিটা মন্তব্য, প্রতিটা টুইট রাজনৈতিক দাঁড়িপাল্লায় মাপা হয়।

রেফারি ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজালেই খেলা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু রাজনীতির খেলাটা চলতেই থাকে। ফুটবল যদি হয় আমজনতার আবেগ, তবে রাজনীতি হল সেই আবেগের রিমোট কন্ট্রোল।

বিশ্বকাপের চিরপরিচিত সোনালি ট্রফিটা যখন কোনও দেশের অধিনায়ক উঁচিয়ে ধরেন, তখন তাঁর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে হাসেন সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। সেই হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে আগামী নির্বাচনের জয়ের ব্লু-প্রিন্ট। অতএব, গ্যালারিতে বসে যখন পরেরবার প্রিয় দলের জন্য গলা ফাটাবেন, তখন মনে রাখবেন— আপনি স্রেফ একটা ফুটবল ম্যাচ দেখছেন না, আপনি আসলে না জেনেই কোনও এক রাজনৈতিক মহানাটকের অবৈতনিক অতিরিক্ত শিল্পী হিসেবে অভিনয় করে চলেছেন। খেলাটা তো স্রেফ বাহানা, আসল লক্ষ্য তো ক্ষমতা!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৯৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন তিরন্দাজ দীপিকা কুমারী।

১৯৯২

অভিনেত্রী দিশা পাটানির জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমরা প্রকৃত তৃণমূল হিসেবে নিজেদের দাবি করবো। পার্টির লোগো, ফান্ডের বিষয়টি ধাপে ধাপে জানতে পারবেন। সেই প্রক্রিয়া চলছে। আগে সংসদের কাজটা শেষ হোক। ২০২১-এ বিধানসভা ভোটের আগেই বলেছিলাম, দল সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। একুশেই সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কোচবিহারে আমি ও পরেশ অধিকারী ছাড়া কেউ জেতেনি। আমাদের ক্ষোভটা একদিনের নয়।

– **জগদীশ রায় বসুনিয়া**

ভাইরাল/১

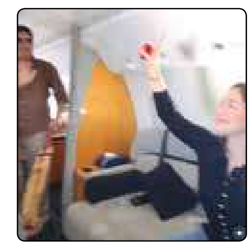

মেয়ে সারার সঙ্গে বিমানে ক্রিকেট খেলছেন শচীন তেন্ডুলকার। মাটি থেকে ৩৫,০০০ ফুট ওপরে মাস্টার ব্লাস্টার তাঁর চেনা ছন্দে ব্যাটিংয়ের কিছু ঝলক দেখাচ্ছেন। বাবার ক্যাচ লুফে আনন্দ করছেন সারা। ভিডিওটি ভক্তদের মন কেড়েছে।

ভাইরাল/২

অবসাদগ্রস্ত এক ব্যক্তি ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলেন। খবর পেয়ে সুরাটের পুলিশ সেখানে পৌঁছোয়। ঝুঁকি নিয়ে একজন কনস্টেবল সাততলার ওই ফ্ল্যাটের গ্রিল দিয়ে ভিতরে ঢোকেন। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান অবসাদগ্রস্তকে।

জনমন
জনমত

উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্র চায় বারবিশা

দীর্ঘ ১৫ বছর পর রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে রাজ্যে। প্রথমবারের মতো ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠন করেছে। তাই এই সরকারের ওপর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার পারদ যে আকাশছোঁয়া তা বলাই বাহুল্য। বাংলার আপামর সাধারণ মানুষের মতো কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা হিসেবে বারবিশা তথা কুমারগ্রামকে কেন্দ্র করে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। ঘটনাচক্রে কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ রাজ্য মন্ত্রীসভায় একজন পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন, যা কুমারগ্রামবাসীর কাছে গর্বের।

বারবিশাবাসীর তরফে মন্ত্রীর কাছে কিছু প্রস্তাব রয়েছে– বারবিশার কুমারগ্রাম রোডের লালস্কুল এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পরিকাঠামোগত উন্নতি করে দিনরাত পরিষেবার জন্য অন্তত দুজন স্থায়ী চিকিৎসক সহ ১০ শয্যাবিশিষ্ট করা। বারবিশায় প্রস্তাবিত কলেজ (রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়) স্থাপন করা। প্রস্তাবিত থানার কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া এবং বারবিশা পুলিশ ফাঁড়িকে থানায় উন্নীত করা। জোড়াই ও কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে আরও কিছু নতুন ট্রেনের স্টপ করা। কুমারগ্রাম, সংকোশ, রামপুর থেকে বারবিশা হয়ে সরকারি বাসের সংখ্যা বাড়ানো। বারবিশার বিভিন্ন রাস্তার সংস্কার করা ও নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও মোড়গুলো সিসিটিভির নজরদারিতে আনা। বারবিশাতেও 'মা আহার' চালু করা। এছাড়া একটি শিশু উদ্যান ও ইন্ডোর স্টেডিয়াম, আধুনিক মানের অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন।

পাশাপাশি আসাম রোডের বাজার সংলগ্ন এলাকায় সার্ভিস রোডের ওপর প্রতিনিয়ত বাজারের বিভিন্নরকম আবর্জনা ফেলা হয়। এর ফলে এলাকায় দুর্গন্ধ ও দূষণ ছড়াচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা উচিত। সেইসঙ্গে কুমারগ্রামের নদী, পাহাড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে পর্যটনের প্রসার ঘটানো যেতে পারে। পার্শ্ববর্তী তুফানগঞ্জের বিধায়কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জালধোয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণ ও জোড়াই রেলগেটের ওপর ওভারব্রিজ নির্মাণের দাবি রইল।

বিকাশ সাহা
বটতলা, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

যন্ত্রের তৃষ্ণা বনাম মানুষের অস্তিত্ব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই বিপুল প্রসারে বিশ্বজুড়ে নিঃশব্দে ঘনীভূত হচ্ছে এক তীব্র জলসংকট।

মলয় চক্রবর্তী

একটি মনোহর ছবি আঁকা, ভাঙা মন জুড়তে চিঠির খসড়া কিংবা গভীর রাতে একাকী বসে দর্শন চর্চা— হাতের আঙুলের মৃদু স্পর্শে স্ক্রিনে ভেসে উঠছে যাবতীয় উত্তর। বর্তমান প্রজন্মের কাছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই যেন এক আধুনিক আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। কিন্তু এই চোখধাঁধানো জাদুর অন্তরালে যে এক অন্ধকার, শুষ্ক মরুভূমি লুকিয়ে রয়েছে, তা সাধারণের কল্পনাতীত। চ্যাটজিপিটি, জেমিনি বা ক্লডের মতো চ্যাটবটকে ছুড়ে দেওয়া আমাদের মাত্র ২০ থেকে ৫০টি সাধারণ প্রশ্ন নিঃশব্দে গিলে খাচ্ছে প্রায় আধ লিটার পরিস্রুত জল। বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন কোটি কোটি প্রম্পটের এই নিত্যদিনের খেলা আসলে আমাদের এক ভয়াবহ জলসংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রযুক্তির এই বিপুল মগজকে সচল ও সক্রিয় রাখতে দিনরাত অবিরাম কাজ করে চলেছে দানবীয় সব ডেটা সেন্টার। তথ্যের এই সুবিশাল মহাসমুদ্রকে অনবরত প্রক্রিয়াকরণ করতে গিয়ে এই সার্ভারগুলি থেকে প্রতিনিয়ত নির্গত হয় প্রচণ্ড উত্তাপ। আর সেই তপ্ত যন্ত্রমগজকে ঠান্ডা রাখতে প্রয়োজন হয় কোটি কোটি গ্যালন পরিস্রুত ভূগর্ভস্থ জল। তথ্যের নিত্যনতুন ভারে যখন আধুনিক মানবসভ্যতা ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে, ঠিক তখনই অত্যন্ত গোপনে শুকিয়ে যাচ্ছে আমাদের পৃথিবীর অমূল্য জীবনদায়ী জলস্তর।

এমনিতেই বিশ্ব উষ্ণায়ন, খরা আর অনিয়মিত বর্ষার জোড়া ফলায় আজ পৃথিবীর প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এক ফোঁটা পরিস্রুত পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছেন। মেক্সিকো থেকে শুরু করে খোদ ভারতের বেঙ্গালুরু, চেন্নাই কিংবা দিল্লির রাজপথে গ্রীষ্মের চড়া রোদে জলের ট্যাংকারের পেছনে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ লাইন এখন চেনা ছবি। নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এ দেশের প্রায় ৬০ কোটি মানুষ চরম জলসংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ডেটা সেন্টার গড়ার হিড়িক যেন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে। চিলি থেকে শুরু করে আমেরিকার অ্যারিজোনা— সর্বত্রই আজ 'যন্ত্রের তৃষ্ণা' বনাম 'মানুষের বাঁচার লড়াই' তীব্র হয়ে উঠছে এবং জন্ম দিচ্ছে গণক্ষোভের।

এআই।

প্রযুক্তি সংস্থাগুলি অবশ্য এই সংকটের বিপরীতে পালটা যুক্তি খাড়া করছে। তারা দেখাচ্ছে যে কীভাবে কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে নিখুঁত সেচ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব অথবা পাইপলাইনের গোপন ফাটল খুঁজে বার করে জল অপচয় রোধ করা যায়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ যেন আসলে 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি'। সামান্য কিছু জল বাঁচাতে গিয়ে নেপথ্যে যে বিপুল পরিমাণ জল উবে যাচ্ছে, তার হিসাব মেলাবে কে? আসল গলদটি লুকিয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে কোনও সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ বা কঠোর আইনের অনুপস্থিতিতে। বাজারে কে কার চেয়ে বেশি শক্তিশালী এআই আনতে পারে— সেই অন্ধ ইঁদুর দৌড়ে টেক-দানবদের বিপুল মুনাফার কাছে প্রকৃতির মৌলিক প্রশ্নটাই আজ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে।

একবিংশ শতাব্দী আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে শিখিয়েছে 'টাইম ইজ মানি'। কিন্তু জল ছাড়া যে সেই সময় কিংবা অর্থ— কোনওটারই যে কোনও অস্তিত্ব থাকবে না, তা আমরা অবলীলায় ভুলে যাচ্ছি। একসময় স্কুলের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অবধারিত একটি প্রশ্ন থাকত, 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ?' আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই পুরোনো প্রশ্নকেই একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ দিয়ে আমাদের দরজায় দাঁড় করিয়েছে। তবে অগ্রগতির এই চাকা তো আর উলটোদিকে ঘোরানো সম্ভব নয়। তাই বিতর্ক সরিয়ে রেখে বিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারকদের অবিলম্বে ভাবতে হবে কীভাবে ন্যূনতম জল ব্যবহার করে এই প্রযুক্তিকে প্রকৃত অর্থেই পরিবেশবান্ধব করে তোলা যায়। যন্ত্রের উদরপূর্তি করতে গিয়ে যেন মানুষের শেষ আশ্রয় এই 'নীল গ্রহ' চিরতরে ফ্যাকাশে না হয়ে যায়; কারণ শিয়রে কিন্তু অশনিসংকেত!

(লেখক প্রাবন্ধিক। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৭০

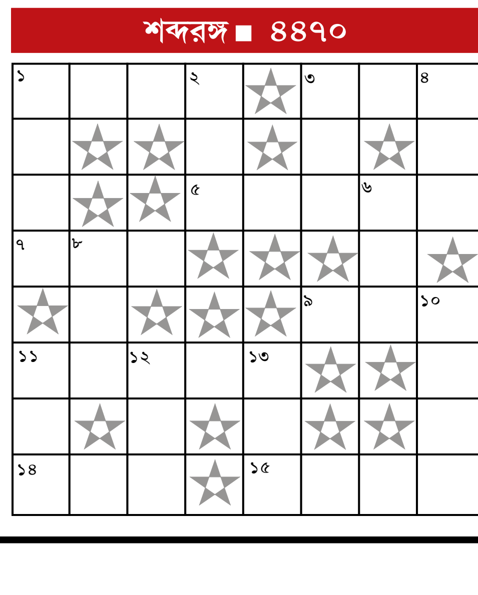

পাশাপাশি : ১। দুনিয়াদারিতে খুব একটা পাকা নন ৩। সুরধর্মী গীতিময় কবিতা ৫। লঙ্কার যুদ্ধে যে কিশোরকে রাম হত্যা করেছিলেন ৭। বাঘা ওলের সঙ্গী তেঁতুল ৯। সরকারি অফিসার ১১। দেবতার নাম গান ১৪। যিনি কোনও কিছু দান করেন ১৫। যে কল চাপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। হাসির উৎস ২। নিষেধ করা হয়েছে এমন ৩। দেবী ভগবতী বা সরস্বতী ৪। অতিক্রম করা ৬। ডান হাত কপালে তুলে অভিবাদন ৮। হিন্দুস্তানী সংগীতের একটি রাগ ১০। লাঠি চালাতে পারদর্শী ব্যক্তি ১১। এক ধরনের ফল ১২। মহাভারতে বিরাট রাজার শ্যালক ১৩। হুঁকোর দণ্ড।

সমাধান ■ ৪৪৬৯

পাশাপাশি : ১। হাজাম ৩। বৃতি ৫। জম্বু ৬। মক্ষিকা ৮। বিব্রত ১০। বাদাম ১২। ইমাম ১৪। রঘু ১৫। বক ১৬। ঘুঙুর।

উপর-নীচ : ১। হামুরাবি ২। মজবুত ৪। তিরিক্ষি ৭। কালা ৯। লাই ১০। বাস্তুঘুঘু ১১। মধুকর ১৩। মাধব।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মেলবন্ধনের ৪১

সম্প্রতি মালদা টাউন হলে মালদহ সাহিত্য পরিষদের ৪১তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সাড়ম্বরে উদযাপিত হল। অনুষ্ঠানে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের প্রপৌত্রী দেবকন্যা সেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক গোপাল লাহার হাতে 'পল্লীকবি জসীমউদ্দিন সুবর্ণ সম্মাননা-২০২৬' তুলে দেন। এছাড়া 'দীনেশচন্দ্র সেন বিশেষ সম্মাননা' অর্পণ করা হয় বঙ্গরত্ন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, শিক্ষিকা মিনতি দত্ত মিশ্র ও গোপাল লাহার হাতে। সংবর্ধিত হন গ্রন্থাগারিক সুবীরকুমার সাহা ও নৃত্যশিল্পী শুচিমিতা সাহা। নাচ, গান, কবিতা ও মনোজ্ঞ আলোচনায় সমৃদ্ধ এই নন্দনসন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গরত্ন ডাঃ ডি সরকার, পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী এবং নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আজীবন সদস্য-সদস্যারা।

–সৌকর্য সোম

বইটই

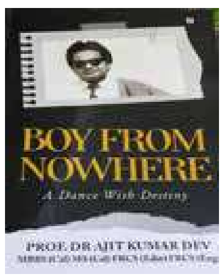

পেশার আড়ালে

কম বয়সে দেখতে ছিলেন ঠিক যেন 'মহানায়ক'। ভুল করে অনেকে তাঁকে উত্তমকুমার ঠাউরে বসতেন। অভিনয়ের জন্য টলিউড থেকে তাঁর কাছে প্রস্তাবও গিয়েছে। তাঁকে নিয়ে অনেকেরই বেশ কৌতূহল। নিজের অনেক অজানা বিষয়কে সবার সামনে তুলে ধরতে ডাঃ অজিতকুমার দেব এবারে কলম ধরেছেন। লিখেছেন **বয় ফ্রম নোহয়্যার : এ ডান্স উইথ ডেস্টিনি**। অসমের প্রত্যন্ত নয়াগ্রামে জন্ম। সেখান থেকে কলকাতা, লন্ডন...ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার ক্রমেই পূর্ণ হয়েছে। দেশের টান সমানে টানত। উপেক্ষা না করতে পেরে ফিরেছেন। এখন শিলিগুড়িতে ঠাঁই। ইংরেজিতে লেখা এবই কেবল ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ নয়, মজাদার বহু ঘটনার সাক্ষী।

সূর্যাপুরীর জন্য

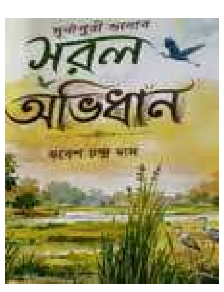

সূর্যাপুরী ভাষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন ইসলামপুর নিবাসী ভবেশচন্দ্র দাস। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। এবারে লিখলেন **সূর্যাপুরী ভাষার সরল অভিধান**। এই ভাষার কোনও লিপি আছে কি না তা তাঁর জানা নেই বলে লেখকের স্বীকারোক্তি। তবে কয়েকশো বছর ধরে এই ভাষা কোচবিহার থেকে মালদা, বিহারের কিছু অংশের পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্তের কিছু অংশে বাসিন্দারা ব্যবহার করে আসছেন। অনেকে একে কামতাপুরি ভাষা বলে মনে করলেও তা ঠিক নয় বলে লেখক জানাচ্ছেন। ভাষাটির স্থায়ীকরণের লক্ষ্যেই তিনি একে নিয়ে একটি অভিধান লেখার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। বাংলায় 'ধারালো' সূর্যাপুরীতে 'চখ'। এরকম বহু উদাহরণ বইটির পাতায় পাতায়।

কবিতায় বৃষ্টি

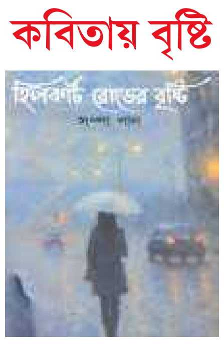

শিলিগুড়ির অন্যতম পরিচয় হিলকার্ট রোডকে কেন্দ্র করে আবর্তিত কবি সম্পা পালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **হিলকার্ট রোডের বৃষ্টি**। একটি চিরচেনা পথ কীভাবে নাগরিক বিবর্তন, জন্মমৃত্যুর খতিয়ান, ভাঙাগড়ার আর্তনাদ কিংবা এক ছাতার তলায় লালিত প্রেম, প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার জীবন্ত সাক্ষী হয়ে ওঠে— তারই এক নিপুণ কোলাজ এই বই। মানুষের নিবিড় জীবনযন্ত্রণা ও আগামীর আশাবাদী সম্ভাবনার এক সাহিত্যিক মেলবন্ধন ঘটেছে এখানে। ৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলায় চণ্ডাল পাবলিকেশন প্রকাশিত এই সংকলনটি শিলিগুড়ির চেনা মরশুমকে এক নতুন আবেগে মেলে ধরে।

অনন্য পরম্পরা

অনবদ্য।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'গুরু শিষ্য পরম্পরা' অনুষ্ঠানে।*

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সৃষ্টি মিউজিক অ্যাকাডেমি এবং উত্তরকণ্ঠের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন— 'গুরু শিষ্য পরম্পরা'। দুই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, যথাক্রমে মৌসুমি দাশগুপ্ত ও তাঁর কন্যা রিনিক্তা দাশগুপ্তের আন্তরিক পরিচালনায় কানায় কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সাড়ে চার ঘণ্টার এই টানটান অনুষ্ঠান শ্রোতাদের সুরের সাগরে ভাসিয়ে রেখেছিল।

পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী রচিত 'গঙ্গা প্রণাম' দিয়ে সূচনা করে সৃষ্টির ৪০ জন ছাত্রছাত্রী। এরপর মুক্তি চন্দ, বিদ্যাবতী আগরওয়াল, অত্যুহা বাগচী, পলক চক্রবর্তী, অর্চিতা সেন, চৈতালি গুহ ও মালা দাসের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলনের পর উপাসনা বিষ্ণুর মন্ত্রোচ্চারণ এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। উত্তরকণ্ঠের শিশুশিল্পীরা রিনিক্তার পরিচালনায় 'মা, প্রণমি তোমায়' বিষয়ে আবৃত্তি করে। সৃষ্টির খুদে শিল্পীরা শোনায় দশটি ঠাটের গান। একক পরিবেশনায় পাপিয়া পালের কণ্ঠে নজরুলের 'যদি আর বাঁশি না বাজে' এবং তনিমা মুখোপাধ্যায় গোস্বামীর ভৈরবী ঠুংরি শ্রোতাদের আন্দোলিত করে। রিনিক্তা দাশগুপ্তের আবৃত্তির সঙ্গে আবহ প্রক্ষেপণ করেন কলকাতা থেকে আগত শুভ্র সেনগুপ্ত। এরপর অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাগ বাগেশ্রী ও রাগাশ্রয়ী গান পরিবেশন করেন।

পরম্পরা মেনে রিনিক্তা বরণ করে নেন তাঁর প্রথম গুরু অমিতাভ ঘোষকে, যাঁর বাচিক উপস্থাপনা ছিল চমৎকার। রিনিক্তার পরিচালনায় উত্তরকণ্ঠের ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করে তথ্যমূলক নাটক 'রুমি অ্যান্ড দ্য গুরুজ'। অংশুমান পালের ভাষ্য, সৌভিক সান্যালের সংগীত ও বিমান দাশগুপ্তের আলোক প্রক্ষেপণ এতে অন্য মাত্রা যোগ করে। এরপর মৌসুমি দাশগুপ্তের সুযোগ্য শিষ্য, দিল্লিপ্রবাসী অরুল শেঠ রাগ দুর্গার মধ্য ও দ্রুতলয়ে গান গেয়ে শোনান। কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী স্মরণে সৃষ্টির কিশোর-কিশোরীরা হামীর রাগে সমবেত নজরুলগীতি, তারানা এবং বিলাবল ঠাটে সরগম পরিবেশন করে, যার ভাবনায় ছিলেন মৌসুমি দাশগুপ্ত। রিনিক্তার বর্তমান গুরু কলকাতার শান্তনু তালুকদারের ভাবগম্ভীর বাচিকশিল্প এবং শুভ্র সেনগুপ্তের আবহ সঞ্চালন প্রেক্ষাগৃহকে মুগ্ধ করে। সৃষ্টির শিক্ষার্থীদের গুরুপ্রণাম পর্বে মৌসুমি দাশগুপ্ত ভাবাপ্লুত হয়ে পড়েন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি একসূত্রে বেঁধেছিলেন সঞ্চালক অংশুমান পাল ও জুঁই ভট্টাচার্য। সুদীপ চক্রবর্তী, দীপঙ্কর রায়, অনির্বাণ দাস, সুদীপ ঘটক, অঙ্কুশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুজয় অধিকারীর মতো দক্ষ যন্ত্রশিল্পীদের সহযোগিতা এবং দীনবন্ধু মঞ্চের সদস্য, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক প্রয়াসে শিলিগুড়িবাসী দীর্ঘকাল মনে রাখার মতো একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার পেল।

–অনিন্দ্য পাল

গল্পের আসর

'গল্প নিয়ে আড্ডা' ও 'তিস্তাগুড়ি' পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে গত ৬ জুন জলপাইগুড়ির একটি ক্যাফেতে অনুষ্ঠিত হল এক অভিনব গল্প পাঠের আসর। গল্পকারের উপস্থিতিতে বাচিক শিল্পীর পাঠ ও সমালোচকের ব্যবচ্ছেদ সংবলিত এমন আয়োজন এই প্রথম বলে জানান উপস্থিতরা। আসরে ৭ জন করে গল্পকার, বাচিকশিল্পী ও সমালোচক অংশ নেন। পাঠ ও আলোচনায় ছিলেন যথাক্রমে : মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের 'ক্যাটরিওনা'য় অমিতাভ গোস্বামী ও শঙ্খ মিত্র; অনিন্দিতা গুপ্ত রায়ের 'ছায়াছবি'তে নিবেদিতা চট্টরাজ ও প্রশান্ত নাথ চৌধুরী; দেবপ্রিয়া সরকারের 'আলতাবউ'য়ে দৃশিতা চক্রবর্তী ও মৌমিতা আলম; সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তীর 'জানালার খাঁচা'য় অন্তর্লীনা মুখোপাধ্যায় ও কোয়েলা গাঙ্গুলী; শাঁওলি দে'র 'ছুকরি'তে রনিতা মুখোপাধ্যায় ও তপতী বাগচী; সৃজিতা চক্রবর্তীর 'হ্যালুসিনেশন'-এ রিতা সরকার ও জয়শীলা গুহ বাগচী এবং সুপর্ণা সরকারের 'চক্র' গল্পে কঙ্কনা নদী ও গৌতম গুহ রায়। উপস্থিত ছিলেন তমোজিৎ রায়, রূপন সরকার, অনুভব দে ও শাশ্বত ভট্টাচার্য।

–অনসূয়া চৌধুরী

বর্ণিল অনুষ্ঠান

চন্দননগর চ্যারিটেবল বুক ব্যাংকের নিজস্ব পাঠভবনে এক হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। উদ্বোধনী সংগীতে ছিলেন আলপনা নন্দী। বাচিকশিল্পী হৈমন্তী দাসের পাশাপাশি একক আবৃত্তিতে ছিলেন অস্মিতা মুখোপাধ্যায়, সমৃদ্ধা দে; রবীন্দ্রসংগীতে স্রোতস্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল, উৎপল ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ গায়েন ও 'ছন্দম'-'অনুরণন' শিক্ষাকেন্দ্রের সদস্যরা। তবলায় তপন মণ্ডল, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়; যন্ত্রে ঋষভ দাস, আশিস বাসফোর এবং নৃত্যে ছিলেন পিঙ্কি দে ও শ্রেষ্ঠা বণিক। সঞ্চালনায় ছিলেন অন্বয় মুখোপাধ্যায়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

সুরের সন্ধান

শিলিগুড়ির স্বরলিপি সংগীত বিদ্যালয়ের আয়োজনে সম্প্রতি জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবনে অনুষ্ঠিত হল দু'দিনব্যাপী পঞ্চকবির গানের কর্মশালা। দূরদর্শন ও আকাশবাণীর বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী তথা স্বরলিপির কর্ণধার দেবিকা গুহ এখানে প্রায় পঁচিশজন শিক্ষার্থীকে রবীন্দ্র, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদী ও রজনীকান্তের গান শেখান। হারিয়ে যেতে বসা সুরের চর্চা ফিরিয়ে আনতেই এই বিশেষ আয়োজন বলে দেবিকা জানান।

–অনসূয়া চৌধুরী

কবি স্মরণ।। *গাজোলে নির্মল যোগ সংঘের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

মনীষী বন্দনা

মালদার বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলের মঞ্চে সম্প্রতি 'প্রিয়জনেষু' সংস্থার উদ্যোগে উদযাপিত হল ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ত্রয়ীর বর্ণময় স্মরণানুষ্ঠান। অতিথিবরণ, প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর, সদ্য প্রয়াত সংগীতশিল্পী তাপস মজুমদারের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। রূপালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়শ্রী ঝার উদ্বোধনী রবীন্দ্রসংগীতের পর স্বাগত ভাষণে তিন মনীষীর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন সম্পাদক পার্থসারথি ঝা। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে গৌড় মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ সুস্মিতা সোম, অধ্যাপক ডঃ ঋষি ঘোষ ও জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি রণজিৎ চক্রবর্তী মনীষীদের জীবনদর্শন নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা করেন। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সভাপতি সোমশংকর সিংহের কন্যা মণিরূপা সিংহ। মঞ্চে গোপাল লাহা, দীপ্তিরানি সাহা ও দীপ্তি অধিকারী

সম্পাদিত বিশেষ বুলেটিনের পঞ্চম সংখ্যাটি উন্মোচন করেন অতিথিরা।

সাংস্কৃতিক পর্বে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গোপাল লাহা, দীপ্তিরানি সাহা ও মাহবুবা চৌধুরী; যিনি বাংলাদেশে নজরুলকে দেওয়া সংবর্ধনা সভার ভাষণটিও পাঠ করেন। আবৃত্তি করেন সুশান্ত সাহা, জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় ঝা এবং কবি নওশাদ আলি; যিনি নজরুলের গান প্রসঙ্গে বক্তব্যও রাখেন। মণিশংকর সান্যালের একক কণ্ঠ ও তাঁর দল 'গানের আসর'-এর সমবেত পরিবেশনায় 'ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা' ও 'তোমার খোলা হাওয়ায়' রবীন্দ্রসংগীত দুটি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। মধুমিতা কর্মকারের নজরুলগীতি এবং শিশুশিল্পী আকাঙ্ক্ষা মল্লিকের রবীন্দ্রনৃত্য ছিল অনবদ্য। পল্লব চৌধুরীর রম্যরচনা দর্শকদের আনন্দ দেয়। বর্তমান সময়ে ত্রয়ীর ভাবনার চর্চার আহ্বান জানিয়ে সমাপনী ভাষণ দেন সভাপতি সব্যসাচী মজুমদার। বিভাস দাস ও ডঃ গৌরাঙ্গদেব বর্মার যৌথ সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

স্মরণ সন্ধ্যা

কোচবিহারের 'ইন্দ্রায়ুধ'-এর উদ্যোগে সম্প্রতি উদযাপিত হল বর্ষবরণ ও সফদার হাসমি স্মরণ অনুষ্ঠান। নাটক, মূকাভিনয়, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তির এই মেলবন্ধনে সফদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অনুপ মজুমদার। সপ্রতিভ চক্রবর্তী, সোমা দাস, প্রজ্ঞামিতা গোস্বামী, অর্জয়িতা ঘোষ ও অমিত ঘোষের একক এবং প্রজ্ঞামিতা, মধুমিতা, সোমা, রিঙ্কু হোড়, সন্দীপা ঈশোর ও সপ্রতিভের সমবেত সংগীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তবলা সংগতে ছিলেন দেবাশিস চক্রবর্তী। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সংকলিতা সান্যাল, অজিত দত্ত ও মন্দিরা ঘোষ।

প্রবীরকুমার পণ্ডিত ও দিকজয় ভৌমিকের মূকাভিনয় এবং সমীর দাশগুপ্তের রচনা ও অমিত ঘোষের নির্দেশনায় নাটক 'একটি কুকুরের শ্রেণিচরিত্র' ছিল প্রশংসনীয়। অনুপ মজুমদারের সঞ্চালনায় সমগ্র আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

মঞ্চের আলো

ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের সহযোগিতায় কিছুদিন আগে সুরুচি কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় 'কোচবিহার ছায়ানীড় নাটক ও মূকাভিনয় উৎসব-২০২৫'। স্নেহাশিস চৌধুরী, বিদ্যুৎ পাল, নির্মলকুমার দে ও জয়া দেবের প্রদীপ প্রজ্বলনের পর স্বাগত জানান সম্পাদক স্বাগত পাল। এরপর ছায়ানীড় পরিবেশন করে বিনয় হালদারের 'আবার গল্প হলেও সত্যি' এবং সুভাষ কর্মকারের নতুন নাটক 'ভাইরাল ভাইরাস'— দুটিরই নির্দেশক স্বাগত পাল। নিরঞ্জন মুখার্জির সংগীতের পর বিদ্যুৎ পালের নির্দেশনায় কোচবিহার বর্ণনা মঞ্চস্থ করে কনক দত্তের 'ঋণ শোধ'। নিরূপ মিত্রের রচনা ও নির্মলকুমার দে'র নির্দেশনায় সংশপ্তকের শ্রুতি নাটক 'কনসালটেন্ট ভিখিরি' এবং স্বাগত পালের নির্দেশনায় ছায়ানীড়ের মূকাভিনয় 'মাতাল' ও 'একতা' উৎসবকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

৫ম বর্ষপূর্তি

কোচবিহারের সুরুচি কলাকেন্দ্রের নিজস্ব মঞ্চে তাদের পঞ্চম বর্ষপূর্তি উদযাপিত হল। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক অদিতি দেব ও ছাত্রীদের ওডিসি নৃত্যশৈলী দর্শকদের মন জয় করে। সোমা চক্রবর্তী রায় ও জহর দেবের শ্রুতি নাটক পরিবেশনায় তৈরি হয় নতুন বৈচিত্র্য। প্রথা মেনে কোচবিহারের বিশিষ্ট গুণীজনদের সম্মানিত করে আয়োজক সংস্থা।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

স্বপ্নমায়ার মিলনমেলা

আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া উদ্বোধনী সংগীতের এমনিতেই গুরুত্ব কম। তার ওপর সেই গান শিশুশিল্পীর গাওয়া হলে তো কথাই নেই। সেই গানে কে আর অত মনোযোগ দেয়। ফলে একটি লাইন গুণীজনের কানে গেল, 'তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান...।' কিন্তু শিশুশিল্পী রাজভির পালের সেই গানের মর্মবাণী গুঞ্জরিত হল শিলিগুড়ির সিধো কানহো সরণির অরবিন্দ ঘোষ সভাকক্ষে। 'মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও...হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।' শিশুর সারল্যে শান্ত স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর মানবিক সমস্ত আবেগ প্রকাশ পাচ্ছিল ভৈরবী রাগের এই আবেদনে। আন্তর্জাতিক স্বপ্নমায়া হিংলা সাহিত্যচর্চা পরিবারের আয়োজনে ক'দিন আগে সাহিত্যসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এই আসর হয়ে গেল।

এই আসরে সংস্থার পঞ্চম বর্ষ বৈশাখী কবিতা সংকলন 'সনেট' ও গল্প সংকলন 'স্বপ্নের অন্তরালে'-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসক তাপস ভট্টাচার্য, সমাজসেবী অলক চক্রবর্তী, কবি গৌরী চৌধুরী, কবি ডঃ দীপ্তি মুখোপাধ্যায়, মিনতি দেব, কৃষ্ণেন্দু সেন ও অসমের কবি রেণু দাস।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আয়োজক সংস্থার সম্পাদক স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণ দেন। সাহিত্যসভায় প্রায় ৫৫ জন কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বাচিকশিল্পী শিপ্রা পাল ও শম্পা পাল আবৃত্তি পরিবেশন করেন। ব্রহ্ম সংগীত পরিবেশন করেন শ্রাবণী মিত্র মণ্ডল। অন্য সংগীতশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দেবরাজ পাল ও শম্পা পাল। অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিল্পী পান্না দাসের নৃত্যের যুগলবন্দি ছিল অসাধারণ উপস্থাপনা।

সাহিত্যসভায় উপস্থিত ছিলেন সুজিত গুহ, গৌরী চৌধুরী, রিঙ্কু ঘোষ, বিভাকর দাশগুপ্ত, কিরণ মজুমদার, সুনন্দা ভাদুড়ি, রুবি মজুমদার, মলয় সরকার, রামকৃষ্ণ পাল, সোমা ভট্টাচার্য, শাহানাজ বানু, মুসলিমা বেগম সহ আরও অনেকে। ছিলেন সংস্থার পক্ষে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই পদাধিকারী পূর্ণেন্দু পন্ডা ও রিঙ্কু ঘোষ। স্বপ্নমায়া হিংলা পরিবারের তরফে গুণীজনদের হাতে 'রবীন্দ্র স্মৃতি সম্মাননা' স্মারক ও সংকলন 'স্বপ্নের অন্তরালে' তুলে দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সুনিপুণভাবে সঞ্চালনা করেন সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা কিরণ মজুমদার। অসংখ্য কবি লেখক সাহিত্যপ্রেমীদের উপস্থিতিতে পুরো আয়োজনটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

-- ছন্দা দে মাহাতো

গম্ভীরার পাঠ

থিয়েটারকে কেবল শহুরে মধ্যবিত্তের বৌদ্ধিক চর্চায় আবদ্ধ না রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে 'মালদা সমবেত প্রয়াস'। থিয়েটারকে জনপ্রিয় ও 'লোকশিক্ষা'র মাধ্যম করে তুলতে সংস্থাটি তাদের সাম্প্রতিক নাটকে বেছে নিয়েছে বাংলার প্রাচীন লোকসংস্কৃতি গম্ভীরার আঙ্গিক। শহর সভ্যতার আবহাওয়ায় লালিত নাট্যকর্মীদের কাছে গম্ভীরার এই সহজাত সহজসরল অভিনয় রীতিকে রপ্ত করানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

সেই ভাবনায় নিজেদের মহলা ঘরে সমবেত প্রয়াস আয়োজন করেছিল একদিনের এক 'গম্ভীরা কর্মশালা'। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত কুতুবপুর গম্ভীরা দলের কান্ডারি প্রশান্ত শেঠ এবং দক্ষ নৃত্যশিল্পী অশোক চক্রবর্তী। শুরুতে তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়। কর্মশালায় সমবেত প্রয়াস নাট্যচর্চাকেন্দ্রের ১০ জন নাট্যকর্মী অংশ নেন। এখানে গম্ভীরার ইতিহাস, বর্তমান সংকট, অভিনয় রীতি, নাচ-গানের বৈশিষ্ট্য, বাচনভঙ্গি ও শরীরী অভিনয়ের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই সজীব কর্মশালার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা লোকশিল্পের সহজিয়া আবেদন উপলব্ধি করেন এবং নাটকে তা প্রয়োগ করে থিয়েটারকে আপামর মানুষের সুখ-দুঃখের আশ্রয় করে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

–সৌকর্য সোম

তিন নাটকে জীবন সমালোচনা

সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে তিনটি নাটকে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দিল শিলিগুড়ি শিল্পীতীর্থ। তিনটি নাটকই লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন সংস্থার সম্পাদক অপুরানি উকিল ভৌমিক। এর মধ্যে দুটো নাটকে তিনি অভিনয়ও করেছেন। এছাড়া তিনি একজন যোগ শিক্ষিকা। এদিনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় যোগমুদ্রা নিয়ে তাঁর পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের বিশেষ অনুষ্ঠানও ছিল। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা শুরু হয় উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে। সমাজ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এদিন সংবর্ধিত হন রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী, শম্পা সোম ও যূথিকা নন্দী। যোগমুদ্রা পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী শিল্পীরা হল স্তুতি,

রুদ্ধশ্বাস।। *দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'চিৎকার' নাটকের একটি দৃশ্য।*

সৌরাগ্নি, অর্ঘ্যদীপ, ঋষিতা, প্রিয়ম, স্নেহা, গৌরব, মনোরূপ, সপ্তক, সায়ন্তনী, দয়িতা সহ আরও অনেকে।

প্রথম নাটক 'চিৎকার'। এই নাটকে পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের অসহায়তার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে নিগৃহীত, নির্যাতিত, ধর্ষিত নারীকে সমাজ কী চোখে দেখে, সেই নারী কীভাবে বেঁচে থাকেন, তা তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। মঞ্চে ছিলেন অনিলবরণ গোস্বামী, বাণী সিংহ রায়, শম্পা পাল, চন্দ্রা ঘোষ, রাহুল দেওয়ানজি, অঙ্কিতা দাস, নন্দিতা রায়। দ্বিতীয় নাটক 'বোধোদয়'-এর বিষয় ছিল পরিবেশ সচেতনতা আর তৃতীয় নাটক 'সময়'-এর বিষয় ছিল বয়স্ক বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের অবহেলা ও তার পরিণতি। মঞ্চে প্রথম নাটকের অভিনেতারা ছাড়াও ছিলেন সর্বজিৎ ঘোষ রায়, তন্ময় দাস, অনীক দাস, সিজান দত্ত, দ্বিধিতি ঘোষ, শমীক দাস, সাগ্নিক দাস, চিত্রা ভৌমিক, শম্পা পাল, চন্দ্রা ঘোষ, অঙ্কিতা দাস ও নন্দিতা রায়। তিনটি নাটকেই বার্তা দেওয়ার তাগিদ বেশি থাকায় নাটকের প্রয়োগ কৌশল ও কারিগরি দিক খানিকটা উপেক্ষিত হয়েছে। এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন ডঃ তাপস ভট্টাচার্য।

- ছন্দা দে মাহাতো

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com–এ।

পৃথিবীর পাঠশালা

নিজের হার্টে টিউব ঢোকানো

বিশ শতকের শুরুতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানুষের হৃৎপিণ্ডের ভেতরে সরাসরি ওষুধ দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। জার্মান ডাক্তার ওয়ার্নার ফর্সম্যান এক অদ্ভুত পাগলামি করেন। তিনি নিজের হাতের শিরা কেটে তার ভেতর দিয়ে একটি রাবারের ক্যাথিটার বা সরু নল ঢুকিয়ে দেন। এক্স-রে মেশিনের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজে হাতে সেই নলটি ঠেলতে ঠেলতে সোজা নিজের হার্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেন। তাঁর এই আত্মঘাতী পরীক্ষা সফল হয় এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন দিগন্ত খুলে যায়। পরে তিনি এই সাহসিকতার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ভবিষ্যদ্বাণী করা অক্টোপাস

২০১০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের সময় জার্মানির এক অ্যাকোয়ারিয়ামে থাকা পল নামের একটি অক্টোপাস সারাবিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। পলের সামনে দুটি কাচের বাক্সে খাবার রাখা হত, যার গায়ে দুটি দেশের পতাকা সাঁটানো থাকত। পল যে বাক্সের খাবার খেত, সেই দেশই ম্যাচে জিতত। আশ্চর্যের বিষয় হল, পল জার্মানির সাতটি ম্যাচ এবং ফাইনাল ম্যাচের নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। বিজ্ঞানীরা এটিকে নিছক কাকতালীয় বললেও, ফুটবলপ্রেমীদের কাছে পল ছিল এক জীবন্ত জাদুকর। বিশ্বকাপের পরপরই পলের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

সংখ্যা নিয়ে অসামান্য প্রতিভা

ড্যানিয়েল ট্যামেট নামের এক ব্রিটিশ ব্যক্তির মস্তিষ্ক কোনও সুপার কম্পিউটারের চেয়ে কম নয়। তিনি অঙ্কের পাই-এর মান টানা পঁচিশ হাজার ঘর পর্যন্ত নির্ভুলভাবে মুখস্থ বলতে পারেন, যা বলতে তাঁর পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় লেগেছিল। তাঁর কাছে প্রতিটি সংখ্যার আলাদা রং এবং আকৃতি আছে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, তিনি মাত্র এক সপ্তাহ সময় নিয়ে আইসল্যান্ডিক ভাষার মতো কঠিন ভাষা শিখে সেই ভাষায় টিভিতে সেই ভাষায় সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। মানুষের মস্তিষ্কের সীমানা যে কত বিশাল হতে পারে, তিনি তার এক জীবন্ত প্রমাণ।

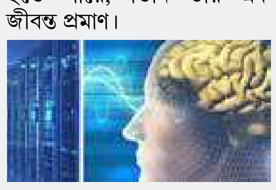

নিজেই নিজের অস্ত্রোপচার

মেক্সিকোর এক দুর্গম গ্রামের নারী ইনেস রামিরেজ পেরেজ যা করেছিলেন, তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। ২০০০ সালে তিনি যখন গর্ভবতী, তখন মাঝরাতে তাঁর প্রবল প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়। আশপাশে কোনও ডাক্তার বা হাসপাতাল ছিল না। সন্তানের মৃত্যু অবধারিত বুঝে তিনি রান্নাঘর থেকে একটি ধারালো ছুরি নেন এবং তিন গ্লাস মদ খেয়ে নিজেকে অবশ করে নিজের পেট নিজে কেটে ফেলেন। তিনি সফলভাবে নিজের পেটের ভেতর থেকে সন্তানকে বের করে আনেন এবং প্রাণে বেঁচে যান। মাতৃস্নেহের এমন চরম সাহসিকতার উদাহরণ বিশ্বে আর নেই।

সকালে স্কুল চালানোর মেয়াদ বাড়ল

কলকাতা, ১২ জুন : তীব্র গরমের জেরে রাজ্যের সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলিতে ৩০ জুন পর্যন্ত সকালে পঠনপাঠন চালানোর অনুমতি দিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এর আগে ১ জুন থেকে দু'সপ্তাহের জন্য স্কুলগুলিকে সকালে পঠনপাঠনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার স্কুলগুলি থেকে আরও কিছু দিন সকালে স্কুল চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া হয়।

শুক্রবার জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে নির্দেশিকা পাঠিয়ে সেই অনুমতিতে শিলমোহর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে স্কুলগুলিকে আগেভাগে সিদ্ধান্ত জানিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও পড়ুয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর।

পুড়ে ছাই

প্রথম পাতার পর

দুই দাপুটে তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান ও শওকত মোল্লার অফিস এবং একাধিক কর্মাধ্যক্ষের দপ্তর। ইভিএম স্ট্রংরুমের সুরক্ষাও ছিল এই ভবনে। আগুনে কসবা, যাদবপুর, বেহালা পূর্ব-পশ্চিম এবং খোদ ডায়মন্ড হারবারের মতো হাই প্রোফাইল সাব-ডিভিশনের প্রায় ৪,০০০ ব্যালট ইউনিট, ৪,০০০ কন্ট্রোল ইউনিট এবং ৪,০০০ ভিভিপ্যাট ভস্মীভূত হয়েছে। প্রশাসনিক ও নির্বাচনি ডেটাবেসের চিহ্ন চিরতরে মুছে ফেলতেই কি তবে এই নিখুঁত ছক?

তৃতীয় খটকা বন্যপ্রাণী ও সম্পত্তি সংক্রান্ত নথির উধাও হয়ে যাওয়ায়। শুধু রাজনৈতিক ফাইল নয়, পুড়ে খাক হয়ে গেছে জেলা ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসও। আলমারিতে রাখা চোরাশিকারিদের হাত থেকে উদ্ধার হওয়া ৬টি বাঘের চামড়া, ৪টি হরিণের চামড়া ও শিং, সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অজস্র নথির পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জমি-জায়গার ব্রিটিশ আমলের ঐতিহাসিক ম্যাপও পুড়ে ছাই।

সূত্রের খবর, ওই ভবনে মূলত কসবা, যাদবপুর, বেহালা পূর্ব-পশ্চিম, সাতগাছিয়া, মেটিয়াবুরুজ সহ ডায়মন্ড হারবারের সাব-ডিভিশনের অধিকাংশ বিধানসভার ইভিএম ছিল। হঠাৎ করে বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বহুতল দপ্তরের ৯ ও ১০তলায় আগুন লাগে। অতিরিক্ত জেলা শাসকের অফিসের বিভিন্ন ফ্লোর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখান থেকে জেলার সমস্ত রেঞ্জ অফিসগুলি নিয়ন্ত্রিত হত।

আগুনে কীভাবে মাঝের তিনটি ফ্লোর অক্ষত রইল, তা ভাবিয়ে তুলছে তদন্তকারীদের। এদিন সকালে অ্যাডিশনাল সিইও অরিন্দম নিয়োগী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রাথমিক রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনকে পাঠিয়েছেন। এই রহস্যের আগুন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেসও। দলের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া পেজে ভিডিও পোস্ট করে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যদিও নির্বাচন কমিশন এই ইস্যুতে কোনও বিবৃতি বা মন্তব্য করেনি।

দেহ উদ্ধার

মোথাবাড়ি, ১২ জুন : রাতভর নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার দুপুরে উদ্ধার হল পরিযায়ী শ্রমিক আজমাউল শেখের (২৮) মৃতদেহ। মোথাবাড়ির আজমাউলের মৃতদেহ উদ্ধার হয় উত্তর লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের কাহালা বস্তি বাগানবাড়ি এলাকায়।

রাজমিস্ত্রির পাশাপাশি রংয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত আজমাউল বছরের অধিকাংশ দিন মুম্বইতে থাকেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। পরিবারের দাবি ওই তরুণকে খুন করা হয়েছে। তবে কে বা কারা খুন করেছে, তা স্পষ্ট নয় পরিবারটির কাছে। তদন্তে নেমে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরাও।

বড় ক্লাবের পুজোয় আর অনুদান নয়

নিউজ ব্যুরো

১২ জুন : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো জনপ্রকল্পগুলির পর রাজ্যের নতুন সরকার দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকে সবার কড়া নজর ছিল। বিশেষ করে ক্লাবগুলিকে ঢালাও অনুদান দেওয়া হবে কি না তা নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। এবারে তাতে অবসান। রাজ্যের সমস্ত ক্লাব এবার থেকে পুজোয় আর ঢালাও অনুদান পাবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। পুজো কমিটির আর্থিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এই অনুদান দেওয়া হবে বলে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'যাঁরা ওই টাকার ওপর ভিত্তি করে পুজোর আয়োজন করেন, তাঁরা অনুদান পাবেন। যাঁদের প্রয়োজন নেই, তাঁরা পাবেন না।' অর্থাৎ, যে সমস্ত বড় বড় বারোয়ারি ক্লাবের পুজোর বাজেট কয়েক লক্ষ বা কোটি টাকা বা যাদের নিজস্ব বিপুল ফান্ড রয়েছে, তারা এবার থেকে সরকারি অনুদানের তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে। অনুদানের ক্ষেত্রে এই কাটছাঁটে দুর্গাপুজোর আয়োজনে কোপ পড়ার পাশাপাশি পুজোর সংখ্যা কমতে পারে বলে অনেকেরই আশঙ্কা। মুখ্যমন্ত্রীর কিন্তু উলটোটাই ভাবছেন। পুজোর সংখ্যা এবারে উলটে বাড়বে বলেই তিনি আশাবাদী। সরকারি খরচে রাশ টানতে তাঁর এই সিদ্ধান্তকে আয়োজকদের বেশিরভাগই অবশ্য সমর্থন জানিয়েছেন।

কোচবিহারের টাকাগাছ কিশোর সংঘ ও পাঠাগারের কোষাধ্যক্ষ অভীক বর্মন বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সঠিক কথা বলেছেন। যে পুজোগুলির বাজেট ৭০-৮০ লক্ষ বা তারও বেশি তাদের সরকারি অনুদানের আলাদা করে কোনও প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তার চেয়ে ছোট ছোট পুজোগুলিকে অনুদান দিলে তারা আরও ভালো পুজো করতে পারবে।' ছাট গুড়িয়াহাটি নেতাজি স্কোয়ার সংঘ কোচবিহারের অন্যতম বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন করে। আয়োজকদের তরফে সুব্রত ধরের বক্তব্য, 'চাঁদা, স্পনসর, সরকারি অনুদান সব মিলিয়েই পুজো হত। এখন সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা সেটাই মেনে নেব।' তবে মিশ্র প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। কোচবিহারের নিউটাউন ইউনিটের কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বললেন, 'গত বছর আমরা ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছিলাম। আমাদের মতো কম বাজেটের পুজো

উদ্যোক্তাদের এই টাকা অনেকটাই সহায় হয়ে দাঁড়ায়। মুখ্যমন্ত্রী যেকথা বলেছেন তা যথার্থই।'

২০১৮ সাল থেকে রাজ্য সরকার এই অনুদান দেওয়া শুরু করে। প্রথম বছর রাজ্যের প্রতিটি নথিভুক্ত ক্লাবকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। জনসাধারণের করের টাকা এভাবে উৎসবে ব্যয় করা নিয়ে সেই সময় রাজনৈতিক মহলে তীব্র সমালোচনা ও আইনি বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তারপর প্রতি বছরই এই অনুদানের অঙ্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ সালের দুর্গাপুজোয় রাজ্যের প্রায় ৪৪ হাজার ক্লাবকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছিল। জলপাইগুড়ির দিশারি ক্লাবের গতবারের বাজেট ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। সহ সম্পাদক পিনাকপ্রিয় ভট্টাচার্য বললেন, 'আমরা গতবছরও সরকারি অনুদানের টাকা বাদ রেখেই পুজোর বাজেট তৈরি করেছিলাম। এবারও তাই করছি। যেই টাকাটা সরকার দিত সেটা দিয়ে আমরা সমাজসেবামূলক কাজ করতাম। উদ্যোক্তাদের যাঁরা পুজো টিকিয়ে রাখতে সমস্যায় পড়ছেন, তাঁদের অনুদান দেওয়া হলে ক্ষতি নেই।' জলপাইগুড়ির মুহুরিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি গত বছর ২০ লক্ষ টাকায় পুজো করেছিল। সংগঠনের তরফে সম্পাদক উত্তম বসু বললেন, 'আমরা বড় বাজেটের পুজো করি ঠিকই, কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফে যেই অনুদানটা বিগত কিছু বছর ধরে মিলেছিল, সেটা অনেক কাজেই লাগত। নিত্যদিনের পুজো হোক কিংবা পুরোহিতের টাকা, সবই আমরা সেই টাকা থেকেই দিতাম। এছাড়াও আনুষঙ্গিক খরচও সেই টাকায় করা হত। এবছর অন্য স্পনসর বা কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা প্রার্থনা করতে হবে।'

শুভেন্দুর সিদ্ধান্তে শিলিগুড়িও সমর্থন জানিয়েছে। শহরের অন্যতম বড় পুজো জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারের উদ্যোগে আয়োজিত উত্তর মাল্লাগুড়ি সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সহ সভাপতি অভিজিৎ কর্মকার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে আমরা সমর্থন করি। এতদিন একটা বাধ্যবাধকতা থেকে আমাদের এই অর্থ নিতে হত। কিন্তু খরচের বিল তৈরিতে খুবই সমস্যা হত। ৪০-৪২ লক্ষ টাকা বাজেটের পুজোয় এই অনুদান বাদ পড়লে কোনও সমস্যাই হবে না।' শহরের অপর বড় পুজো উদ্যোক্তা সুব্রত সংঘের সহ সভাপতি পার্থ সাহার বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী সঠিক কথাই বলেছেন। সরকারিভাবে এক লক্ষ টাকা না পেলে হয়তো আমাদের একটু চাপ বাড়বে, কিন্তু সমস্যা হবে না। বরং ছোট পুজোগুলির সুবিধা হবে।'

অচল এনবিইউ

প্রথম পাতার পর

নূপুরকে সরিয়ে চেয়ারে বসতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন সেইসময় তৃণমূলের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি ভাস্কর। অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে মদত দিয়ে নূপুরকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে অস্থায়ী রেজিস্ট্রার হন ভাস্কর। রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর গেরুয়া আবির মেখেছেন একসময় তৃণমূল ঘনিষ্ঠ স্বপন। আবার ভাস্করও তৃণমূলের ছাতা সরিয়ে গেরুয়া খাদা পরে আরএসএস-এর সভায় হাজির হচ্ছেন। এখন কে কত বড় বিজেপি তা প্রমাণে মরিয়া হয়েছেন দুজনেই। তাতেই লেগেছে কোন্দল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনের বাগানে কিছুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতি। কয়েকদিন আগে হঠাৎ করেই সেই মূর্তির রং বদল করে উগ্র গেরুয়া রং করা হয়। সেই ঘটনার পরই আগে থেকেই চলতে থাকা দুই আধিকারিকের ঠান্ডা লড়াই উত্তপ্ত হয়। ভাস্করের বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় মূর্তি রং করা হলেও তিনি ওই বিষয়ে কিছুই জানেন না। তাকে অন্ধকারে রেখে স্বপন রং পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। গোল বাধে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকর্মী অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠনকে নিয়েও। ওই নামে কোনও সংগঠনের অনুমোদন এখনও বিশ্ববিদ্যালয় দেয়নি। অথচ সেই সংগঠনের অনুরোধেই স্বামীজির মূর্তির রং বদলানো হয়েছে। আবার সেই সংগঠনকে ৮ জুন একটি কর্মশালার জন্য প্রশাসনিক ভবনের হলঘর দিয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য নিজের সরকারি লেটারহেডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, আধিকারিকদের অনুরোধ করে চিঠিও পাঠান জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। অনুমোদনহীন একটি সংস্থাকে কীভাবে হলঘর ব্যবহারের দায়িত্ব দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন মহলে। অনুসন্ধানের পর কর্তৃপক্ষ জানতে পারে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করেছে তা তৃণমূল কংগ্রেস অনুমোদিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী অ্যাসোসিয়েশনের। তখন নথি জালিয়াতির দাবিতে আইনি পদক্ষেপ করার দাবি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে। সেসব পাত্তা না দিয়ে এবং তাঁকে না জানিয়ে ওইসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ৪ জুন স্বপনকে শোকজ করেন ভাস্কর।

৮ জুন শোকজের উত্তরে ভাস্করের আইনি বৈধতা নিয়ে চারটি প্রশ্ন তুলে চিঠি পাঠান স্বপন। কোন আইনি জয়েন্ট রেজিস্ট্রার ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের অধীনস্থ কর্মী তা জানতে চান তিনি। ভাস্কর যে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার তা তিনি জানেন না বলেই চিঠিতে দাবি করেছেন স্বপন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ছয় মাসের বেশি একজনকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়া যায় না সেকথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। অর্থাৎ চিঠি দিয়ে ঘুরিয়ে স্বপন বুঝিয়ে দিয়েছেন ভাস্কর অবৈধভাবে চেয়ারে বসেছেন। স্বপনের কথা, 'আমি আইনের কথাই বলেছি। কিন্তু পদে পদে আমাকে চরম অপমান করা হচ্ছে। বিবেকানন্দের রং পরিবর্তনের জন্য চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শেই কাজ হয়েছে। চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসাবে ভাস্কর বিশ্বাসের মেয়াদ বৃদ্ধির কোনও চিঠি আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। যে সংগঠনকে নিয়ে সমস্যা তাদের আজই চিঠি পাঠিয়ে সমস্ত নথি দিতে বলা হয়েছে।' ভাস্করের বক্তব্য, 'অনুমোদনহীন একটি সংস্থাকে কোনওভাবেই প্রশ্রয় বা উৎসাহ দেওয়া যায় না। শিক্ষা দপ্তর থেকে আমার মেয়াদ বৃদ্ধির চিঠির প্রতিলিপি জয়েন্ট রেজিস্ট্রারকেও পাঠানো হয়েছে। আমাকে অন্ধকারে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভেঙে অনৈতিক কাজকর্ম করা হয়েছে।'

ধৃত পদ্ম নেতা

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : নেশার জন্য ব্যবহৃত ক্যাপসুল পাচারের অভিযোগে শুক্রবার সঙ্গী সহ এক বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই বিজেপি নেতার নাম অভিষেক প্রধান। তিনি ভানুনগরের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, অভিষেক ওই এলাকায় বিজেপির বুথ সভাপতি হিসেবে পরিচিত। এই বিষয়টা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি হির্মলকুমার শা বলেন, 'অভিষেক আগে আমাদের বুথ সভাপতি ছিল। নির্বাচনের পর ওকে বুথ সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরেও অভিষেক এলাকায় নিজেকে বুথ সভাপতি হিসেবে পরিচয় দিচ্ছিল।' তিনি আরও বলেন, 'কোনও কার্যকর্তা যদি অপরাধ করেন, তাহলেও প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে।'

ভক্তিনগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেক কয়েকমাস ধরে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারপাড়ায় একটি বাড়িভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। গত কয়েকদিন ধরে ওই বাড়িতে সন্দেহজনক ব্যক্তির আনাগোনা বেড়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ভক্তিনগর থানার পুলিশ এদিন দুপুরে ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। বাড়িতে তখন অভিষেক এবং সাহিল খাওয়াস নামে এক তরুণ উপস্থিত ছিলেন। সাহিল কার্সিয়াংয়ের বাসিন্দা। ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তল্লাশি চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে নেশার জন্য ব্যবহৃত ক্যাপসুল উদ্ধার হয়। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

কুনকির পিঠে জঙ্গল পরিদর্শন দিলীপ ঘোষের। শুক্রবার গরুমারায়।

বাড়বে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ

দায়িত্ব নিয়ে জানালেন আনন্দময়

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ বাড়বে। শুক্রবার অর্থ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পরে এই কথা জানান অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। এদিন তিনি তাঁর দপ্তরের দায়িত্ব নেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর অর্থ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন আনন্দময়। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার যে অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, বর্তমান রাজ্য সরকার তা মেটাতে বদ্ধপরিকর। উত্তরবঙ্গ থেকে এতজন মন্ত্রী হয়েছেন। মানুষ সেটা বুঝতে পারছেন। এবারের বাজেটে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দও বৃদ্ধি পাবে।'

তবে আগের চেয়ে এই দপ্তরের বরাদ্দ কতটা বাড়বে সেই ব্যাপারে আনন্দময় স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেননি। তিনি বলেন, 'তৃণমূল জমানার তুলনায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ অনেকটাই বাড়বে। বাজেট পেশের পর এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।'

কয়েকদিন আগেই অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত শিলিগুড়িতে বৈঠক করেছিলেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। ওই বৈঠকে স্বপন এবং আনন্দময়ের কাছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য নিশীথ আবেদন করেছিলেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

আগের সরকারের আমলে পেশ করা শেষ বাজেটে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ৮৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। অভিযোগ, সংশোধিত বাজেটে সেই বরাদ্দ ৫৪৮ কোটি টাকায় নেমে এসেছিল।

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে নতুন সরকার ২২ জুন অর্থবর্ষের বাকি ৮ মাসের জন্য বাজেট পেশ করতে চলেছে। এবারের বাজেটে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ ৯০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন আধিকারিকদের একাংশ।

এবার মোট ৪ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী। রাজ্যের আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ নজর দেওয়ার পাশাপাশি জিএসটি সংগ্রহে বিশেষ জোর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আনন্দময়। অর্থমন্ত্রী স্বপন এদিন আনন্দময়ের সঙ্গে দপ্তরের আধিকারিকদের পরিচয় করিয়ে দেন। অর্থ দপ্তরে এদিন দুটি বৈঠক হয়েছে। আনন্দময় এদিন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। এদিন পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে।

শুক্রবার স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে আনন্দময় বর্মন।

> তৃণমূল জমানার তুলনায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ অনেকটাই বাড়বে। বাজেট পেশের পর এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।
>
> **আনন্দময় বর্মন**
> প্রতিমন্ত্রী, অর্থ দপ্তর

হঠাৎ বিকল ফেসবুক, শোরগোল সর্বত্র

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : ভর সন্ধেবেলা হঠাৎ বিকল সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক। তথ্য বলছে, শুক্রবার অল্প সময়ের মধ্যেই অন্তত ১ লক্ষ বার এই নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন ইউজাররা। জানা যায়, লগ ইন এবং ওয়েবসাইটের বেশ কিছু ফিচার ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যা পড়তে হয়েছে তাঁদের। এরপরই তড়িঘড়ি ফেসবুকের মালিকানা সংস্থা মেটার তরফে মুখপাত্র অ্যান্ডি স্টোন, এক্স ডট কমে পোস্ট করে অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের পরিষেবার সমস্যার বিষয়ে জানতে পেরেছি। সমাধানের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।'

শুধু লগইন নয়, পাশাপাশি ফিড এবং বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও এদিন সমস্যা দেখা যায়। সেই নিয়েও সাফাই দিয়েছে মেটা। মনে করা হচ্ছে, ব্যাকএন্ড প্রোগ্রামিংয়ের সমস্যার কারণে এই গোলযোগ। যদিও পরে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

হেক্সার দৌড়ে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু রাস্তাটা মসৃণ নয়। শনিবার (ভারতের সময়ে রবিবার ভোরে) কাতারের 'কালো ঘোড়া' মরক্কোর বিরুদ্ধে নামার আগে ব্রাজিল শিবিরে চোট আর বিতর্কের ছড়াছড়ি। রডরিগো, এস্তেভাও, এডের মিলিটাও এবং ওয়েসলি চোটের জন্য নেই। চোট আছে খোদ নেইমার জুনিয়ারেরও।

স্যান্টোসে এবার খুব একটা ভালো ফর্মে না থাকলেও, চোটগ্রস্ত নেইমারকে দলে রাখা নিয়ে ব্রাজিলীয়দের ক্ষোভ চরমে। তবে আন্সেলোত্তির মাথায় ঘুরছে ১৯৯৪ সালের মার্কিন বিশ্বকাপের স্মৃতি। সেবার ইতালির সহকারী কোচ থাকার সময় তিনি দেখেছিলেন ফ্রাঙ্কো বারেসিকে চোট সত্ত্বেও রেখে দেওয়ার ম্যাজিক। ফাইনালে রোমারিওকে আটকে দিয়েছিলেন সেই বারেসিই। তীব্র গরমে ক্লান্ত প্রতিপক্ষের সামনে আন্সেলোত্তিও হয়তো ভাবছেন, এক আধাফিট নেইমারও টুর্নামেন্টের শেষদিকে বারেসির মতো তফাত গড়ে দিতে পারেন।

আপাতত ব্রাজিলের ৪-২-৪ ছক নিয়েই বেশি কাটাছেঁড়া চলছে। পানামার বিরুদ্ধে ৬-২ জয়ের ম্যাচে এই ছকে কাসেমিরো এবং ব্রুনো গুইমারেসকে নিয়ে গড়া মাঝমাঠ চরম ভুগেছিল। রাইট ব্যাকে ড্যানিলো বা রজার ইবানেজই ভরসা। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল খেলে আসা আর্সেনাল ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস প্রস্তুতি ম্যাচ না খেললেও, সেন্ট্রাল ডিফেন্সে শুরু করবেন মার্কুইনোসের সঙ্গে। আক্রমণে ভিনিসিয়াস, রাফিনহা এবং ম্যাথিয়াস কুনহার সঙ্গে ইগর থিয়াগো, নাকি মিশরের বিরুদ্ধে গোল পাওয়া তরুণ এনড্রিক, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

তবে স্বস্তিতে নেই মরক্কোও। বিশ্বকাপের ঠিক আগে কোচ ওয়ালিদ রেগ্রাগুইয়ের ইস্তফা এবং যুব দল থেকে বেলজিয়াম বংশোদ্ভূত মহম্মদ ওউহাবির আগমন ঘিরে জলঘোলা হয়েছে। সদ্য আফ্রিকান নেশনস কাপে সেনেগালের কাছে হেরেও পরে ট্রফি ফিরে পাওয়ার বিতর্কিত ইতিহাস রয়েছে তাদের। তার ওপর নরওয়ের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন নুসাইর মাজরাউই, নায়েফ আগুয়ের্দ এবং আব্দে এজ্জালজৌলি। সুফিয়ান রহিমিও পেশির চোটে ভুগছেন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইসা ডিওপ এবং চাদি রিয়াদকে তাই রক্ষণ সামলাতে হবে।১৯৯৮ সালে নরওয়ের কাছে হারের পর থেকে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ব্রাজিল আর হারেনি। অন্যদিকে, গত অক্টোবরে প্রীতি ম্যাচে এই ব্রাজিলকেই ২-১ গোলে হারিয়েছিল মরক্কো। শনিবারের মেটলাইফে তাই একদিকে আচরাফ হাকিমি, ব্রাহিম দিয়াজদের লড়াকু মেজাজ, অন্যদিকে আন্সেলোত্তির হেক্সা মিশন। জিতবে আসলে ফুটবলই। ২৪ বছরের অপেক্ষা মেটানোর যুদ্ধে ব্রাজিলের এই যাত্রা কতটা মসৃণ, তার প্রথম ঝলক মিলতে চলেছে এই ম্যাচ দিয়েই।

গণতন্ত্রের 'গ' উধাও, আছে শুধু ছকবাজি

প্রথম পাতার পর

বাইরে দেখানো হল, বিজেপিতে কেউ যোগ দেননি। কিন্তু পদ্ম শিবিরের কাজ হাসিল। কৌশলের উদাহরণ আরও বহু। বাংলায় সেই কৌশল নীরবে, নিভৃতে। পুরসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতে পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে। অথচ অধিকাংশ পুরসভা, সব জেলা পরিষদে তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজ করে যেতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু শহর ও গ্রামোন্নয়নের এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দেওয়া হচ্ছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে আপাতত জঞ্জাল সাফাই ছাড়া অন্য কোনও কাজ হচ্ছে না। কর্মচারীরা নিগমের অফিসে বসে আড্ডা মারছেন। তাঁদের কাজ নেই। খোদ মেয়র গৌতম দেব অফিসে বসে কর্মীদের সাবধান করছেন, বেশি ফ্যান, এসি মেশিন যেন না চলে। এত টাকার বিল দেবেন কোথা থেকে। টাকা খরচের পথ মেরে রেখেছে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার। কড়া নির্দেশ আছে খরচে লাগাম টানার।

কোচবিহার জেলা পরিষদে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে, দৈনন্দিন কাজই চলছে না। কোষাগারে অদৃশ্য তালা। সভাধিপতি, কর্মাধ্যক্ষরা পর্যন্ত গাড়ির তেল, গাড়ির বিল পাচ্ছেন না। চলাফেরা, কাজকর্ম চলবে কী করে! তৃণমূল জমানার শেষদিকে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান বদল হয়েছিল। সেই চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান একসঙ্গে পদত্যাগ করলেন উন্নয়ন করতে পারছেন না বলে। তৃণমূল জমানায় খুব উন্নয়ন করে ফেলেছেন- এমন নয়। কিন্তু এখন হাত-পা একেবারে বাঁধা। কোষাগারের চাবিটা রাজ্যের হাতে।

পুরসভার মতো স্বশাসিত সংস্থায় চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলারদের বাদ দিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করছে প্রশাসন। পুরসভা পরিচালনার নির্দেশ সরাসরি দেওয়া হচ্ছে পুর আধিকারিকদের। পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। কিন্তু শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে বৈঠকে ডাকলেন না। অথচ জলপাইগুড়ি গিয়ে পরিস্থিতির চাপে বেসুরো হয়ে ওঠা পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাক্কা দু'ঘণ্টা আলাপচারিতা করে গেলেন।

এই বৈষম্য কেন? অগ্নিমিত্রার সঙ্গে আলাপচারিতায় সৈকত যেভাবে 'আপ্লুত' হলেন ও মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন- উত্তরটা সেখানেই লেখা। একদিকে প্রশাসনকে দিয়ে নীরবে পুরসভা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের স্বাধীন কাজকর্মে আর্থিক তালা লাগানো, অন্যদিকে অপারেশন লোটাস। প্রথম কৌশলে চেয়ারম্যান, কাউন্সিলাররা ইস্তফা দিলে পুরসভায় সরকার ঘনিষ্ঠ কাউকে প্রশাসক বসিয়ে দেওয়ার রাস্তা ফাঁকা। যেমন হয়েছে কালিয়াগঞ্জে। পুর প্রশাসক হয়েছেন বিজেপি সাংসদ কার্তিক পাল।

কলকাতা পুরসভায় প্রশাসক করা হয়েছে পুর কমিশনার স্মিতা পান্ডেকে। যিনি পুরসভার অধিবেশন স্থগিত করে দিয়েছিলেন। অধিবেশন কক্ষের তালা পর্যন্ত খুলতে দেননি। বকলমে পুরসভা দখলে এর চেয়ে বড় কৌশল আর কী হতে পারে! দ্বিতীয় কৌশল অপারেশন লোটাসে সৈকতের মতো কাউকে বড়শিতে গেঁথে তোলার চেষ্টা। দিল্লি বা কলকাতায় তৃণমূলের কাউকে সরাসরি দলে না নিয়ে কাজ হাসিল হচ্ছে।

অন্যদিকে, সরাসরি পুরসভা বা ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কোনও বোর্ড ভেঙে না দিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে, যাতে দায়িত্বপ্রাপ্তরা ছেড়ে চলে যান বা সৈকতের মতো আপ্লুত হয়ে যান। তৃণমূল শাসনে একসময় মুকুল রায়ের নেতৃত্বে একের পর এক জেলা পরিষদ, পুরসভা দখল হয়েছিল। কৌশল যারই হোক, তৃণমূল কিংবা বিজেপির- তাতে আর যাই হোক, গণতন্ত্রের 'গ' ছিল না, এখনও নেই।

সুদীপকে ঘিরে জল্পনার

প্রথম পাতার পর

এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন জগদীশ।

এদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ১৮ জন বিদ্রোহী সাংসদের সইয়ের তালিকা ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। চর্চা চলছে ঘাটালের সাংসদ দেবকে নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সম্প্রতি একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর দেব দাবি করেছিলেন যে তিনি কোনও বিদ্রোহী শিবিরে নেই এবং দলের সঙ্গেই আছেন। কিন্তু সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া সইয়ের তালিকায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, দেবও সেখানে স্বাক্ষর করেছেন। যদিও এই সইয়ের সত্যতা এখনও যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবুও দেবের এই অবস্থান নিয়ে দলের অন্দরে তীব্র ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

এই মহাবিদ্রোহের পালটা হিসেবে আসরে নেমেছেন দলের বিশ্বস্ত ও আক্রমণাত্মক নেত্রী মহুয়া মৈত্র। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, এই বিদ্রোহী সাংসদরা আইন বা সংবিধানের কিছুই বোঝেন না। ২০০৩ সালের ৯১তম সংবিধান সংশোধনীর কথা মনে করিয়ে দিয়ে মহুয়া দাবি করেছেন, দল ভাঙার বা পৃথক দল গঠনের কোনও আইনি বৈধতা লোকসভায় এখন আর নেই। যদি মূল রাজনৈতিক দলের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ অন্য কোনও দলের সঙ্গে একীভূত না হয়, তবে এই ১৯ জন সাংসদকে পদত্যাগ করতে হবে এবং পুনরায় বিজেপির টিকিটে নির্বাচন লড়তে হবে। তাঁদের তিনি 'বিশ্বাসঘাতক' বলেও তোপ দেগেছেন।

তবে মহুয়ার এই আইনি হুমকির তোয়াক্কা করছেন না বিদ্রোহীরা। অন্যতম বিক্ষুব্ধ সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী সাফ জানিয়েছেন, তাঁরা আসলে তৃণমূলকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে পুনর্গঠন করতে চান। তাঁর দাবি, কেন্দ্রে যে বিজেপি সরকার রয়েছে, তার সঙ্গে রাজ্যের সমন্বয় রেখে একটি যৌথ ইঞ্জিন সরকার তৈরি করে বাংলার প্রকৃত উন্নয়ন করতে চান তাঁরা। এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্ণ সমর্থন তাঁদের সঙ্গে রয়েছে এবং এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীও কেন্দ্রের শাসকদলকে পূর্ণ সমর্থন জোগাবে।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকেই মূলত প্রবীণ বনাম নবীন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল, তা আজ এক অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের রূপ নিয়েছে। বিদ্রোহের এই লেলিহান শিখা যেভাবে তৃণমূলের ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে, তাতে দলটির রাজনৈতিক অস্তিত্বই এখন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকটের মুখোমুখি।

বিশ্বকাপের টানে মার্কিন মুলুকে শিলিগুড়ির ত্রয়ী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : টিকিটের দাম তিন লক্ষের বেশি। কিন্তু ফুটবলের নেশার কাছে যেন সব খরচ তুচ্ছ। তাছাড়া চোখের সামনে লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কিংবা লামিনে ইয়ামালদের মতো বিশ্বমানের ফুটবলারদের খেলা দেখার অনুভূতি যে একেবারে আলাদা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বৃহস্পতিবার রাতে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে কিক অফের সঙ্গেই শুরু হয়ে গিয়েছে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ— ফুটবল বিশ্বকাপ। আর সেই বিশ্বকাপের স্বাদ নিতে চোদ্দো হাজার কিমি পথ পাড়ি দিয়ে সুদূর মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমাতে চলেছেন শিলিগুড়ির ত্রয়ী— শঙ্খ সেন, অনুপ বসু এবং পল্লব ভাওয়াল।

শঙ্খ, অনুপ বা পল্লবের কারও এটা প্রথম বিশ্বকাপ নয়। চার বছর আগে কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপেও তাঁরা প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন। আর তখনই বিশ্বকাপের উত্তেজনা, আবেগ ও খেলার মান দেখে ঠিক করেন আমেরিকার বিশ্বকাপেও তাঁরা যাবেন। পেশায় চিকিৎসক শঙ্খ যেমন ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন ইংল্যান্ডে। সেখান থেকে তিনি চলে যাবেন নিউ ইয়র্কে। শঙ্খ ৪ জুলাই ফিলাডেলফিয়া এবং ৫ জুলাই নিউ ইয়র্কের ম্যাচের টিকিট পেয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি চতুর্থবার বিশ্বকাপ দেখতে যাচ্ছি। এটা মেসি, রোনাল্ডোর শেষ বিশ্বকাপ। তাই আবেগটা একদম অন্যরকম। আমার কাছে পর্তুগাল, ব্রাজিল, ফ্রান্স বা স্পেনের খেলা দেখার সুযোগ রয়েছে।'

অন্যদিকে, পল্লব ও অনুপ পরস্পরের বন্ধু। পল্লবের বাড়ি সুভাষপল্লি। দেশবন্ধুপাড়ায় থাকেন অনুপ। তাঁরা দুজন ৭ ও ১১ জুলাইয়ের টিকিট পেয়েছেন। দুটি ম্যাচই নক আউট স্টেজের। পল্লব বললেন, 'গতবার আর্জেন্টিনা ও নেদারল্যান্ডসের উত্তেজক ম্যাচ চোখের সামনে দেখেছিলাম। ওটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম বিশ্বকাপ। এমন একটা ম্যাচ দেখব, ভাবতে পারিনি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাই এবারেও যাচ্ছি।'

এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে বিতর্কের খামতি নেই। টিকিটের দামও আকাশছোঁয়া। অনুপ বললেন, 'শুধুমাত্র নক আউটে কম করে হলেও সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা প্রতিটি টিকিটের দাম। ফাইনালের টিকিট তো ১৫ লক্ষ টাকা।' হাতে টিকিট পেলেও এখনও আমেরিকার ভিসা পাননি ফুটবলপ্রেমী অনুপ। তাঁর কথা, 'আশা করছি আগামী কয়েকদিনে ভিসা পেয়ে যাব।'

তবে শুধু নিজেদের শখ পূরণ করতে যাচ্ছেন না অনুপরা। তাঁদের সঙ্গে থাকবে দেশের পতাকা। তাঁদের হাতে থাকা তিরঙ্গা উঁকি দেবে স্টেডিয়ামে। সঙ্গে অবশ্য ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের পতাকাও তাঁরা নিয়ে যাচ্ছেন। অনুপ বললেন, 'আসলে এটা শুধু বিশ্বকাপ নয়, প্রতিযোগিতায় দেশ না খেললেও দেশের পতাকা স্টেডিয়ামে তুলে ধরার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেওয়া যায়।'

শঙ্খও ভারতের পতাকা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, 'স্টেডিয়ামে অত মানুষের মধ্যে দেশের পতাকা তুলে ধরার মধ্যে আলাদাই একটা গর্বের ব্যাপার থাকে। অন্য দেশের অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন।' ভারত না খেললেও ফুটবলের প্রতি ভারতীয়দের ভালোবাসা যে অন্তহীন, তা এভাবেই বারবার প্রমাণ পাওয়া যায় ফুটবল বিশ্বকাপের মরশুমে।

বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে সাজ শিলিগুড়ির এক মলে। শুক্রবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

উড়ালপুল থেকে উড়ে এল পাইপ, প্রাণরক্ষা বাইকচালকের

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : এলিভেটেড ফ্লাইওভারের ওপরে কাজ চলাকালীন আচমকাই নীচের রাস্তায় উড়ে এল লোহার পাইপ। শুক্রবারের এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে ফোর লেনের আওতায় নির্মীয়মাণ এলিভেটেড ফ্লাইওভারের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা। এদিন ফ্লাইওভারের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় সরাসরি পাইপটি এক বাইকচালকের মাথায় এসে পড়ে। চালকের মাথায় হেলমেট থাকায় কোনওক্রমে রক্ষা পান তিনি। ওই চালকের সঙ্গীরও মাথায় হেলমেট থাকায় বরাতজোরে বেঁচে যান। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বারবার ওই এলিভেটেড ফ্লাইওভারের কাজকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন উঠেছে। এদিন ফের প্রশ্নের মুখে নির্মীয়মাণ সংস্থা। এদিন উড়ালপুলের ওই অংশের দায়িত্বে থাকা কর্তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেসও করেন ওই বাইকচালক। যদিও ওই কর্তা পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে পারেননি। পরে সংবাদমাধ্যমের কাছেও সংস্থার কেউই কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এদিকে, গোটা বিষয়টি নিয়ে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অর্জুন যাদব নামের ওই বাইকচালক। তাঁর বক্তব্য, 'আমি আজ হেলমেট পরেছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছি। আমার জায়গায় কোনও ভ্যানচালক কিংবা সাইকেল আরোহী থাকলে তাঁদের জীবন হয়তো শেষ হয়ে যেত। এই রাস্তা দিয়ে অনেক স্কুল পড়ুয়াও যাতায়াত করে। আমি চাই যারা বারবার এই গাফিলতি করছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিক।' অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাল্লাগুড়ির বাসিন্দা অর্জুন এদিন সকালে শালুগাড়া থেকে চেকপোস্টের দিকে বাইকে করে আসছিলেন। সেসময়ই ছাব্বিশ নম্বর পিলারের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পরেই স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচলতি মানুষ বিষয়টি নিয়ে সরব হন। এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন এলাকার বাম নেতা বুলেট সিং। তিনি বলেন, 'এর আগে লোহার রড ওপর থেকে পড়ে চলন্ত গাড়ির কাচ ভেঙেছে। দু'বার দুজন শ্রমিক পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন। প্রশাসন যদি এখনই বিষয়টা না দেখে, তাহলে পরবর্তীতে বড় ধরনের দুর্ঘটনারও আশঙ্কা থাকছে।'

জমি বিবাদ

পালটা অভিযোগ রামভজনের

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টার ঘটনায় বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোর বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন পার্থ ভট্টাচার্য। এবার পার্থর বিরুদ্ধে পালটা থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন রামভজন। শুক্রবার আইনজীবী রাজেশ সিং-কে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়ে পার্থর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। ওই ব্যক্তি রামভজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাঁর সম্মানহানি করেছেন বলে রামভজন দাবি করেছেন।

ভবিষ্যতে জমি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ মেটানোর ক্ষেত্রে তিনি যে ভেবেচিন্তে পা বাড়াবেন, সেটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন কাউন্সিলার।

এনিয়ে কাউন্সিলার বললেন, 'দুইবার ওই পরিবারের বিবাদ মেটাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই বিবাদ মেটেনি। আমার বিরুদ্ধে এভাবে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে দেবে তা ভাবিনি। আমার সম্মানহানি হয়েছে। পুলিশ যাতে গোটা ঘটনার তদন্ত করে আসল সত্য সামনে আনে সেটাই চাইছি। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার জন্য আমার আইনজীবী প্রস্তুতি শুরু করেছে।'

প্রধাননগরের বাসিন্দা পার্থর মায়ের নামে থাকা একটি সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ চলছে। সম্প্রতি সেই বিবাদ মেটানোর জন্য গিয়েছিলেন রামভজন। এদিকে, বিবাদকে কাজে লাগিয়ে গণেশ সিং ও রামভজন ওই ব্যক্তির পারিবারিক জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে বৃহস্পতিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার পালটা হিসাবে থানায় রামভজন অভিযোগ দায়ের করলেন।

ধূলিসাৎ অবৈধ নির্মাণ

প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ হায়দরপাড়ায়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : অবৈধ নির্মাণ ভাঙাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় শহরের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের হায়দরপাড়া মেইন রোডে আনন্দময়ী কালীবাড়ি মোড়ে। ছয়টি দোকান ভাঙতে গিয়ে তুমুল বিক্ষোভের সম্মুখীন হন পুরনিগমের কর্মীরা। ব্যবসায়ীদের দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ পুরনিগমের নোটিশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। পুরনিগম গায়ের জোরে ওই দোকানগুলি ভাঙছে বলে তাঁরা অভিযোগ তোলেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বাড়তি পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আর্থমুভার দিয়ে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেয় পুরনিগম।

পুরনিগমের দাবি, হায়দরপাড়ায় রাস্তার পাশে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ছয়টি দোকান তৈরি করা হয়েছে। বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা সরে যাননি। এদিন বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু হতেই ব্যবসায়ীরা বাধা দেন। পুরকর্মীদের ঘিরে ধরে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন। পুরকর্মীরা ব্যবসায়ীদের বোঝান, আদালত কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। বরং আদালত বলেছে, নতুন করে পুরনিগমের কাছে বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য আবেদন করতে হবে। পুরনিগমের নিয়ম মেনে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করে তবেই নির্মাণ করতে হবে। অর্থাৎ এখন যে নির্মাণগুলি রয়েছে সেগুলি অবৈধ। তাই ভাঙতে কোনও বাধা নেই। এরপরই তাঁরা হোটেল, ফাস্ট ফুড, পার্লার সহ ওই ছয়টি দোকান ভেঙে দেন। দোকান ভাঙার কাজ শুরু হতেই ব্যবসায়ীরা সমস্ত জিনিসপত্র বের করে রাস্তায় নিয়ে আসেন।

রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে শিলিগুড়িতেও অবৈধ নির্মাণ ভাঙায় জোয়ার এসেছে। প্রায় প্রতিদিন নিয়ম করে কোথাও না কোথাও অবৈধ নির্মাণ ভাঙা চলছে। শুধু শিলিগুড়িতে নয়, গোটা রাজ্যে এই একই ছবি দেখা যাচ্ছে। পালটা প্রতিবাদও চলছে। তবে বিজেপি সরকার অবৈধ নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে কোনওরকম নরম মনোভাব দেখাতে নারাজ। যদিও এই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেয় তৃণমূল পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিন দোকান ভেঙে দেওয়ার পর ব্যবসায়ী রমানন্দ ঠাকুর আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমাদের ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং নম্বর, বিদ্যুতের সংযোগ সবকিছুই রয়েছে। তার পরেও পুরনিগম দোকানগুলি ভেঙে দিল।' যদি অবৈধ দোকান হত তাহলে কীসের ভিত্তিতে পুরনিগম হোল্ডিং নম্বর, ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছিল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন ওই ব্যবসায়ী।

স্থানীয় বাসিন্দা পুষ্কর আগরওয়াল আবার বলছেন, 'গৌতম দেবের নেতৃত্বাধীন পুরবোর্ড মর্জিমাফিক কাজ করছে। আদালতের নির্দেশও মানছে না। আমরা এসব আর বরদাস্ত করব না।' এদিন পুরকর্মীদের হাতে তাঁরা আদালতের নথিও তুলে দেন। ফলে কিছুক্ষণের জন্য অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ স্থগিত ছিল। পুলিশ ও জওয়ানদের উপস্থিতিতে পরে দোকানগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

পুরনিগমের বুলডোজার অভিযান। শুক্রবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

- হায়দরপাড়া মেন রোডে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে ছ'টি দোকান ভাঙল পুরনিগম
- আদালতের স্থগিতাদেশের দাবি তুলে উচ্ছেদ অভিযানে বাধা ব্যবসায়ীদের
- পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশবাহিনী ও আধাসেনা
- বেআইনি দোকানগুলি কীভাবে ট্রেড লাইসেন্স পেল, প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ীরা

ছদ্মবেশী গ্যাং ফের সক্রিয়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : দিনদুপুরে শহর শিলিগুড়িতে ফের সক্রিয় ছদ্মবেশী গ্যাং! অপারেশন সেরে যেন কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছেন তাঁরা। আগে বারবার মহিলাদের টার্গেট করা হলেও এবার শিকার অশোককুমার ঘোষ নামে মাঝবয়সি এক ব্যক্তি। এরপর তড়িঘড়ি সক্রিয় হয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

শুক্রবার গোষ্ঠ পাল মোড় সংলগ্ন রাস্তায় দুই তরুণ দুটি স্কুটারে সওয়ার হয়ে এসে পেছন থেকে ডাকেন অশোক ঘোষকে। সেই সময় বাজারে যাচ্ছিলেন তিনি। এরপর তাঁকে আরেক তরুণের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। নিজেকে পুলিশকর্তা পরিচয় দিয়ে ওই তরুণ বলেন, 'এখানে এক্ষুনি একটি ছিনতাই হয়েছে। পুলিশ চারদিকে তদন্ত করছে।' এরপরই অশোকের হাতে থাকা সোনার আংটি, গলায় থাকা চেন খোলার নির্দেশ দেন তিনি। অশোক বলেন, 'সোনার আংটিগুলো খুলে প্রথমে পকেটে ঢোকানোর চেষ্টা করি। তখনই ওই তরুণ একটি কাগজ দিয়ে সেটার মধ্যে আংটিগুলো রাখতে বলেন। এরপর পুলিশ পরিচয় দেওয়া তরুণ কাগজ অদলবদল করেন। বিষয়টা বুঝে ওঠার আগেই ওঁরা স্কুটারে চেপে পালিয়ে যান।'

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রবীর দত্ত ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি নির্মল দাস এদিন ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। মনে করা হচ্ছে, আগে থেকেই রেইকি করে অপারেশন চালানো হয়। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে স্কুটারের নম্বর প্লেট শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাসুদেব সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'প্রশাসনের উচিত অভিযুক্তদের দ্রুত পাকড়াও করা।'

রংদার

গন্ধবিচার

নাক শুধু শ্বাসই নেয় না, সমাজ আর ভূগোলকেও চেনে খুব ভালোভাবে। ডুয়ার্সের বুনো টান, তিস্তার পলি কিংবা চায়ের সুবাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক বহুস্তরীয় ইতিহাস, গায়ে লেগে থাকে গন্ধের সামাজিক রাজনীতি। পুঁজিবাদ মেহনতি মানুষের গায়ের ঘামকে 'দুর্গন্ধ' বলে ব্রাত্য করলেও কর্পোরেট পারফিউমকে দেয় 'আভিজাত্য'র তকমা। আজ স্ক্রিন আর এআই-এর ভার্চুয়াল ভিড়ে মানুষ হারাচ্ছে নতুন বই বা প্রিয়জনের গায়ের চেনা ঘ্রাণ।

প্রচ্ছদ কাহিনী সুদেষ্ণা মৈত্র, অভিষেক ঝা ও অরিন্দম ঘোষ

রম্যরচনা চিরদীপা বিশ্বাস

ছোটগল্প অতনু বিশ্বাস

অণুগল্প জিকেল দে ও উৎপল সরকার

কবিতা রানা সরকার, আজিজুল হক ও মাল্যবান মিত্র

কেন্দ্র-রাজ্যের প্রকল্পে মনোযোগী মেয়র

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও পুরসভার দায়িত্ব থেকে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা অব্যাহতি নিতে শুরু করেছেন। তবে শিলিগুড়ি শহরে ধরা পড়ছে অন্য ছবি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব এখন রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কোমর বেঁধে নেমেছেন। শুক্রবার পুরনিগমের অধিবেশন কক্ষে ডেপুটি মেয়র, মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলারদের নিয়ে মেয়র একটি বিশেষ বৈঠক করেন। পুরনিগমের অধীনে থাকা পাঁচটি বরোর আধিকারিকরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ পুরকর্মীদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন গৌতম। অনেকে মনে করছেন, রাজ্য সরকারের গুড বুকে নাম লেখাতে এই পদক্ষেপ। এছাড়া তাঁর কাছে আর উপায় নেই।

যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র বলেন, 'আমি একটা দর্শনে বিশ্বাস করি। সেই দর্শনে সরকারের কোনও ধর্ম হয় না। তাই যেসব সরকারি প্রোগ্রাম এসেছে সেগুলি সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে করার চেষ্টা করব। গুড কিংবা ব্যাড বুকের কোনও বিষয় নেই। আমরা দেখাতে চাই শিলিগুড়ি পুরনিগম সব কাজ ভালোভাবে করে।'

এদিনের বৈঠকে যোগ দিবসের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ছাড়া মেয়র জানান, বর্তমান সময়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওপর রাজ্যের নজর থাকবে। তাই জড়তা রাখলে চলবে না। প্রতিটি সরকারি প্রকল্পের কাজ ভালোভাবে করে দেখাতে হবে। এমনকি প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে ছবি ও ভিডিও তুলে রাখার নির্দেশ দেন তিনি। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখতে চান না তিনি। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পুরনিগমের নিজস্ব তহবিল থেকে সব কাজ করা হবে বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মেয়র।

চলতি বছর পুরনিগমের তরফে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির তালিকায় নাম রয়েছে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের। পুরনিগম সূত্রে খবর, এতদিন বিধায়ক পদে থাকলেও শংকর পুরনিগমের কোনও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেতেন না।

চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে তিনদিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবির বসতে চলেছে। শিলিগুড়ি পুর এলাকার পাঁচটি বরোতে পৃথক শিবির হবে। প্রতিটি শিবিরে সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি পুরকর্মীরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, কটাক্ষের সুরে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'তৃণমূল সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে পুরনিগম কোনও সহযোগিতা করেনি। এখন চাপে পড়ে করতে বাধ্য হয়েছে।'

> আমি একটা দর্শনে বিশ্বাস করি। সেই দর্শনে সরকারের কোনও ধর্ম হয় না। তাই যেসব সরকারি প্রোগ্রাম এসেছে সেগুলি সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে করার চেষ্টা করব। গুড কিংবা ব্যাড বুকের বিষয় নেই। আমরা দেখাতে চাই শিলিগুড়ি পুরনিগম সব কাজ ভালোভাবে করে।
>
> গৌতম দেব

ডেঙ্গি মোকাবিলায় ম্যারাথন বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : শুক্রবার পুরনিগমের সভাকক্ষে মেয়র পারিষদদের নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক সারলেন মেয়র গৌতম দেব। মে মাসে মেয়র পারিষদদের বৈঠক এড়ালেও এদিনের বৈঠকে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের উপস্থিতি নজরে এসেছে। ম্যারাথন বৈঠকে ডেঙ্গি মোকাবিলা সহ জরুরি পরিষেবা ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেইসঙ্গে শহরের উন্নয়ন ইস্যুতেও একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। ২২ জুন ফের মেয়র পারিষদদের বৈঠক বসবে।

সুস্থ অশোক ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১২ জুন : অনেকটাই সুস্থ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্য। শনিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে বলে পারিবারের তরফে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি বাড়িতে পড়ে গিয়ে কপালে গুরুতর আঘাত পান তিনি। চলতি সপ্তাহে সোমবার মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর বুকে পেসমেকার বসানো হয়। তবে এখন তিনি স্থিতিশীল বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

হাসপাতালের নালায় জমছে অসুখের ভয়

ইসলামপুর, ১২ জুন : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের নিকাশি ব্যবস্থাকে অচল করে নালায় জমেছে আবর্জনার স্তূপ। তার ওপর উড়ছে মশা, মাছি, পোকামাকড়। পাশেই রয়েছে বেশ কিছু খাবারের দোকান। দোকানের উন্মুক্ত খাবারে বসছে সেই মশা, মাছি। সেই খাবার খাচ্ছেন রোগী ও তাঁদের পরিজন। অসুখ কমার বদলে বাড়ছে। সব দেখেও চুপ হাসপাতাল প্রশাসন।

হাসপাতাল চত্বরেই রয়েছে বহু খাদ্যসামগ্রীর দোকান। সেখান থেকেই মূলত রোগী এবং তাঁদের পরিজন খাবার কিনে থাকেন। দোকানদাররা রান্নাবান্না এবং বাসনপত্র ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত জল সামনের নালায় ফেলছেন। আবার সেই নালার ধারেই রান্নার কাজে ব্যবহৃত আসবাবপত্র মাজাঘষা করছেন। সব মিলিয়ে চরম অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কথা, হাসপাতালের নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য পিডব্লিউডি সিভিল দপ্তরকে বহুবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও উত্তর মেলেনি এখনও। তবে নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক হলে হাসপাতাল অনেকটাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।

হাসপাতাল চত্বরের দোকানদার দিলকিস বেগমের কথা, 'আবর্জনার কারণে হাসপাতালে আসা মানুষ আমাদের দোকান থেকে খাদ্যসামগ্রী কিনতে চান না। এতে আমাদের ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের রান্নার কাজে ব্যবহৃত জল ফেলার কোনও জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে হাসপাতালের নালায় আমাদের জল ফেলতে হয়।'

আবেগঘন গোল মৃত্যুঞ্জয়ী জিমেনেজের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বাপ্পাদিত্য সাহা

মেক্সিকো-২ (কুইনোনেস, জিমেনেজ)
দক্ষিণ আফ্রিকা-০

মেক্সিকো সিটি, ১২ জুন : অ্যাজটেকা স্টেডিয়াম থেকে যখন বেরিয়ে আসছি, মেক্সিকো সিটির আকাশ তখন সন্ধের অন্ধকারে ঢাকতে শুরু করেছে। কিন্তু চারপাশের আলো আর শব্দের দাপট দেখে কে বলবে যে রাত নামছে! সারাদিনের রোদ আর সাত হাজার ফুটের বেশি উচ্চতাকে হারিয়ে মাঠের ভেতরে মেক্সিকান ফুটবলাররা যে আগুনটা জ্বালিয়েছেন, মাঠের বাইরে এখন তারই উদযাপন চলছে।

অথচ কিক অফের কয়েক ঘণ্টা আগেও মেক্সিকো সিটির চিত্রটা অন্যরকম ছিল। স্টেডিয়ামের বাইরে তখন শিক্ষক সংগঠনের তুমুল বিক্ষোভ, পেনশন নীতির প্রতিবাদে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি আর ‘ফিফা গো হোম’ প্ল্যাকার্ড। কিন্তু স্টেডিয়ামের গেট পেরোতেই যেন একটা অন্য জাদুকরী দুনিয়া। কিক অফের পাঁচ ঘণ্টা আগে থেকেই শহরের ট্রাফিক পুরো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই থমকে থাকা রাস্তায় লুচা লিব্রে কুস্তিগির, মায়ান যোদ্ধা আর কঙ্কালের মুখোশ পরা সমর্থকদের অদ্ভুত এক বর্ণময় মিছিল আমাকে বারবার অবাক করছিল।

ফুটবলকে কেন লাতিন আমেরিকার মানুষ ধর্মের মতো পুজো করে, সেটা গত রাতে এই ম্যাচটা না দেখলে বোঝা মুশকিল। ম্যাচের ৭ মিনিটের মাথায় যখন গ্যালারির হাজার হাজার গলা মিলিয়ে মেক্সিকানদের অঘোষিত জাতীয় সংগীত ‘সিয়েলিতো লিন্দো’-র সুর ধরল, আমার বুকের খাঁচায় রীতিমতো কাঁপন ধরেছিল। ঠিক দুই মিনিট পর, অর্থাৎ ৯ মিনিটের মাথায় হুলিয়ান কুইনোনেস যখন দক্ষিণ আফ্রিকার গোলরক্ষকের দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে বল জালে জড়ালেন, অ্যাজটেকা ফেটে পড়ল। উচ্ছ্বাসের চোটে ওপরের দিকের গ্যালারি থেকে আক্ষরিক অর্থেই বিয়ার আর কার্ডবোর্ডের সোমব্রেরো টুপির বৃষ্টি শুরু হল।

তবে এই ম্যাচের সবচেয়ে আবেগঘন

তিন লাল কার্ডের নাটকীয় ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু মেক্সিকোর

মুহূর্তটা এল ৬৭ মিনিটে। রবার্তো আলভারাদোর মাপা ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে রাউল জিমেনেজ যখন মেক্সিকোর দ্বিতীয় গোলটা করলেন, গোটা স্টেডিয়াম একসঙ্গে লাফিয়ে উঠেছে। জিমেনেজ ছুটতে ছুটতে আকাশের দিকে আঙুল দেখালেন, দুই চোখ বেয়ে তখন জল নামছে। গত মার্চেই বাবাকে হারিয়েছেন তিনি। ২০২০ সালে মাঠে মাথার খুলি ফেটে গিয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এই স্ট্রাইকারের কাছে এটা শুধু একটা গোল ছিল না, জীবনের অন্যতম সেরা প্রত্যাবর্তন ছিল। দেশের হয়ে ১২৫ নম্বর ম্যাচে ৪৬তম গোল করে তিনি এখন মেক্সিকোর ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক গোলস্কোরার।

এই ম্যাচ যেমন আবেগের, তেমনই আবার লাল কার্ডের ছড়াছড়ির জন্যও মনে রাখা হবে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে (৪৯ মিনিট) সিফেফেলো সিথোলে এবং পরে ৮৪ মিনিটে থেম্বা জওয়ানে লাল কার্ড দেখায় দক্ষিণ আফ্রিকা নয়জনের দলে পরিণত হয়। আবার ইনজুরি টাইমে মেক্সিকোর অধিনায়ক সিজার মন্তেসও লাল কার্ড দেখেন।

ম্যাচ শেষে তাসকুইনিয়া মেট্রো স্টেশনের দিকে হাঁটা লাগালাম। রাস্তা পেরোতেই দুই ঘণ্টা লেগে গেল। ট্যাকো আর চুরোসের দোকানে উপচে পড়া ভিড়। একদল তরুণ মেক্সিকান বিশাল সোমব্রেরো টুপি মাথায় গলা ফাটিয়ে স্প্যানিশ গান ধরেছে। মেট্রোর ভেতরে আলাপ হল কার্লোস নামের এক বয়স্ক সমর্থকের সঙ্গে। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ‘গত তিরিশ বছর ধরে এই দলের খেলা দেখছি। আজ মনে হল, উচ্চতা বা গরম নয়, এই আবেগটাই আমাদের আসল শক্তি।’

জোকালো চত্বরে ফ্যান ফেস্টের সামনে তখন বিশাল মারিয়াচি ব্যান্ড বাজছে। কর্পোরেট ইঁদুরদৌড় আর ল্যাপটপের পর্দার বাইরে সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস দেখে বারবার মনে হচ্ছিল, ফুটবল সত্যিই জাদুকরী ভাষা। এই জয় মেক্সিকানদের কাছে শুধু জয় নয়, অস্তিত্বের উদযাপন। অন্তত মেক্সিকো সিটির আজকের রাতের চেহারাটা সেটাই বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে।

ভয়ংকর স্মৃতি

- ২০২০ সালে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের হয়ে খেলার সময় রাউল জিমেনেজের মাথার খুলি ফেটে যায়।
- ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে হেড দিতে গিয়ে আর্সেনালের দাভিদ লুইসের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

৬৭ মিনিটে গোল করে মেক্সিকোর জয় নিশ্চিত করার পর রাউল জিমেনেজ। অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে এএফপি-র তোলা ছবি।

হলিউডের চেনা রাস্তায় আজ ফুটবলের অচেনা স্পন্দন

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১২ জুন : সান্তা মণিকার হাওয়ায় এখন আর শুধু সমুদ্রের নোনা গন্ধ নেই, মিশে আছে বারুদ আর ঘামের এক অদ্ভুত প্রত্যাশা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নিয়ন আলোর নীচে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে স্প্যানিশ আর ইংরেজির এক অদ্ভুত ককটেল। হলিউডের এই শহরে রুপোলি পর্দার জন্য চিত্রনাট্য তৈরি হয় রোজ, কিন্তু শুক্রবার রাতের লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়াম কোনও বাঁধাধরা স্ক্রিপ্ট মানতে নারাজ। শহরের কংক্রিটের বুক চিরে যখন আমেরিকার টিম বাস এগোবে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম লড়াইয়ে নামতে, তখন এগারোজন ফুটবলারের কাঁধে ভর করবে একটা গোটা দেশের স্বপ্ন। আর সিলিকন ভ্যালিতে বসে ডেটার পাহাড় ঘাঁটা আমার মতো এক প্রযুক্তিবিদও জানে, ফুটবলের এই কাঁচা আবেগকে কোনও অঙ্কে বা অ্যালগরিদমে বেঁধে রাখা যায় না।

ম্যাচের আগে ড্রেসিংরুমে শিরা ফোলানো কোনও ভাষণ? রোমহর্ষক কোনও মন্ত্র? আমেরিকার কোচ মরিসিও পচেত্তিনো সটান উড়িয়ে দিয়েছেন সেই সম্ভাবনা। সাংবাদিকদের তাঁর সাফ কথা- বড় বড় মোটিভেশনাল স্পিচের দিন শেষ। তাঁর কথায় লুকিয়ে আছে এক নির্মম বাস্তববাদ, যা এই গ্ল্যামার শহরের ঠিক বিপরীত মেরুর। প্যারাগুয়ের কোচ গুস্তাভো আলফারোর দলকে তিনি মেপেই রেখেছেন। পচেত্তিনোর মতে, ফুটবলারদের এখন দরকার নিখুঁত মানসিক প্রস্তুতি। ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ঘাম ঝরানোর কাজ শেষ, ম্যাচের আগের রাতে এখন শুধুই স্নায়ু ধরে রাখার পরীক্ষা। ক্রিস রিচার্ডস ফিট হয়ে ওঠায় প্রথম একাদশ সাজাতে তাঁর হাতে এখন পুরো ক্যানভাসটাই মজুত।

স্ট্যান্ডে বসে এই স্নায়ুর যুদ্ধ দেখবেন প্রাক্তন মার্কিন কোচ গ্রেগ বেরহাল্টার। তাঁর চোখেমুখে এখন ১৯৯৪ বিশ্বকাপের নস্টালজিয়া আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সেবার এই দেশেই শুরু হয়েছিল এক নিঃশব্দ বিপ্লব, যার চূড়ান্ত ফসল আজকের মেজর লিগ সকার এবং লিওনেল মেসির মতো মহাতারকার উপস্থিতি। তবে বারহাল্টারের কাছে আজকের দিনটা এক ঘোর ব্যক্তিগত আবেগেরও। মাঠে নামতে চলা স্কোয়াডে রয়েছেন তাঁরই ছেলে সেবাস্তিয়ান। ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ বা ওয়েস্টন ম্যাককেনিদের সঙ্গে নিজের ছেলেকেও দেশের জার্সিতে লড়তে দেখার এই মুহূর্ত, হলিউডের যে কোনও আবেগমথিত সিনেমাকেও হয়তো অনায়াসে হার মানাবে।

তবে এমন এক ঐতিহাসিক রাতে ভিআইপি বক্সে থাকছেন না দেশের প্রথম নাগরিক। টাস্ক ফোর্সের সিইও অ্যান্ড্রু জুলিয়ানি জানিয়েছেন, ঠাসা কর্মসূচির কারণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজ স্টেডিয়ামমুখো হচ্ছেন না। তাঁর বদলে বিদেশসচিব মার্কো রুবিও সহ অন্য শীর্ষ কর্তারা থাকবেন। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টও অবশ্য নিজেদের প্রথম ম্যাচে গ্যালারিতে যাননি। তবে ট্রাম্পের এই অনুপস্থিতি লস অ্যাঞ্জেলেসের পথের ধুলোয় তৈরি হওয়া ফুটবলের এই গণ উন্মাদনায় এতটুকু আঁচড় কাটতে পারেনি। শহরের আকাশ ফুঁড়ে ওঠা ফ্লাডলাইটের নীচে এখন শুধুই অপেক্ষার প্রহর। একটা বাঁশির শব্দ, আর তারপরেই শুরু হয়ে যাবে ফুটবলের সেই আদিমতম লড়াই, যেখানে প্রযুক্তির চেয়েও অনেক বেশি কথা বলে ঘাসের গন্ধ আর গ্যালারির গর্জন।

মায়ামি বিচে উৎসবের মেজাজে জায়েন্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ দেখলেন দর্শকরা। ছবি : এএফপি

উধাও ফিফার স্বেচ্ছাসেবীরাও

আমেরিকায় সাম্বার দেখা নেই

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১২ জুন : ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ঠিক উলটোদিকে পেন স্টেশন। আর সন্ধে নামতেই সেখানে যেন থিকথিকে জনসমুদ্র!

বিশ্বকাপের শহরে পা রাখার পর থেকে রাস্তাঘাট, বিমানবন্দর বা স্টেশন- সর্বত্রই প্রচুর ভারতীয়র দেখা মিলছে। এদিন হাডসন নদীর ধারে পাথ এক্সচেঞ্জ মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে যখন টিকিট কাউন্টারে লোক না দেখে অথই জলে পড়েছি, ঠিক তখনই ত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন এক প্রবাসী ভারতীয় মহিলা। গেটের সেন্সরে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ছুঁইয়ে মাত্র তিন ডলারে যাতায়াতের রাস্তাটা তিনিই বাতলে দিলেন। তিন ডলারের মেট্রোয় দিব্যি শহরের নানা প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া গেলেও, পেন স্টেশনে এসে ট্রেনে চাপলেই পকেটে টান। চার-পাঁচটা স্টেশন পেরোতেই ভাড়া গুনতে হচ্ছে ১৬ থেকে ২০ ডলার!

ভাড়া আকাশছোঁয়া হলেও এই ট্রেনগুলির চরিত্র কিন্তু একেবারেই আমাদের কল্যাণী বা বনগাঁ লোকালের মতো। অত্যন্ত ধীরগতিতে চলে, সঙ্গে বিনা টিকিটের যাত্রীদের অবাধ আনাগোনা। টিকিট চেকার ধরলে তর্কাতর্কি হয় ঠিকই, তবে কড়া শাস্তির কোনও ভয় নেই। ট্রেন লেট করার রোগও রয়েছে পুরোদস্তুর। বাসের অবস্থাও তথৈবচ। প্রবল ঘোরালো পথে ঢিমেতালে চলে বলে খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাসমুখো হন না। এখানকার মানুষের কাছে তাই ব্যক্তিগত গাড়িই যাতায়াতের প্রধান ভরসা।

তবে বিশ্বকাপের কিক অফের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মেট্রো আর ট্রেনে হঠাৎই ভিড় বেড়েছে। আর সেই চাপ সামলাতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে প্রশাসনের। শুধু ট্রেন বা বাস নয়, হাডসন নদীর ফেরি ঘাটগুলিতেও প্রচুর মানুষের জমায়েত। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে নিউ জার্সি ট্রানজিটের সিইও ইতিমধ্যেই তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, ‘আমাদের আরও বড় বোট লাগবে।’ মেটলাইফ স্টেডিয়ামে খেলা শেষ হওয়ার পর পেন স্টেশনকে জনবিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচাতে কয়েক জোড়া বাড়তি লঞ্চের পাশাপাশি অতিরিক্ত ৫০০ বাসেরও বন্দোবস্ত করে রাখছে প্রশাসন।

এদিন শহরে মূলত চোখে পড়ল হলুদ জার্সির ব্রাজিলীয় সমর্থক, আর অবশ্যই গত বিশ্বকাপের চমক মরক্কোর ফ্যানদের। তবে একটা ব্যাপার বেশ অবাক করার মতো। জায়গা বদলের সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল ভক্তদের চরিত্রও যে বদলে যায়, নিউ জার্সি না এলে হয়তো বিশ্বাস হত না! গায়ে জার্সি থাকলেও ফুটবল বিশ্বকাপের সেই চেনা বাঁধনছাড়া উচ্ছ্বাস, নাচাগানা বা পাগলামির বড্ড অভাব।

তবে এসবের চেয়েও যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে লাগছে, তা হল ফিফার স্বেচ্ছাসেবীদের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। প্রতি বিশ্বকাপেই বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবীরা বিমানবন্দর, স্টেশন বা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন পথনির্দেশিকা নিয়ে। আর এবার খোদ মেটলাইফ স্টেডিয়াম চত্বরেও একজন ভলান্টিয়ারের দেখা মিলল না! মূল শহরেই যখন এই হাল, তখন শহরতলি বা প্রায়-গ্রাম এলাকাগুলোর কথা তো ছেড়েই দেওয়া ভালো। দিকভ্রান্ত সমর্থকদের রাস্তা দেখানো থেকে শুরু করে পুরো শহরের ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কাদের হাতে, তা নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা রয়েছে। তাই সব মিলিয়ে আগামী ৪০ দিন বিশ্বকাপ কতটা সুশৃঙ্খলভাবে এগোবে, তার পুরো দায়ভার এখন শুধু স্থানীয় প্রশাসনের কাঁধেই।

অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামের বাইরে উদ্বোধনী ম্যাচের সময় শিক্ষক সংগঠন বিক্ষোভ দেখায়। পেনশন নীতির প্রতিবাদে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির মাঝে শিক্ষকরা তুলে ধরেন ‘ফিফা গো হোম’ প্ল্যাকার্ড।

জলপানের নামে বিজ্ঞাপনী বিরতি

মেক্সিকো সিটি, ১২ জুন : ফুটবলারদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এবার থেকে প্রতিটি অর্ধে ৩ মিনিটের ‘হাইড্রেশন ব্রেক’ বা জলপানের বিরতি বাধ্যতামূলক করেছে ফিফা। কিন্তু ভক্তদের অভিযোগ, খেলোয়াড়দের কথা ভেবে নয়, সম্প্রচারকারী চ্যানেলগুলিতে বিজ্ঞাপন দেখানোর সুযোগ করে দিতেই এই নতুন নিয়ম! আর সেই আশঙ্কাই একেবারে সত্যি হল। ফক্স স্পোর্টস বিজ্ঞাপনের চক্করে মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের বেশ কয়েক সেকেন্ডের লাইভ অ্যাকশনই মিস করে বসল। প্রাক্তনী কার্লি লয়েড থেকে শুরু করে সাধারণ সমর্থক- ফুটবলের এই ‘চার কোয়ার্টার’ হয়ে যাওয়া কেউই ভালোভাবে মেনে নিতে পারছেন না।

ক্লাসরুমে কামাভিঙ্গা

বোস্টন, ১২ জুন : দিদিয়ের দেশঁর বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি। তাতে কী? রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি তারকা এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা ফুটবল মাঠের বদলে আপাতত মন দিয়েছেন পড়াশোনায়! ফ্রান্স দল যখন ম্যাসাচুসেটসে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ঘাম ঝরাচ্ছে, সেখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে বিখ্যাত হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে ‘বিজনেস অফ এন্টারটেইনমেন্ট’ নিয়ে একটি শর্ট কোর্স করে ফেললেন এই ২৩ বছরের মিডফিল্ডার। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের শংসাপত্র হাতে ছবিও পোস্ট করেছেন তিনি।

ইউরোপের দম্ভ চূর্ণ

এশীয় ফুটবলের নতুন হুংকার কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়াকে সমতায় ফিরিয়ে হোয়াং ইন-বিওম।

দক্ষিণ কোরিয়া-২ (হোয়াং, ওহ)
চেক প্রজাতন্ত্র-১ (ক্রেজচি)

> আমার বেশ ভালো জ্বর ছিল, আদৌ মাঠে নামতে পারব কি না, নিশ্চিত ছিলাম না। দলের চিকিৎসক এবং সাপোর্ট স্টাফদের অনেক ধন্যবাদ। বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে খেলতে পারাটাই বিশাল ব্যাপার। আর গোল করে দলকে জেতাতে পেরে আমি সত্যিই খুব খুশি।
> -ওহ হিউন-গিউ

গুয়াদালাহারা, ১২ জুন : বিশ্বকাপের মঞ্চে এশীয় দলগুলি এখন আর কেবল সহজ প্রতিপক্ষ নয়, বরং শিরোপার অন্যতম দাবিদার। মেক্সিকোর গুয়াদালাহারা স্টেডিয়ামে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার ২-১ গোলের লড়াকু জয় বিশ্ব ফুটবলকে সেই বার্তাই দিল। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে জার্মানি এবং ২০২২ সালে পর্তুগালের পর এই নিয়ে টানা তিন বিশ্বকাপে ইউরোপীয় প্রতিপক্ষকে হারাল তারা। একইসঙ্গে ২০১০ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেয়ে ১৬ বছরের খরাও কাটাল এশীয় জায়েন্টরা।

প্রথমার্ধে ম্যাড়ম্যাড়ে ফুটবলের পর দর্শকদের দুয়ো শুনে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল দুই দলকেই। ৫৯ মিনিটে লম্বা থ্রো ইন থেকে দুর্দান্ত হেডারে চেক প্রজাতন্ত্রকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক লাদিস্লাভ ক্রেজচি। তবে এরপরই শুরু হয় কোরিয়ার অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন। ৬৭ মিনিটে দুর্দান্ত বডি ফেইন্টে দুই চেক ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বুলেট শটে দলকে সমতায় ফেরান হোয়াং ইন-বিওম। ৮০ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে তাঁরই মাপা ক্রস থেকে জয়সূচক গোলটি করেন পরিবর্ত স্ট্রাইকার ওহ হিউন-গিউ।

ম্যাচের আসল নায়ক ওহ মাঠে নেমেছিলেন প্রবল জ্বর গায়ে নিয়ে! ম্যাচ শেষে এই স্ট্রাইকার বলেছেন, ‘আমার বেশ ভালো জ্বর ছিল, আদৌ মাঠে নামতে পারব কি না, নিশ্চিত ছিলাম না। দলের চিকিৎসক এবং সাপোর্ট স্টাফদের অনেক ধন্যবাদ। বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে খেলতে পারাটাই বিশাল ব্যাপার। আর গোল করে দলকে জেতাতে পেরে আমি সত্যিই খুব খুশি।’ অন্যদিকে, বর্তমান এলএএফসি তারকা ও দলের অধিনায়ক সন হিউং-মিন এদিন বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করায় বিশ্বকাপের সর্বাধিক এশীয় গোলদাতা হওয়ার রেকর্ডটি আপাতত গড়তে পারলেন না।

কোরিয়ান কোচ হং মিউং-বো দলের লড়াকু মানসিকতার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘ছেলেরা এক মুহূর্তের জন্যও হাল ছাড়েনি। ১-১ অবস্থাতেও ছেলেদের আক্রমণাত্মক খেলাটা চালিয়ে যেতে বলেছিলাম।’ ৭৭ মিনিটে টমাস সৌসেকের একটি হেডার অফসাইডের কারণে বাতিল না হলে চেক দল সমতায় ফিরতেও পারত। তবে চেক কোচ মিরোস্লাভ কৌবেক স্বীকার করেছেন, অপেক্ষাকৃত ভালো দলটিই আজ জিতেছে এবং তাঁদের কিছু ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে। এই জয়ে গ্রুপ ‘এ-তে বেশ সুবিধাজনক জায়গায় থাকল কোরিয়া।

সুইস অভিজ্ঞতার সঙ্গে লড়াই কাতারের

সান ফ্রান্সিসকো, ১২ জুন : ২০২২ সালে আয়োজক দেশ হিসাবে ফিফা বিশ্বকাপে আত্মপ্রকাশ। এবার যোগ্যতা অর্জন পর্বের বাধা পেরিয়ে ফুটবল বিশ্বযুদ্ধের মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছে সেই কাতার। স্প্যানিশ কোচ হুলেন লোপেতেগুইয়ের হাত ধরে গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে নকআউটে জায়গা করে নেওয়াই তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে কাতারের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি। দীর্ঘ সময় ঘরবন্দি থাকতে হয়েছে ফুটবলারদের। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দারুণ আত্মবিশ্বাসী লোপেতেগুই। তিনি বলেছেন, ‘শুধুমাত্র অংশগ্রহণের জন্য বিশ্বকাপে মাঠে নামার কোনও অর্থ নেই। আমরা এখানে লড়াই করতে এসেছি, নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে এসেছি।’

শনিবার বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে কাতারের প্রতিপক্ষ সুইৎজারল্যান্ড। ম্যানুয়েল আকাঞ্জি, গ্রানিথ জাকার মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারে ভরপুর সুইস দল। তবে একঝাঁক নতুন মুখও রয়েছে মুরাত ইয়াকিনের প্রশিক্ষণাধীন সুইৎজারল্যান্ড দলে। ২০২৪ ইউরো কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিলেও তাদের পারফরমেন্স নজর কেড়েছিল। কোচ ইয়াকিন বলেছেন, ‘জাকা, আকাঞ্জি, গ্রেগর কোবেলের মতো ফুটবলাররা আমাদের দলের মেরুদণ্ড।’

ফুটবল বিশ্বে লড়াকু কোচ হিসাবেই পরিচিত লোপেতেগুই। তাঁর প্রশিক্ষণাধীন কাতার দল এই বিশ্বকাপে লড়বে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে। অন্যদিকে এই বিশ্বকাপ সুইস ব্রিগেডের কাছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মঞ্চ।

বিশ্বকাপে আজ

ব্রাজিল বনাম **মরক্কো**
রাত ৩.৩০ মিনিট

হাইতি বনাম **স্কটল্যান্ড**
ভোর ৬.৩০ মিনিট

কাতার বনাম **সুইৎজারল্যান্ড**
রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটট৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

দশ আর উনিশের জ্যামিতি

নিউ জার্সি, ১২ জুন : আটলান্টিকের এপারে, নিউ জার্সির দিগন্ত বিস্তৃত আকাশে এখন শুধু একটা অদৃশ্য মুকুটের ছটফটানি।

হাডসন নদীর ওপার থেকে ভেসে আসা নিউ ইয়র্কের আকাশছোঁয়া ইমারতগুলো যেন অপলকে তাকিয়ে আছে। এই কংক্রিটের জঙ্গল, এই ব্যস্ত রাজপথ, সব কিছুর মাঝেই নিঃশব্দে এক পালাবদলের প্রস্তুতি চলছে। মহাকাশ ছোঁয়া এই দেশটায় এখন প্রতিপক্ষের ট্যাকটিক্সের চেয়েও একটা নাম বেশি ঘুরপাক খাচ্ছে বাতাসে- লিওনেল মেসি। এক মহাতারকা যখন গোধূলির আলোয় দাঁড়িয়ে, তখন তাঁর ফেলে যাওয়া সেই জাদুকরী মুকুট কার মাথায় উঠবে?

উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বার্সেলোনার এক বিস্ময় বালকের ইনস্টাগ্রাম স্টোরি। লামিনে ইয়ামাল। ছবিতে দুটি জার্সি পাশাপাশি শুয়ে আছে নিখুঁত জ্যামিতিতে। আর্জেন্টিনার দশ নম্বর আর স্পেনের উনিশ নম্বর। লা মাসিয়া থেকে উঠে আসার পর থেকেই এই ছেলেটার গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে এক অলিখিত প্রত্যাশার চাপ। ওই দুই জার্সি পাশাপাশি রেখে ইয়ামাল কি শুধু নিজের আইডলকে সম্মান জানালেন, নাকি নিঃশব্দে চেয়ে নিলেন বিশ্বজয়ের সেই মহাজাগতিক সৌভাগ্য? ইয়ামাল মুখে বলছেন বটে, 'আমার কাছে ফুটবল ইতিহাসে মেসিই সর্বকালের সেরা। আমি ওঁর মতো লেজেন্ডের সঙ্গে তুলনার মানেই বুঝি না। আমি শুধু নিজের রাস্তাটা তৈরি করতে চাই।' কিন্তু এই ফুটবল-পাগল পৃথিবী কবেই বা যুক্তির ধার ধেরেছে? তারা তো শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে নতুন এক জাদুকরকে খুঁজছে।

কংক্রিটের অরণ্যে লাতিন জাদুকরের ছায়া খুঁজছে ফুটবল

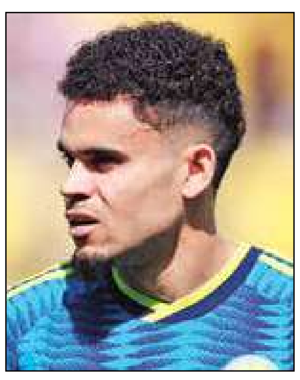

লামিনে ইয়ামাল (বাঁয়ে) ও কলম্বিয়ার লুইস দিয়াজের মধ্যে লিওনেল মেসির উত্তরসূরি খুঁজছে ফুটবলবিশ্ব।

ইয়ামালকে নিয়ে যখন এত হইচই, ঠিক তখনই গোকুলে বাড়ছেন অন্য এক লাতিন আমেরিকান। আমজনতার কোলাহল আর ফ্ল্যাশলাইটের ঝলকানি থেকে বেশ কিছুটা দূরে, নিঃশব্দে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করছেন কলম্বিয়ার লুইস দিয়াজ। হুলিয়ান আলভারেজরা যখন সাময়িক স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েও নিভে যান তখন দিয়াজ যেন এক শান্ত ঘাতক।

সদ্য বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দেওয়ার পর থেকেই পরিসংখ্যানের পাতায় তিনি নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছেন। ২৬টা গোল আর ১৯টা অ্যাসিস্ট- সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই পরিসংখ্যান নিছকই কোনও সংখ্যা নয়, একটা নিঃশব্দ হুংকার। কনমেবল যোগ্যতা অর্জন পর্বেও তাঁর নামের পাশে সাতটা গোল, খোদ মেসির চেয়ে মাত্র একটা কম! ইউরোপের প্রথম পাঁচটা লিগের মধ্যে গোল আর অ্যাসিস্ট মিলিয়ে তিনি এখন ছয় নম্বরে। এবারের কোনও লাতিন আমেরিকান ফুটবলার এই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেননি।

লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার দশ নম্বর জার্সির ১ ও নিজের স্পেনের উনিশ নম্বর জার্সির ৯ মিলিয়ে সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি পোস্ট করেন লামিনে ইয়ামাল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই নীরবতাতেই তৃপ্ত বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি থেকে শুরু করে কলম্বিয়ার কোচ নেস্টর লরেঞ্জো। কিন্তু হ্যারি কেনের মতো জাত স্ট্রাইকার যখন সতীর্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছেন, 'ও বিশাল জায়গা তৈরি করে প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলে, ডিফেন্ডাররা ওকে সামলাতে ভয় পায়', তখন বুঝতে হবে এই দিয়াজ আসলে কতটা ভয়ংকর। মেসির মতো মাঠে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর বিলাসিতা তাঁর নেই, দলের প্রয়োজনে রক্ষণেও নামতে হয় তাঁকে। তবু তিনি নিজের ছন্দে অবিচল।

২৭ জুন মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে হামেস রডরিগেজের পাশে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দলের বিরুদ্ধে দিয়াজের সেই আসল পরীক্ষা। ওই মাহেন্দ্রক্ষণই হয়তো ঠিক করে দেবে, আমেরিকার এই বিশালত্বে কে নিজের নাম খোদাই করে যাবেন। ইয়ামাল না দিয়াজ? উত্তরটা লুকিয়ে আছে সময়ের অন্তহীন অপেক্ষায়।

বাজি ধরা হতে পারে ৫০ বিলিয়ন ডলার

জুয়ার জালে আটক ফুটবলের মহোৎসব

নিউ ইয়র্ক, ১২ জুন : বিশ্বকাপের কিক অফ হয়ে গিয়েছে। হাডসন নদীর নীচ দিয়ে লিংকন টানেল পেরিয়ে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশের পেল্লায় বিলবোর্ডগুলি দেখলে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। ফুটবল বিশ্বকাপ মানে তো আমাদের কাছে নিখাদ আবেগ আর ঘাম ঝরানো লড়াই। বড়জোর চায়ের আড্ডায় বন্ধুদের মধ্যে কয়েকটা মিষ্টির বাজি ধরা। কিন্তু আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে চারপাশে স্পোর্টস বেটিং বা জুয়ার এই রমরমা দেখে বুঝতে পারছি, খেলাটা আর শুধু আবেগের জায়গায় আটকে নেই। এই বিশ্বকাপ হতে চলেছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় 'বেটিং ইভেন্ট।'

আর্থিক পরিষেবা সংস্থা ম্যাকোয়ারির রিপোর্ট বলছে, এবারের বিশ্বকাপে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার বা আনুমানিক ৫০ হাজার কোটি ডলারের বাজি ধরা হবে! অর্থাৎ, প্রতিটি ম্যাচের জন্য গড়ে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বাজি ধরা হবে। ২০২২ সালে কাতারে এই বেটিংয়ের পরিমাণ ছিল ৩৫ বিলিয়ন ডলার। হঠাৎ করে এই বিপুল বৃদ্ধির কারণ কী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবারই প্রথম বিশ্বকাপে ৩২টির বদলে ৪৮টি দল খেলছে। ফলে ৬ সপ্তাহে ম্যাচের সংখ্যা ৬৪ থেকে বেড়ে ১০০ পার করেছে। পাশাপাশি আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকোর মতো দেশে আয়োজিত হওয়ায় টেলিভিশন সম্প্রচারের সময় ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার দর্শকদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হয়েছে।

> *এবারের বিশ্বকাপে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার বা আনুমানিক ৫০ হাজার কোটি ডলারের বাজি ধরা হবে।*
>
> *প্রতিটি ম্যাচের জন্য গড়ে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বাজি ধরা হবে।*
>
> *২০২২ সালে কাতারে এই বেটিংয়ের পরিমাণ ছিল ৩৫ বিলিয়ন ডলার।*

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে খোদ আমেরিকার বিশাল বেটিং বাজার। মাত্র কয়েক বছর আগেও আমেরিকায় স্পোর্টস বেটিং নিয়ে অনেক কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু এখন এখানকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ বৈধভাবে খেলাধুলোয় জুয়া খেলতে পারেন, যা কাতারের সময়ও ছিল মাত্র ৪০ শতাংশ। এই প্রথম আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ বিশ্বকাপের ম্যাচে সরাসরি বাজি ধরার সুযোগ পাচ্ছেন এবং বেটিং অ্যাপগুলি সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে।

কিন্তু এই বিপুল অর্থের ঝনঝনানির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অন্ধকার বাস্তব। জুয়া বিরোধী সংগঠনগুলি ইতিমধ্যে কড়া সতর্কতা জারি করেছে। 'স্টপ প্রিডেটরি গ্যাম্বলিং'-এর ন্যাশনাল ডিরেক্টর লেস বার্নালের মতে, দীর্ঘমেয়াদে ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জন জুয়াড়িই টাকা হারান। তাঁর আশঙ্কা, বিশ্বকাপের এই উন্মাদনার ফাঁদে পড়ে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ তরুণ সর্বস্বান্ত হবেন এবং ভয়ংকর ঋণের জালে জড়িয়ে পড়বেন। একবার স্পোর্টস বেটিংয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, বেটিং সংস্থাগুলি তাদের আরও বেশি আসক্তিমূলক অনলাইন ক্যাসিনো গেমের দিকে ঠেলে দেবে। ব্রিটেনেও দেখা গিয়েছে, জুয়া সংস্থাগুলির আয়ের একটা বড় অংশ আসে সেই সব মানুষের থেকে, যাঁরা সবচেয়ে বেশি টাকা হারান।

পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে, আমেরিকায় অনলাইন 'প্রেডিকশন মার্কেট'-এর ওপরও কড়া নজরদারি শুরু করেছে প্রশাসন, যাতে বেটিংয়ের নামে কোনও বেআইনি বা বিপজ্জনক কাজ না হয়। মাঠের সবুজ ঘাসে এখন বিশ্বের সেরা তারকাদের পায়ের জাদু চলছে ঠিকই, কিন্তু গ্যালারি আর মাঠের বাইরের এই অদৃশ্য জুয়ার মায়াজাল যেন গোটা উৎসবের গায়ে একটা চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিচ্ছে। বলের প্রতিটি পাসের সঙ্গে এখন জড়িয়ে থাকছে লক্ষ মানুষের সর্বস্বান্ত হওয়ার ঝুঁকি।

নিউ ইয়র্কেই মাঠে ফেরার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ব্রাজিলের নেইমার। খবর, প্রথম ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

বাতিল পতাকায় আইনি লড়াই

বিশ্বকাপের গ্যালারিতে প্রাক-বিপ্লব যুগের ইরানি পতাকা ওড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ফিফা। আর এর বিরুদ্ধেই এবার ক্যালিফোর্নিয়ার আদালতে সরাসরি মামলা ঠুকে দিল 'ইনস্টিটিউট ফর ভয়েসেস অফ লিবার্টি' নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাদের দাবি, এই নিষেধাজ্ঞা আসলে বাকস্বাধীনতায় নগ্ন হস্তক্ষেপ। ১৯৭৯ সালের আগের এই পুরোনো পতাকায় সিংহ আর সূর্যের প্রতীক রয়েছে, যাকে 'রাজনৈতিক' আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ করেছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। এখন দেখার বিষয়, আদালতের কড়া হস্তক্ষেপে বিশ্বকাপের মাঠে এই বিতর্কিত পুরোনো পতাকা ওড়ে কি না!

চোট সারিয়ে ফিরছেন ডিবু

আঙুলের চোট সারিয়ে অবশেষে দুই হাতে গ্লাভস গলালেন আর্জেন্টিনার তারকা গোলকিপার এমিলিয়ানো 'ডিবু' মার্টিনেজ ২০ মে ইউরোপা লিগ ফাইনালের আগে ওয়ার্ম আপের সময় ডান হাতের অনামিকায় চিড় ধরেছিল তাঁর। এতদিন স্প্লিন্ট জড়িয়ে এক হাতে গ্লাভস নিয়েই অনুশীলন করছিলেন তিনি। চোটের কারণে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচেও নামতে পারেননি। তবে বৃহস্পতিবার থেকে ফের পুরোদমে অনুশীলন শুরু করেছেন অ্যাস্টন ভিলার এই গোলকিপার। গত বিশ্বকাপের সেরা গোলকিপারকে ঘিরেই আরও একবার স্বপ্ন বুনছেন আর্জেন্টাইন ভক্তরা। ১৬ জুন আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচেই তাঁকে চেনা মেজাজে তেকাঠির নীচে দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশ্বকাপের আগে প্রথমবার গ্লাভস পরে অনুশীলনে আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (ডিবু)। কানসাস সিটিতে শুক্রবার।

আমেরিকায় নো এন্ট্রি, জুটল টিভি

সাধ করে আমেরিকার ভিসা অ্যাপ্লাই করেছিলেন, কিন্তু রিজেক্টেড? মন খারাপের কিছু নেই, অন্তত আপনি যদি আর্জেন্টিনার ফুটবল ভক্ত হন! বিশ্বকাপ দেখার জন্য আমেরিকায় যাওয়ার ভিসা যাঁদের বাতিল হয়েছে, তাঁদের এবার বিনামূল্যে আস্ত টেলিভিশন দিচ্ছে একটি সংস্থা। প্রথম ১০০ জন সমর্থক, যাঁরা ভিসা বাতিলের অকাট্য প্রমাণ দেখাতে পারবেন, তাঁদের হাতেই উঠবে এই ঝকঝকে নতুন টিভি। মাঠে বসে লাইভ খেলা দেখার স্বপ্ন ভাঙলেও, এবার অন্তত নিজের ড্রয়িংরুমে বসেই বিশ্বকাপের উত্তেজনা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন এই আর্জেন্টাইন ফ্যানরা!

এন্ডো নেই, সামুরাইদের ধাক্কা

নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নামার ঠিক তিনদিন আগে জোর ধাক্কা খেল জাপান। পায়ের চোট না সারায় বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেলেন খোদ দলের অধিনায়ক ওয়াতারু এন্ডো। এর সঙ্গেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে চিরতরে আলবিদা জানালেন লিভারপুলের এই ৩৩ বছরের তারকা মিডফিল্ডার। গত ফেব্রুয়ারিতে পায়ের অস্ত্রোপচারের পর থেকেই মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। আপ্রাণ চেষ্টা করেও শেষরক্ষা হল না। তাঁর বদলে দলে ডাক পেয়েছেন স্ট্রাইকার শুতো মাচিনো। সামুরাই ব্লু-দের নতুন অধিনায়ক হয়েছেন ডিফেন্ডার কো ইতাকুরা।

না ফেরার দেশে ব্রিটো

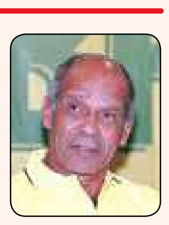

পেলে-মারিও জাগালোর সেই বিখ্যাত ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের আরও এক নক্ষত্রপতন। ৮৬ বছর বয়সে চিরঘুমে পাড়ি দিলেন কিংবদন্তি সেন্টার ব্যাক ব্রিটো। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গত এক সপ্তাহ ধরেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। মেক্সিকো বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সবক'টি ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন এই তারকা ডিফেন্ডার, এনে দিয়েছিলেন কাঙ্ক্ষিত ট্রফি। ১৯৬৪ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হওয়া এই ফুটবলার ছিলেন সেই স্বপ্নের দলের অন্যতম কান্ডারি। তাঁর এই প্রয়াণে শোকের ছায়া ফুটবল মহলে। আগামী শনিবার মরক্কোর বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে সেলেকাওরা।

আইস হকির প্রেমে হাল্যান্ড

১৬ তারিখ ইরাকের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিশ্বকাপের মঞ্চে অভিষেক হতে চলেছে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের। তবে তার আগে ফুটবল পিচ ছেড়ে সোজা আইস হকির গ্যালারিতে খোশমেজাজে পাওয়া গেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটির এই গোলমেশিনকে! সতীর্থদের সঙ্গে ক্যারোলিনা হারিকেন্সের এনএইচএল ম্যাচ দেখতে হাজির ছিলেন তিনি। পরনে ছিল নিজের সিগনেচার ৯ নম্বর জার্সি, আর হাতে তোয়ালে ঘুরিয়ে চুটিয়ে উল্লাস করতেও দেখা গেল তাঁকে। ১৯৯৮ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপে খেলছে নরওয়ে, আর তার আগে হাল্যান্ডদের এই ফুরফুরে মেজাজ কিন্তু বিপক্ষকে বেশ চাপে রাখতেই পারে!

রিচা 'পথ' দেখাচ্ছেন হরমনপ্রীতদের

লন্ডন, ১২ জুন : আরও একটা বিশ্বকাপ। আরও একবার শিরোপা জয়ের হাতছানি। আরও একবার দেশকে গর্বিত করার সুযোগ।

গত বছর ওডিআইয়ে বিশ্বসেরা হয়েছিলেন ভারতের মেয়েরা। এবার লড়াই টি২০ ফর্ম্যাটে সেরা হওয়ার। বিশ্বকাপের আগে দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে ভারত। প্রথম ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে জিতলেও পরের ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হারতে হয়েছে। তবে বিশ্বকাপের আয়োজকদের বিরুদ্ধে রিচা ঘোষের ব্যাটিং টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিয়েছে। দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর বলেছেন, 'দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচ থেকে আমরা আত্মবিশ্বাস পেয়েছি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রিচার ব্যাটিং দলের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক। ও আমাদের মনে এই বিশ্বাসটা জুগিয়েছে, ক্রিজে থাকলে যে কোনও পরিস্থিতিতে আমরা ম্যাচের রং বদলাতে পারি। রিচার ব্যাটিং দেখাটা আনন্দের বিষয়।'

রবিবার বার্মিংহামে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলবেন হরমনপ্রীতরা। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। শুরুতেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চ্যালেঞ্জ সামলাতে তৈরি ভারত। অধিনায়ক হরমনপ্রীতের কথায়, 'বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। আমরা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে চাই।'

এদিকে, শেফালি ভার্মাকে পার্টটাইম বোলার হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেন। তিনি বলেছেন, 'শেফালি বল হাতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। ও উইকেট নিতে সক্ষম। শেফালিকে পার্টটাইম বোলার হিসেবে ব্যবহার করলে দলের ভারসাম্য বাড়বে।' এখন দেখার টিম ম্যানেজমেন্ট প্রাক্তন ইংরেজ তারকার পরামর্শ শোনে কি না।

অবসরে বাইশ গজের 'ভদ্রলোক' উইলিয়ামসন

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : চলতি নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের মাঝেই চমক। ক্রিকেটমহলকে অবাক করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে অবসর নিলেন কেন উইলিয়ামসন। ২০১০ সালে কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট। শুক্রবার ইতি টানলেন ১৬ বছরের বর্ণময় সেই কেরিয়ারে। লর্ডসে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসে রান পাননি (০ ও ১৮)। বাকি দুই টেস্টে না খেলার সিদ্ধান্ত নেন। এর মাঝেই অবসর! পঁয়ত্রিশেই ক্রিকেটকে আলবিদা বাইশ গজের নিপাট ভদ্রলোকের।

অবসর ঘোষণায় উইলিয়ামসন বলেছেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম আরও কিছুদিন চালিয়ে যাব। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে একটাই কথা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল- এটাই উপযুক্ত সময় সরে দাঁড়ানোর। দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবসময় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সাফল্যের খিদে নিয়ে মাঠে নেমেছি। আমি ভাগ্যবান, নিজের শর্তেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারছি।'

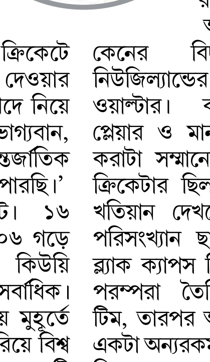

২০১০ প্রথম টেস্ট। ১৬ বছরে ১১০টি ম্যাচে ৫৪.০৬ গড়ে করেছেন ৯৫১৫ রান। কিউয়ি ক্রিকেটারদের মধ্যে যা সর্বাধিক। কেরিয়ারে অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্তে ২০২১ সালে ভারতকে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা। ১৭৫টি ম্যাচে ৭২৫৬, ওডিআই কেরিয়ারও রীতিমতো উজ্জ্বল। পাশাপাশি ৯৩টি টি২০ ম্যাচে করেছেন ২৫৭৫ রান। সবমিলিয়ে ১৯,৩৪৬ রান ও ৪৮টি শতরান।

উইলিয়ামসনের অবসরে নিঃসন্দেহে কিউয়ি ক্রিকেটের অন্যতম সেরা এক অধ্যায়ের অবসান ঘটল। একদা 'ফ্যাব ফোর'-এর অন্যতম তারকার বিশ্বাস, তিনি অবসর নিলেও কিউয়ি ক্রিকেট নিরাপদ হাতেই রয়েছে। বর্তমান দল সাফল্যের সঙ্গে দেশীয় ক্রিকেটরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিদায়ি ভাষণে কেন আরও বলেছেন, 'অত্যন্ত প্রতিভাবান দল। এমন একটা দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটানো স্বপ্নের মতো। তোমরা চিরকাল আমার হৃদয়ে থাকবে।'

২০০৮ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ থেকে একসঙ্গে খেলছেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষের থেকেও বেশি করে বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন উইলিয়ামসন ও বিরাট কোহলি। এদিন কেনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিরাট লিখেছেন, 'তোমার ব্যাটিং, তোমার বিরুদ্ধে খেলা আনন্দ দিত। তুমি প্রতিপক্ষ হলেও আমি আমাদের বন্ধুত্বকে বেশি মনে রাখব। অবসর জীবনের জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

আদ্যপান্ত টিমম্যান কেনের বিদায়ে আবেগপ্রবণ নিউজিল্যান্ডের হেডকোচ রব ওয়াল্টার। বলেছেন, 'স্পেশাল প্লেয়ার ও মানুষ। ওর সঙ্গে কাজ করাটা সম্মানের। কত বড় মাপের ক্রিকেটার ছিল, তা ওর সাফল্যের খতিয়ান দেখলেই পরিষ্কার। কিন্তু পরিসংখ্যান ছাপিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে ব্ল্যাক ক্যাপস ব্রিগেডে নিজস্ব একটা পরম্পরা তৈরি করেছিল। আগে টিম, তারপর অন্যকিছু। দলের মধ্যে একটা অন্যরকম সংস্কৃতি এনেছিল, যা চিরকাল থাকবে আমাদের সঙ্গে।'

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেও ক্রিকেটকে নয়। ইতিমধ্যেই কোচিংয়ের দায়িত্বে নতুন ইনিংসের সূচনাও করে ফেলেছেন। আইপিএলের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি লখনউ সুপার জায়েন্টসের স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইসারের দায়িত্ব পেয়েছেন। অবসরের পর আরও বেশি করে কোচিংয়ে আসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন ঘনিষ্ঠ মহলেও।

এক ঝলকে কেনের কেরিয়ার

ফরম্যাট	ম্যাচ	রান	গড়	১০০	৫০	সর্বাধিক
টেস্ট	১১০	৯৫১৫	৫৪.০৬	৩৩	৩৮	২৫১
ওডিআই	১৭৫	৭৩৫৭	৪৮.৩৮	১৫	৪৭	১৪৮
টি২০	৯৩	২৫৭৫	৩৩.০১	০	১৮	৯৫

অস্তাচলে যশপাল, কোচকে হারালেন মনু

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : অস্তাচলে ভারতীয় শুটিংয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রয়াত প্রাক্তন শুটার 'দ্রোণাচার্য' যশপাল রানা।

'যব মৃত্যু নিশ্চিত হো, স্বয়ং কো আচ্ছে করনে কে লিয়ে সমর্পিত করনা সর্বোত্তম হ্যায়!' লেখাটা এখনও জ্বলজ্বল করছে যশপালের সমাজমাধ্যম বায়োতে। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন নিজেকে ভালো কাজে উৎসর্গ করাই শ্রেয়। স্বল্পায়ু জীবনে এই কথাকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে গিয়েছেন। প্রমাণ তাঁর কাজেই।

মিউনিখ শুটিং বিশ্বকাপ থেকে ফেরার পথে বিমানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ভারতীয় দলের কোচ যশপাল। নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে নামার পর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারও করা হয়। মাঝে অবস্থার উন্নতি হলেও শেষরক্ষা হল না। ৪৯ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন যশপাল। ১৯৭৬ সালে উত্তর কাশীতে জন্ম। '৯৪ সালে জুনিয়ার শুটিং বিশ্বকাপে বিশ্বরেকর্ড গড়ে তাঁর সোনা জয় আন্তর্জাতিক আঙিনায় সাড়া ফেলে দেয়। ১৯৯৪ থেকে ২০০৬- চারটি কমনওয়েলথ গেমসে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যশপাল। ৯টি সোনা রয়েছে ঝুলিতে। যার মধ্যে চারটি জেতেন ২০০২ ম্যাঞ্চেস্টার গেমসেই। ২০০৬ দোহা এশিয়ান গেমসে রীতিমতো চমকে দেন। একই আসরে তিনটি বিভাগে সোনা জেতেন। এশিয়াডে তাঁর প্রথম সোনাজয় অভিষেকেই, ১৯৯৪ সালে। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপেও পদক রয়েছে তাঁর। খেলোয়াড় জীবনে অলিম্পিকের মঞ্চে পদক জিততে না পারা বোধহয় তাঁর একমাত্র আক্ষেপ ছিল। '২৪ সালে প্যারিসে জোড়া পদক জিতে যশপালের সেই স্বপ্নপূরণ করেন ছাত্রী মনু ভাকের। ভারতীয় শুটিং দলের প্রশিক্ষক হিসেবেও সুনাম অর্জন করেন রানা।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে অর্জুন এবং পরবর্তীতে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় তাঁকে। ২০২০ সালে তাঁকে ক্রীড়া প্রশিক্ষক হিসেবে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দ্রোণাচার্য সম্মান দেয় ভারত সরকার। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, 'যশপাল রানা তাঁর অসাধারণ সাফল্যের মাধ্যমে দেশকে গর্বিত করেছেন। এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়।' শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য, ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পিটি ঊষাও।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **স্বপ্না দেবনাথ ভৌমিক** :- আজ তুমি ৫০ বছর পূর্ণ করলে। শুভ জন্মদিনে ঈশ্বরের কাছে তোমার সার্বিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। **জন্ (পুত্র), লি (কন্যা), মনিলাল (স্বামী) হাসপাতাল পাড়া, ময়নাগুড়ি।**

কোহলির পরিবর্তে হয়তো ঈশান

শুভমানদের আজ ২০২৭ বিশ্বকাপের পথ চলা শুরু

ধরমশালা, ১২ জুন : সামনে প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। খেলা দেশের মাটিতে। অথচ, মনন ও ভাবনায় ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ!

২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে, নামিবিয়ার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনও বাকি প্রায় দেড় বছর। এমন অবস্থায় শনিবার থেকে পরবর্তী একদিনের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে শুভমান গিলের ভারত। অন্তত বাস্তব ছবি তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, হার্দিক পান্ডিয়া-আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচের আগে টিম ইন্ডিয়ার নেইয়ের তালিকাটা দীর্ঘ। কেউ রয়েছেন বিশ্রামে। কারও আবার রয়েছে চোট। এমন অবস্থায় ভারতীয় দলে প্রিন্স যাদব, গুরনুর ব্রার, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের উপস্থিতির মধ্যে লুকিয়ে আগামীর ইঙ্গিত। আরও স্পষ্ট করে বললে, আগামীর পরীক্ষার ইঙ্গিত। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ হবে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে। যেখানে ভারতীয় উপমহাদেশের মতো পিচ ও পরিবেশ থাকবে না। রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে সেরাটা দিতে হবে শুভমানদের। বাইশ গজের ক্যারি ও বাউন্সের মোকাবিলা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের। তার আগে বেশ কয়েকজন অনভিজ্ঞ, নতুন মুখকে সুযোগ দিয়ে আগামীর লক্ষ্যে তৈরি রাখা হচ্ছে। অন্তত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা, পরিকল্পনা তেমনই। আগামীকাল ভারত বনাম আফগানিস্তান সিরিজের প্রথম ম্যাচ ধরমশালায়। ২০১৭ সালের পর কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজের একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের আসর বসছে। শুভমান বনাম রশিদ খানের যুদ্ধ নিয়ে আগ্রহ রয়েছে হিমাচলের ধরমশালায়। মনে করা হচ্ছে, বড় রানের ম্যাচ হতে চলেছে আগামীকাল। শুধু তাই নয়, খেলার শুরুর দিকে জোরে বোলারদের জন্য সাহায্য থাকবে পিচে। প্রসিধ কৃষ্ণা, প্রিন্স যাদবদের নিয়ে গড়া অনভিজ্ঞ ভারতীয় পেস আক্রমণ কতটা পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারবে, তা নিয়ে আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ার।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের একমাত্র টেস্টে অনায়াসে জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। যদিও লাল বলের ক্রিকেটের তুলনায় সাদা বলের ক্রিকেটে আফগানরা বরাবরই শক্তিশালী। অভিজ্ঞ রশিদের পাশে রহমানুল্লাহ গুরবাজ, মহম্মদ আল্লাহ গজনফার, হাশমাতুল্লাহ শাহিদিদের মতো সাদা বলের ক্রিকেটে দক্ষ ও অভিজ্ঞ বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার রয়েছেন আফগান দলে। এমন অবস্থায় আগামীকাল মিশন আফগানিস্তানে নামার আগে আজ ভারতীয় দলের বোলিং কোচ মর্নি মরকেল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বলেছেন, ‘নতুন শুরুর জন্য আমরা সবদিক থেকে তৈরি।’

প্রশ্ন হল, সত্যিই কি তাই? রোহিত শর্মা ফিট। তিনি আগামীকাল অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করবেন। কিন্তু তিন নম্বরে কে নামবেন? হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে কাবু কোহলির অনুপস্থিতি ঢাকার দায়িত্ব কে নেবেন? ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, তিন নম্বরে ঈশান কিষানকে নামানোর কথা ভাবা হচ্ছে। দলের বোলিং কোচ মর্নি মরকেলের কথায় অবশ্য অন্য সুর। তিনি ঈশানের পাশে লোকেশ রাহুল, এমনকি যশস্বী জয়সওয়ালকেও তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ের দাবিদার করে দিয়েছেন। বলেছেন, ‘আফগান সিরিজে পরিস্থিতি বুঝে আমরা রোটেশন চালাব। তিন নম্বরে ঈশানের পাশে রাহুল, যশস্বীর কথাও ভাবা হচ্ছে।’

ভারত বনাম আফগানিস্তান
প্রথম ওডিআই
সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : ধরমশালা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

প্রথম ওডিআইয়ের আগে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় শুভমান গিল।

> **আফগান সিরিজে পরিস্থিতি বুঝে আমরা রোটেশন চালাব। তিন নম্বরে ঈশানের পাশে রাহুল, যশস্বীর কথাও ভাবা হচ্ছে।**
>
> -মর্নি মরকেল

পিছোচ্ছে কলকাতা লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুন : প্রাথমিকভাবে কলকাতা প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ শুরুর কথা ছিল ২৫ জুন। সম্ভবত তা হচ্ছে না। লগ্নিকারী সংস্থা শ্রাচীর থেকে এখনও গত মরশুমের বকেয়া পায়নি আইএফএ। ফলে লিগ আয়োজনে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থাকে। যে কারণে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ শুরুর দিন পিছোতে পারে। সেক্ষেত্রে এবারের সিএফএল শুরু হতে পারে জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এদিকে, জুলাইয়ের তৃতীয় অথবা শেষ সপ্তাহে শুরু হবে ডুরান্ড কাপ। শুক্রবার ডুরান্ড আয়োজকদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেন রাজ্যের নতুন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।

জয়ী মিলনপল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ৪-২ গোলে হারিয়েছে নবোদয় সংঘকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মিলনপল্লির চিলিং তামাং, রাজীব মুন্ডা, নিশান্ত ছেত্রী ও ত্রিদীপ রায় গোল করেন। নবোদয়ের হয়ে জোড়া গোল রয়েছে সাইমন কুজুরের। ম্যাচের সেরা হয়ে নিশান্ত পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। শনিবার খেলবে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ও এনআরআই।

ভারতের আয়ারল্যান্ড সফর অনিশ্চিত

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন আয়ারল্যান্ড সফর ঘিরে আচমকাই অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দল আয়ারল্যান্ড সফরে যাবে কিনা, এখনও নিশ্চিত নয়। আচমকা বদলে যাওয়া পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও।

ঘটনাটা কী?

গত কয়েকদিন ধরেই গ্রেট ব্রিটেনজুড়ে চলছে প্রতিবাদ, বিক্ষোভও। সেখানকার শরণার্থীদের সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার দাবিতে পথে নেমেছে সাধারণ মানুষ। ইংল্যান্ডের পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডেও তার প্রভাব পড়েছে। ঘটনা ক্রমশ গুরুতর আকার নিয়েছে। স্থানীয় প্রতিবাদীদের সঙ্গে পুলিশের রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বেধেছে। সঙ্গে মিশে গিয়েছে বর্ণবিদ্বেষের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ও। এমন অবস্থায় ঘরের মাঠে আপাতত আফগানিস্তান সিরিজে ব্যস্ত থাকা টিম ইন্ডিয়ার আয়ারল্যান্ড সফরের ভবিষ্যৎ নিয়েও চলছে জল্পনা।

২৩ জুন টিম ইন্ডিয়ার আয়ারল্যান্ড সফরে রওনা হওয়ার কথা। আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে ২৬ ও ২৮ জুন দুইটি আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ রয়েছে ভারতীয় দলের। সেই সিরিজেই একদিকে যেমন ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশীর আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়ার কথা। ঠিক তেমনই ভারতীয় টি২০ দলের নয়া অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ারের পথ চলা শুরু হওয়ার কথা। আচমকা বদলে যাওয়া পরিস্থিতির কারণে টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন সেই আয়ারল্যান্ড সফরই আপাতত অনিশ্চিত। বিসিসিআইয়ের এক প্রতিনিধি আজ সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, আয়ারল্যান্ডে টিম ইন্ডিয়ার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সর্বভারতীয় এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অনুযায়ী আয়ারল্যান্ডের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি রীতিমতো জটিল হয়ে রয়েছে। সম্প্রতি সেখানে ঘরোয়া ক্রিকেটের কিছু ম্যাচও বাতিল হয়েছে। ছবিটা দ্রুত না বদলালে বৈভবদের সেদেশে দুইটি আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ খেলতে যাওয়ার পরিকল্পনা বদলে যাবে। তেমন হলে ভারত থেকে সরাসরি ইংল্যান্ডে যাবে। কারণ, আয়ারল্যান্ড থেকেই টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরে যাওয়ার কথা।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে আয়ুষ দাস।

চ্যাম্পিয়ন সৃজনী, আয়ুষী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (চ্যাপ্টার টু) জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি স্টেট র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শুভঙ্কক দত্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ফাইনালে তিনি হারিয়ে দেন সৃজনীকে। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের সিঙ্গলসে সৃজনী বসু চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে শারণ্য করের বিরুদ্ধে তার জয় এসেছে। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয় আয়ুষী নন্দী। ফাইনালে আয়ুষী জিতেছে প্রাল্লিপালের বিরুদ্ধে।

মহিলাদের সিঙ্গলসের ৪ সেমিফাইনালিস্ট।

সেমিতে জুবিলি, শিলিগুড়ি কোচিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের ১৬ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৩ সামার কাপ টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল বীরপাড়া জুবিলি ক্লাব ও আয়োজকরা। শুক্রবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জুবিলি ১ উইকেটে জলপাইগুড়ির পাতকাটা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ঘোঘোমালি হাইস্কুল মাঠে প্রথমে পাতকাটা ১০৬ রানে অল আউট হয়। জুনেদ খান ১৭ রান করে। স্তব্য প্রসাদ ১৫ রান নেয় ২ উইকেট। জবাবে জুবিলি ১৭.৩ ওভারে ৯ উইকেটে ১১১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ফারহান হুসেন ৩৩ রান করে। অঙ্কুশ সরকার ১৩ রানে নেয় ২ উইকেট।

চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে আয়োজকরা ৪ উইকেটে চম্পাসারি ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে চম্পাসারি ৮ উইকেটে ১১৭ রান তোলে। মায়াঙ্ক সিং ৩৫ রান করে। ম্যাচের সেরা আয়ুষ দাস ২১ রানে ফেলে দেয় ৩ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ১৫.২ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৯ রান তুলে নেয়। অলোক রায় ৫৭ রান করে। আমন ওরাওঁ ২৩ রানে নেয় ২ উইকেট। শনিবার সেমিফাইনালে খেলবে গোঁসাইপুর আরএসএসএফসিএ-এনআরআই ও আয়োজকরা-জুবিলি ক্লাব।

A leading RMC Player is looking for lease of existing RMC plants (60-90cum/hr) or 1.25-1.5 acres Industrial land for establishment of RMC Plant & vendors who are ready to invest & operate RMC plants near

LOCATION
SILIGURI
Matigara Area

Interested Land Owners / Brokers / RMC Plant Vendors & Owners please share land/plant location, size & layout company profile via
Email: enquiryrmc6@gmail.com
M: 90829 36443

Disclaimer: Advertiser/Company reserves the right of selection subject to terms & conditions

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9289937557.